আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

যুক্তরাষ্ট্রে ২ মাস সূর্যের আলো পড়বে না যেখানে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কার এক শহরে আগামী দুই মাস পর্যন্ত সূর্যের আলো পড়বে না। আলোচিত উৎকিয়াগভিক নামের ওই শহরে বৃহস্পতিবার শেষ সূর্যের দেখা পেয়েছেন নাগরিকরা। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ১০ || সোমবার || অগ্রাহন ১৫ || ১৪২৭ || রবিউল হসানি ১৪ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 10 || November 230 || 2020 || USA. FREE in NY, Other State

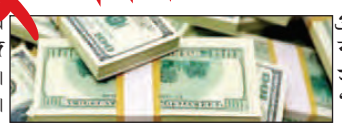
আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

২৫ হাজার কোটি টাকা খুঁজে বের করতে যুক্তরাষ্ট্রেও তদন্ত চলছে

প্রবাসে দেশী দুর্নীতিবাজরা আতংকে

ঢাকা ডেস্ক।- বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত নিয়ে আসার ব্যাপারে তৎপর হয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক। আপাতত চিহ্নিত করতে চাইছে এই পাচারের সঙ্গে জড়িতদের। দেশে দেশে তথ্য সংগ্রহের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে কাজে লাগানো হয়েছে। পরবর্তীতে অর্থ ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সহযোগিতায় কাজ করতে চায় দুদক।



প্রাথমিকভাবে গত ১২ বছরে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে অন্তত ২৫ হাজার কোটি টাকা পাচার হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে সংস্থাটি। যা পাঠানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, হংকং, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে। জানা যায়, গত ২২ অক্টোবর 'বিভিন্ন দেশে পাচার হওয়া অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে নাগরিকত্ব থাকা (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

করোনার ঝুঁকি কম রক্তের যে গ্রুপে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : কভিড-১৯ মোকাবেলায় বিশ্বজুড়ে নানা গবেষণা চলছে। এবার কানাডার বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, যাদের রক্তের গ্রুপ 'ও' কিংবা আরএইচ নেগেটিভ তাদের করোনা ঝুঁকি অন্য রক্তের গ্রুপধারী মানুষের চেয়েও কম। কানাডার ২ লাখ ২৫ হাজার ৫৫৬ জন মানুষের রিপোর্ট (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ম্যারাডোনার 'হ্যান্ড অফ গড' জার্সি নিলামে!



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দিয়াগো ম্যারাডোনার সেই 'হ্যান্ড অফ গড' এবং তার ৪ মিনিট পরে শতাব্দীর সেরা গোলের জার্সি নিলামে ওঠার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এমন প্রস্তাব জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের এক নিলাম সংস্থা। সেই বিখ্যাত জার্সি এই মুহূর্তে রাখা আছে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে সেখানকার জাতীয় ফুটবল মিউজিয়ামে। যে ইংল্যান্ডের (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রে করোনার টিকা আগামী সপ্তাহে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে আগামী সপ্তাহ থেকেই করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন সরবরাহের কাজ শুরু হবে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ৩ নভেম্বর নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বাইরে ভিন্ন বিষয়ে এই প্রথম (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

হোয়াইট হাউস ছাড়তে রাজি ট্রাম্প



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : জো বাইডেন যদি পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ঘোষিত হন তাহলে হোয়াইট হাউস ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার এ খবর জানিয়েছে (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

ম্যারাডোনার বিখ্যাত সব উক্তি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বুধবার চিরঘুমের দেশে পাড়ি জমিয়েছেন কিংবদন্তি দিয়েগো ম্যারাডোনা। মাঠ ও মাঠের বাইরে সবসময় বিতর্কের জালে আটকে ছিলেন ম্যারাডোনা। জাদুকরী ফুটবলার তার কথাতেও জাদু ছড়াতেন। তিনি ছিলেন বেশ বাকপটু। তার বেশ কিছু উক্তি জগদ্বিখ্যাত। প্রয়াত ফুটবল রাজপুত্রের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক মার্কা তাদের প্রথম পাতায় ম্যারাডোনার একটি ছবি দিয়ে তুলে ধরেছে তার একটি বিখ্যাত উক্তি। যেখানে ফুটে উঠেছে ফুটবলের প্রতি ম্যারাডোনার অকৃত্রিম ভালোবাসা। তিনি বলেছিলেন, 'যদি মরে যাই, আমি আবারও জন্ম নিতে চাই। আবারও একজন ফুটবলার হতে চাই। আবারও দিয়েগো আরমান্দো ম্যারাডোনা হতে চাই। আমি এমন একজন (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

রান্না করেন কামালা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আর দেড় মাস। তার পরেই শপথ নেবেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সামলানোর গুরু দায়িত্বের অনেকটাই এসে (বাকি অংশ ২১ পাতায়)

কোটি ডলারেও হিজাব ছাড়ব না
মডেল হালিমা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আমেরিকান মডেল হালিমা আদেন (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
IATA
Haji trusted since 2000
All Air Tickets Visa Services
SAUDIA Emirates ETIHAD KUWAIT AA American Airlines QATAR
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

APOLLO BROKERAGE INC.
TLC INSURANCE
ব্ল্যাক কার সার্ভিস, গ্রীন ট্যাক্সি ও প্রাইভেট কার, বাড়ি ও বিজিনেস অতি বিশ্বস্ততার সাথে ও সহজ কিস্তিতে ইন্স্যুরেন্স করা হয়।
মানি ট্রান্সফার ওয়েস্টার্ন ইউইনিয়ন
ডিডিসি মানি অর্ডার নোটারী পাবলিক
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com
Shamsher Ali
President & CEO

CORE CREDIT REPAIR
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না ? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন।
Late Payments Tax Liens
Charge Offs Garnishment
Inquiries Collections
Call us: 646-775-7008
37-53, 72nd Street, Suite # 1
Jackson Heights, NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com
Mohammed A Kashem
Credit Consultant

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
IATA ARC
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
আমেরিকার যে কোন ষ্টেট থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য ইন্টারনেটের চাইতে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
সুপার সেল $৬৪৯+
QATAR AA
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান?
লারনার পারমিট, রোড টেস্ট এবং টিএলসি পরীক্ষা দিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
6 WEEKS DOS
5 WEEKS CLASS
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basment), Brooklyn, 347-836-1279
(মহিলাদের জন্য মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা ড্রাইভিং শিখানোর ব্যবস্থা আছে)

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES
LOVE WITH CARE IS HUMANITY"
বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO
718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388
E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika // Monday //November 30 // 2020

যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ভার্চুয়েল কনফারেন্সে ইসলামী ফাউন্ডেশনের মতো পৃথক পৃথক ফাউন্ডেশন গঠন দাবী

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রর পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের অধীন ইনটারন্যাশন্যাল রিলিজিয়াস ফ্রীডম বিভাগ(আইআরএফ)- এর অনুমোদন ক্রমে যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে 'বাংলাদেশে ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যালঘু নির্যাতন : সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, দেশ, ও সভ্য দুনিয়ার জন্য এর পরিণাম' শিরোনামে একটি ভার্চুয়েল কনফারেন্স গত ২০ নভেম্বর শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের অন্যতম সভাপতি নবেন্দু দত্তের সভাপতিত্বে (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

থ্যাঙ্কস গিভিং ডে উপলক্ষ্যে

এস্টোরিয়ায় ফ্রন্ট লাইন ফুড কুইন্স-এর ২,৫০০ ফুড বিতরণ





বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: থ্যাঙ্কস গিভিং ডে উপলক্ষ্যে ফ্রন্ট লাইন ফুড কুইন্স-এর উদ্যোগে গত ২৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ২ হাজার ৫০০ ফুড মিট বিতরণ করা হয়েছে। এরমধ্যে তাদের সহযোগিতায় এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক ৩০০ হালাল মিট (হালাল টার্কি) প্রবাসী বাংলাদেশী সহ বিভিন্ন কমিউনিটির পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন জানান, মহামারী করোনার এই দু:সময়ে এস্টোরিয়া সহ আশপাশের প্রবাসী বাংলাদেশী সহ অন্যান্য কমিউনিটির মানুষ যাতে থ্যাঙ্কস গিভিং ডে'র উৎসব থেকে বঞ্চিত না হয়, সেজন্যই এই উদ্যোগ নেয়া হয়। সিটির এস্টোরিয়া রেসিডেন্ট হাউজিং, কুইন্স ব্রীজ, রেইবোল্সউডস, এস্টোরিয়া ফুড পেন্ট্রিতে ফ্রন্ট লাইন ফুড কুইন্স-এর উদ্যোগে থ্যাঙ্কস গিভিং ডে খাবার বিতরণ করা হয়। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট ২২-এর প্রার্থী ইবি হেন্টজোপেলোজ বিশেষ সহযোগিতা করেন।

তিনি জানান, শুধু থ্যাঙ্কস গিভিং ডে নয় করোনাভাইরাস শুরু হওয়ার পর থেকেই আমরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক সংগঠন ছাড়াও সিটি প্রশাসনের সহযোগিতায় মানুষদের মাঝে খাবার বিতরণ করে আসছি।



বৃন্দাবন সরকারী কলেজ অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মাঝে আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ

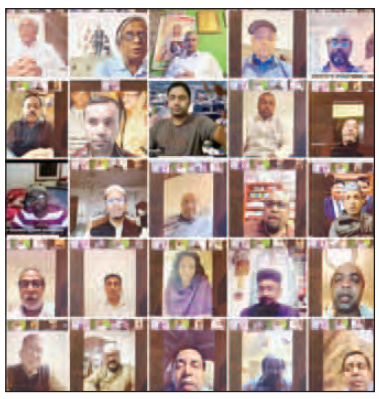
হবিগঞ্জ: হবিগঞ্জ সরকারী বৃন্দাবন কলেজ আল্যামনাই এসোসিয়েশন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝে আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ করা হয়েছে। গত ২২ নভেম্বর রোববার জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে চেক বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন হবিগঞ্জ-৩ আসনের এমপি ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট মো. আবু জাহির। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, বিদেশ থেকে আমাদের সন্তানেরা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ থেকে দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ান।

পরে সংসদ সদস্য বৃন্দাবন সরকারী কলেজ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সাড়ে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী ও পেশাজীবী মানুষের হাতে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আর্থিক সহ-য়তা কমিটির আহবায়ক প্রফেসর ইলিয়াছ বখত চৌধুরী জালাল। পরিচালনায় ছিলেন হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ফজলুর রহমান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বৃন্দাবন সরকারী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দেওয়ান জামাল উদ্দিন চৌধুরী, হবিগঞ্জ

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিবের রোগ মুক্তির জন্য যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের দোয়া মাহফিল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মহামারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি এবং পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সুস্থতা কামনায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ নভেম্বর বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টায় নিউইয়র্কে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওই বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান এবং মাহফিল পরিচালনা করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ। উল্লেখ্য, মন্ত্রী ড. মোমেন ও সচিব মাসুদ বিন মোমেন উভয়েই ইতিপূর্বে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।



মাহফিলের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান। এসময় তিনি তার বক্তব্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ করে বলেন, তিনি যেনো আমাদের মানুষদেরকে দ্রুত সুস্থতা দান করে আবার দেশের কাজে নিয়োজিত করার তৌফিক দান করেন। এছাড়াও তিনি সকল নেতাকর্মীদের এই বৈশ্বিক মহামারির সময় সকল দু:খ-কষ্ট ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ ও দলের জন্য কাজ করার আহবান জানান।

দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন বাংলাদেশ তরীকত ফেডারেশন যুক্তরাষ্ট্র শাখার সাধারণ সম্পাদক ইমাম কাজী কাইয়্যুম।

দোয়া মাহফিলে ভিডিও কনফারেন্সে অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক নিজাম চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া এনাম, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক আশরাফুজজামান, কোষাধ্যক্ষ মনছুর খান, আন্তর্জাতিক সম্পাদক দেওয়ান বজলু, প্রবাসী কল্যাণ সম্পাদক মোঃ সোলায়মান আলী, ইমিগ্রেশন বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রহমান মামুন, কার্যকরী সদস্য শাহানারা রহমান, আলী হোসেন গজনবী, জয় আলী, নি-উজার্সী স্টেট আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি রেজাউল করিম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক বিশ্বজিৎ দে বাবলু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রকিবুল হাছান রিপন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ উর রহমান ও সাদিক রহমান, কানেকটিকাট স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি জেহাদুল হক জেহাদ ও সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী, পেনসিলভেনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খান, বোষ্টন আওয়ামী লীগের সভাপতি ইউসুফ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, মিশিগান আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল আহাদ, মিশিগান মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুর শাখুর খান মাখন, জর্জিয়া স্টেট আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি শেখ জামাল, নিউইয়র্ক আইনজীবি পরিষদের সভাপতি মোর্শেদা জামান, যুবলীগ নেতা শাহ সেলিম, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নুরুজ্জামান সরদার, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগ নেতা জেড এ চৌধুরী জয়, সাহিদুল হক রাসেল, মুক্তিযোদ্ধা যুব কমান্ড কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি হুমায়ুন কবির প্রমুখ।



বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

বিদায় ম্যারাডোনা
ফুটবলবিশ্ব তাঁকে চিরকাল মনে রাখবে

ম্যানাডোনা তাঁর সময়ে তিনি ছিলেন মাঠের রাজা। তাঁর সৃষ্টিশীলতায় মাতোয়ারা হয়েছে ফুটবল অঙ্গন। শৈশবে যে ফুটবল আঁকড়ে ধরে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই ফুটবল তাঁকে এনে দেয় জগেজাড়া খ্যাতি। স্বপ্নের ফুটবল, সৃষ্টিশীল মাঠ সব কিছু ছেড়ে আজ না-ফেরার দেশে ডিয়েগো ম্যারাডোনা।

ডিয়েগো ম্যারাডোনা নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে গেলেও তাঁর শিল্পিত ফুটবলশৈলী মানুষের মনে অমর হয়ে থেকে যাবে। ১৯৮২ সালে আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ ফুটবলে অভিষেক। প্রথম ম্যাচেই দৃষ্টি কাড়েন দর্শকদের। ফুটবলবোদ্ধারা চিনেছিলেন আগামী দিনের ফুটবল তারকাকে। ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে তো ইতিহাস গড়লেন তিনি। তাঁর অধিনায়কত্বে বিশ্বকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনা। নন্দিত শিল্পীর মতো জাদুকরী নান্দনিকতায় মাঠ কাঁপিয়েছেন তিনি। তাঁর আবেগ ও আত্মবিশ্বাস দলের সব সদস্যের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। কখনো কখনো খেলাকে ছাড়িয়ে গেছেন তিনি। আর এভাবেই ভিয়া ফিওরিতোর বস্তিতে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বেড়ে ওঠা কিশোর 'ফুটবল ঈশ্বর' হিসেবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জয় করেছেন দর্শকের হৃদয়।

আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্সের হয়ে ১৬ বছর বয়সে ক্যারিয়ার শুরু ম্যারাডোনার। ১৯৭৬ থেকে পাঁচ বছর খেলে ১৬৭ ম্যাচে করেছিলেন ১১৬ গোল। এরপর বোকা জুনিয়র্স, বার্সেলোনা, নাপোলি, সেভিয়া, নিউ ওয়েলস ওল্ড বয়েজের পর বোকা জুনিয়র্সে দেখিয়েছেন বাঁ পায়ের জাদু। কোচ হিসেবেও সফল এই কিংবদন্তি। ২০০৮ সালে আর্জেন্টিনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন দুঃসময়ে। লিওনেল মেসিরা তখন বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব থেকে বাদ পড়ার কিনারে। সেখান থেকে ম্যারাডোনার জাদুর ছোঁয়ায় আর্জেন্টিনা পৌঁছে ২০১০ বিশ্বকাপে। ফুটবলকীর্তির বাইরেও যিনি ছিলেন বর্ণময় চরিত্রের অধিকারী। পেশাদার ফুটবলকে বিদায় জানানোর পরও নানা বিতর্কের জন্ম দিয়ে প্রায় সব সময়ই ছিলেন খবরের শিরোনাম হয়ে। ফুটবল মাঠে যেমন ধরা দিয়েছে অনেক অর্জন, তেমনি বহুমাত্রিক জীবন কাটিয়েছেন ডিয়েগো ম্যারাডোনা। দেশের হয়ে খেলেছেন চারটি বিশ্বকাপ। জাতীয় দল আর্জেন্টিনার হয়ে ৯১ ম্যাচ খেলে করেছেন ৩৪ গোল। বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হয়ে মোট ২১টি ম্যাচ খেলেছেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে পেশাদার ফুটবলে তাঁর অভিষেক। ১৯৭৯ সালে বিশ্ব যুব চ্যাম্পিয়নশিপে অসাধারণ নৈপুণ্যে তিনি শিরোপা এনে দেন আর্জেন্টিনাকে। নিজে গোল করেন ছয় ম্যাচে ছয়টি। শুধু পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝানো যাবে না ম্যারাডোনাকে। ঐন্দ্রজালিক ফুটবলে গোটা বিশ্বকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার ক্ষমতা ছিল তাঁর। যুব বিশ্বকাপ ও মূল বিশ্বকাপ- দুটিতেই গোল্ডেন বলজয়ী ফুটবলার তিনি। ২০০০ সালে ফিফার অনলাইন জরিপে শতাব্দীসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছিলেন বিপুল ভোট পেয়ে।

ম্যারাডোনার মৃত্যু মানে চিরবিদায় নয়, ফুটবলবিশ্ব মনে রাখবে তাঁকে।

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

বাইডেন ও আমেরিকান গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

আলেক্সি ডি টকভিল (১৮০৫-১৮৫৯) আমেরিকান গণতন্ত্রের একজন প্রতিষ্ঠিত ভাষ্যকার। তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডেমোক্রেসি ইন আমেরিকা'র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৩৫ সালে। সেখানে তিনি আমেরিকান গণতন্ত্রের গতি-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন। তিনি দেখান যে, বিভিন্ন দেশ ও জাতির অভিবাসীর সমন্বয়ে আমেরিকান গণতন্ত্রে সমতা ও সর্বজনীনতা প্রাধান্য পেয়েছে। এটি ইউরোপে ক্রমশ বিকশিত গণতন্ত্র থেকে ভিন্নতর। এ ধরনের নতুন সমাজের জন্য গণতন্ত্রই ছিল জুতসই কার্যব্যবস্থা। বিস্ময়ের ব্যাপার, ঐ গ্রন্থে টকভিল তার নিজ দেশ ফ্রান্সসহ ইউরোপে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে গণতন্ত্রের সার্থকতার শর্ত হিসেবে তিনি নাগরিক বহুত্ববাদকে প্রাধান্য দেন।

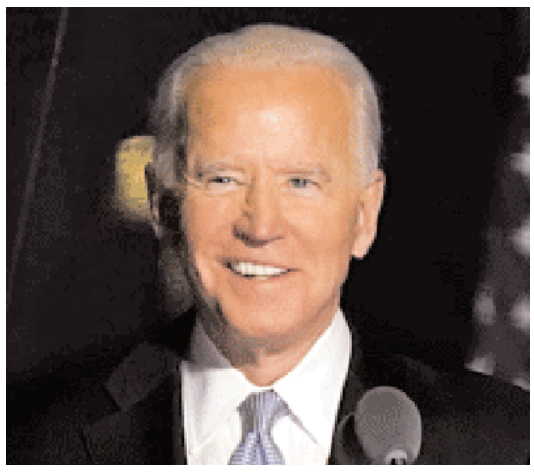
আমেরিকার নিউ ইংল্যান্ড শহরে তিনি গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেন। জনগণের সার্বভৌমত্বই যে রাষ্ট্রক্ষমতার উৎস, তিনি তার এ গবেষণা দ্বারা তা প্রমাণ করেন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ওপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। প্রাতিষ্ঠানিকতার মাধ্যমে তিনি নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের পরামর্শ দেন। নির্বাচনকে তিনি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেন। এর মাধ্যমে দায়িত্বশীল নাগরিকতা এবং যৌক্তিক দেশপ্রেমের বিকাশ ঘটবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার রক্ষাকবচ হিসেবে তিনি নাগরিক স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক চর্চাকে আরো ভালোভাবে অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন।

তিনি মনে করেন, গণতান্ত্রিক সমাজের সার্থকতা নির্ভর করে অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক চর্চায়। তিনি ধর্মকে মূল্যবোধের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। কিন্তু একই সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয় ধর্মের ব্যবহার নিরুসাহিত করেন। সেকালে ইউরোপ থেকে নানা ধর্মের নাগরিকগণ আমেরিকায় বসবাসের জন্য যায়। তাদের মধ্যে বিভাজন এড়াতেই তিনি সম্ভবত এ পরামর্শ দিয়ে থাকবেন। টকভিল তার এসব রাজনৈতিক বিশ্লেষণের চেয়ে সুদূরপ্রসারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সমাজতাত্ত্বিক বিষয়াবলির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক যেসব কারণ মানুষকে বিভক্ত করে, সেই বিভাজন দূর করতে সমাজতাত্ত্বিক কার্যব্যবস্থাকে তিনি শ্রেয় মনে করেন।

তিনি বলেন 'সন্দেহ নাই যে, গণতন্ত্র সর্বাধিক মানুষের জন্য সর্বাধিক সুখ নিশ্চিত করে।' এই সুখের মাত্রা নিয়ে গরিব, মধ্যবিত্ত ও অভিজাতদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, গণতন্ত্রে সবচেয়ে যারা শক্তিমান শুধু তারাই শাসন করেন না, 'সকলের তরে সকলে আমরা' বিষয়টি প্রাধান্য পায়। তবে এখানে বিপদের বিষয় হচ্ছে 'টাইরানি অব দ্য মেজরিটি' বা সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। তিনি গরিষ্ঠ মতের নিবর্তন সম্পর্কেও সতর্ক করেন।

আলেক্সি ডি টকভিল মার্কিন গণতন্ত্র সম্পর্কে আজ থেকে ১৮৫ বছর আগে যে আশা-আশঙ্কার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন তা যেন আজকের কথা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষরা এর বিশালত্ব, বিভাজন ও বৈচিত্র্যের কারণে এমন এক সংবিধান তৈরি করেন, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এসব সমস্যাকে ধারণ, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে বলা হয় সর্বশ্রেষ্ঠ লিখিত সংবিধান। যুক্তরাজ্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু যেসব সমস্যা যুক্তরাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে কখনো কখনো প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে সেসব সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সুলিখিত ও সুনির্দিষ্টকরণকে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান নির্মাতারা সতর্ক থাকেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের বড় বৈশিষ্ট্য হলো 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধন'। যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোর ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স বা ক্ষমতার ভারসাম্য বিধান হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। শত শত বছর ধরে সংবিধানটি অনুসৃত হওয়ার কারণে এটি প্রতিষ্ঠানিকতা অর্জন করেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মতো আমেরিকান সংবিধান যখন-তখন সংশোধন করা যায় না। সংবিধানকে যখন সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়- এই দুই বিভাজনে ভাগ



করা হয়, তখন বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান। আর গণতন্ত্র হচ্ছে এর প্রাণ।

প্রেসিডেন্ট যাতে একনায়কসুলভ আচরণ না করতে পারেন, সেজন্য বিচার বিভাগকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রণীত যে কোনো আইন অধ্যাদেশ ও বিধান সুপ্রিম কোর্টে আপিলযোগ্য। সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার রশি টেনে ধরার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে মার্কিন কংগ্রেসকে। যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপরিষদকে বলা হয় 'সিনেট'। আর নিম্নপরিষদকে বলা হয় 'হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ'। তাদেরও রয়েছে নিজস্ব পৃথক পৃথক ক্ষমতা। সংবিধানের আর্টিকেল-১ ও সেকশন-১-এ বলা হয়েছে 'সকল আইনগত ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে নিহিত।'

প্রেসিডেন্ট-প্রদত্ত যে কোনো নিয়োগ ও তার বিবিধ কার্যাবলি সিনেট ও 'হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ' দ্বারা বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত। অন্তর্ভুক্ত ৫০টি 'এস্টেট' বা রাজ্যের রয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তা। প্রতিটি রাজ্যের নির্ধারিত নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে। আবার নাগরিক সাধারণেরও প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। এভাবে অঞ্চল ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। এসব করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখন্ডতা ও জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নয়। একটি নির্দিষ্ট ইলেকটোরাল কলেজ বা নির্বাচকমন্ডলীর প্রতিনিধিত্ব দ্বারা। বিষয়টি কিছুটা জটিল প্রকৃতির।

এবারের নির্বাচন থেকে এই জটিল প্রকৃতির কিছুটা আঁচ পাওয়া গেছে। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্র, সেহেতু এই নির্বাচনের প্রতি বিশেষ আগ্রহ বিশ্ববাসীর। একক পরাশক্তি হিসেবে পৃথিবীর শান্তি ও স্থিতিশীলতা নির্ভর করে আমেরিকান নেতৃত্বের ওপর। আমেরিকান নেতৃত্ব যদি হয় শান্তিবাদী, তাহলে পৃথিবীর চিত্র হবে একরকম। আবার তিনি যদি হন হস্তক্ষেপপ্রবণ তাহলে পৃথিবী অশান্ত হয়ে উঠতে পারে। উড্রো উইলসনকে মনে করা হয় আমেরিকার সবচেয়ে শান্তিবাদী প্রেসিডেন্ট (১৯১৩-১৯২১)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানে ও জাতিসংঘ গঠনে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। আরেকজন শান্তিবাদী প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড। ইরানের ইসলামিক বিপ্লবের সময়ে সরাসরি হস্তক্ষেপে বিরত থাকেন। তার এই ভূমিকার জন্য দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হতে ব্যর্থ হন। উল্লেখ্য যে, আমেরিকান সংবিধানে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগে যতটা ক্ষমতা ভোগ করেন ততটা ভোগ করেন না অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে। যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলো অনেকটাই স্বশাসিত।

অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের চেয়েও বেশি ক্রিয়াশীল। সংবিধান কর্তৃক গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতার সীমারেখা নির্ণীত হওয়ার কারণে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সীমাবদ্ধ। যখনই ক্ষমতার সীমারেখার ক্ষেত্রে বা গণতান্ত্রিক বিধিবিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘিত হয় তখনই বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই ধরনের বিরোধ নিরসনের সক্ষমতা সংবিধান, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও নেতৃত্বের রয়েছে।

এক্ষেত্রে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি ব্যতিক্রম। বিগত চার বছরে যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো তার ভূমিকার কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রের সর্বজনীন ও সমানাধিকারের নীতির ব্যতিক্রম ঘটে। তিনি মূল আমেরিকান নাগরিক ও অভিবাসীদের মধ্যে বিরাজমান চিরাচরিত ঐক্য ও সংহতির বদলে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ান। যুক্তরাষ্ট্রকে বলা হয় অভিবাসীদের রাষ্ট্র। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে সমবেত হয়েছে মানুষ। সাম্প্রতিক কালে অভিবাসীদের ক্রমবর্ধমান অবস্থান গোড়া শ্বেতকায়দের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘকাল থেকে গড়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের আদর্শ ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচারণায় প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, ট্রাম্প তার যাপিত জীবনের মাধ্যমে যা প্রদর্শন করেছেন তা গণতন্ত্র নয় বরং অন্যকিছু। তার বক্তৃতার ভাষা, মানুষের প্রতি আচরণ এমনকি সমগ্র আমেরিকান জনগণের প্রতি তার আহ্বানে এটা কখনোই প্রমাণিত হয়নি যে, তিনি জীবনাচরণে গণতন্ত্রকে ধারণ করেন। অন্যদিকে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জীবনাদর্শে ও শাসনব্যবস্থায় যে গণতন্ত্রকে পথনির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন তা স্পষ্ট। তবে ট্রাম্প যে ক্ষত সৃষ্টি করেছেন তা সুচিকিৎসা করতে অনেকদিন সময় লাগবে।

তৃতীয়ত, 'আমেরিকা ফার্স্ট' বলে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে নাগরিক সুবিধার কথা বলেছেন তা দৃশ্যত অন্যায় কিছু নয়। কিন্তু এর মাধ্যমে অভিবাসী জনগণ, ধর্মীয় গোষ্ঠী, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তথা গোটা বিশ্বের সেবার পরিবর্তে যে বিরূপতা সৃষ্টি হয়েছে তা অগ্রহণযোগ্য।

পঞ্চমত, দীর্ঘকাল ধরে একই ধারায় পরিচালিত হয়েছে আমেরিকান পররাষ্ট্র নীতি। কিন্তু ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে পৃথিবীব্যাপী আমেরিকান সহায়তা যেভাবে হ্রাস করেন তা সেবার মানসিকতার পরিবর্তে শক্তি প্রয়োগের মানসিকতার প্রমাণ দেয়। জলবায়ু পরিবর্তনে বৈশ্বিক সহায়তা এবং অবশেষে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সদস্যপদ প্রত্যাহার করে ট্রাম্প সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছেন।

ষষ্ঠত, বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও আমেরিকান মিত্রদের প্রতি তিনি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে ব্যয় হ্রাসের চাপ দিয়েছেন তা ন্যাটোকে খাটো করেছে। ইউরোপের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মনে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সপ্তমত, কূটনৈতিক সমাধানের পরিবর্তে তিনি যে শক্তি প্রয়োগের কৌশল অবলম্বন করেছেন তা শান্তির পরিবর্তে স্থায়ী উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। ইরান তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

অষ্টমত, ঐক্যের বদলে বিভেদ সৃষ্টি করে তিনি আরব বিশ্বকে বিভক্ত করেছেন।

নবমত, খাশোগি হত্যা মামলায় সৌদি যুবরাজকে প্রশ্রয় দিয়ে তিনি ন্যায়ের ব্যতিক্রম করেছেন। দশমত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি গণতন্ত্রের অপরিহার্য শর্ত ভঙ্গ করেছে, তা হচ্ছে নির্বাচনে গণরায়কে অস্বীকার করা। তৃতীয় বিশ্বে যে মামলার মানসিকতা অহরহ লক্ষ করা যায়, তা ট্রাম্পকে পেয়ে বসেছে।

লেখক: অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নামাজের সময়-সূচী

নভেম্বর/ডিসেম্বর	৩০	১	২	৩	৪	৫	৬
ফজর	৫.৪২	৫.৪৩	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৭
সূর্যোদয়	৭.০২	৭.০৩	৭.০৪	৭.০৫	৭.০৫	৭.০৬	৭.০৭
জোহর	১১.৪৬	১১.৪৭	১১.৪৭	১১.৪৭	১১.৪৭	১১.৪৭	১১.৪৯
আসর	২.৪৮	২.৪৮	২.৪৮	২.৪৮	২.৪৮	২.৪৮	২.৪৮
মাগরিব	৪.২৯	৪.২৯	৪.২৯	৪.২৯	৪.২৯	৪.২৯	৪.২৯
এশা	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০

কমলায় যুক্তরাষ্ট্রে নারীর জয়গান



সৈয়দ আবদাল আহমদ

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের আগে এক টুইটে ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জো বাইডেন লিখেছিলেন, 'দারুণ খবর! কমলা হ্যারিসকে আমি রানিং মেট করেছি।' খবরটি যে আসলেই দারুণ ছিল, বোঝা গেল গত ৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নতুন ইতিহাস রচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। আর সে ইতিহাস হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে নারীর এগিয়ে যাওয়ার জয়গান। কারণ কমলা হ্যারিস যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের দু'টি বড় পদের একটিতে কোনো নারী নির্বাচিত হতে পারেননি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী স্পিকার হন ন্যান্সি পেলোসি।

বিজয় নিশ্চিত হওয়ার পর ৮ নভেম্বর ডেলাওয়ারের উইলমিংটনের বিজয় মঞ্চ থেকে দেয়া ভাষণে কমলা বলেন, 'হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে আমিই প্রথম নারী। কিন্তু আমিই শেষ নই।' তিনি শিশু বিশেষ করে প্রতিটি মেয়ে শিশুকে উদ্দেশ করে বলেন, 'আমাদের দেশ তোমাদেরকে পরিষ্কার বার্তাই দিয়েছে, তোমরা স্বপ্ন দেখো, দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাও।'

সত্যিই, যুক্তরাষ্ট্রে নারীদের এগিয়ে যাওয়ারই এক গল্প! যুক্তরাষ্ট্রের নারীরা প্রথম ভোটাধিকার পেয়েছিল ১৯২০ সালে। ঠিক ১০০ বছর আগে। আর ১০০ বছর পর, ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দুই পদের একটিতে প্রথম নিজেদের প্রতিনিধি পেলেন নারীরা। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ন্যান্সি পেলোসি প্রথম নারী স্পিকার হয়েছেন। ২০০৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত তিনি প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ছিলেন। ১৯৮৭ সালে প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য হন তিনি। বারাক ওবামার সময় থেকে তিনি স্পিকার। কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাটিক আইনপ্রণেতারা বৃহস্পতিবার তাকে আবার দুই বছরের জন্য প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার হিসেবে মনোনীত করেছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। বয়স ৮০ বছর। এ অর্জনের জন্য নারীদের যেমন দীর্ঘ প্রতীক্ষা, তেমনি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে।

এর আগে ১৯৮৪ সালে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ওয়াল্টার মন্ডেলের সাথে প্রথম নারী হিসেবে জেরাল্ডিন ফেরারোকে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করা হয়। তবে তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি। ২০০৮ সালে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জন ম্যাককেইনের সাথে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী দেয়া হয়েছিল আলাস্কার নারী গভর্নর সারাহ পলিনকে। তিনিও ভাইস প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি। ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট পদে ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রথম নারী প্রার্থী হন হিলারি ক্লিনটন। কিন্তু ৩০ লাখ পপুলার ভোট বেশি পেয়েও ট্রাম্পের কাছে ইলেকটোরাল ভোটে হেরে যান হিলারী। এবার কমলা ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে এ কথাই জানান দিলেন, যুক্তরাষ্ট্রে রাজনীতিতে নারীরা আর হেলাফেলার বিষয় নয়। এর আগে নারী হিসেবে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন মেডিলিন অলব্রাইট। প্রেসিডেন্ট জুনিয়র বুশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন কন্ডোলিজা রাইস। ওবামা প্রশাসনে দাপুটে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন হিলারী ক্লিনটন। ওবামা প্রশাসনে আরো দু'জন নারী মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন– জেনেট ন্যাপোলিটানো ও হিডা সলিস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ও শ্রম-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে।

প্রেসিডেন্ট পদে ২০১৬ সালে হিলারী ক্লিনটন জিততে পারেননি, এ কথা ঠিক। তবে ২০১৭ সালে রেকর্ডসংখ্যক নারী আমেরিকার সিনেটে প্রবেশ করেন। অঙ্গরাজ্যের আইনপ্রণেতা নারীর সংখ্যা আরো বেশি। ২০১৭ সালে এক হাজার ৮৩০ জন নারী ৫০টি অঙ্গরাজ্যের আইনসভায় দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া ৩০ হাজারের বেশি জনসংখ্যার শহরগুলোর ২০ শতাংশ মেয়র পদে আসীন হন নারী। ২০১৮ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রেকর্ডসংখ্যক ৯৮ জন নারী প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য হয়েছেন। ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগ পর্যন্ত ৩২২ জন নারী যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে দায়িত্ব পালন করেন। এদের মধ্যে ২০৮ জন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এবং ১১৪ জন রিপাবলিকানদের।

এবারের নির্বাচনে কমলা হ্যারিস যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ায় নারীদের মধ্যে জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে। এএফপির খবরে বলা হয়েছে, কমলা যুক্তরাষ্ট্রের নারী ভোটারদের মধ্যে শক্তির সঞ্চার ঘটিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক শহরে কমলাকে নিয়ে বেশি মাতামাতি হয়েছে। আইনজীবী থিয়োডোরা এএফপিকে তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, কমলা মেয়েদের কাছে একজন বিস্ময়কর রোল মডেল। জো বাইডেন তার মন্ত্রিসভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী করতে যাচ্ছেন একজন নারী, মাইকেল ফ্লাওয়ারজয়কে। এটাও হবে নতুন ইতিহাস।



ভারতীয় মা ও জ্যামাইকান বাবার মেয়ে কমলা হ্যারিস আমেরিকার রাজনীতিতে প্রবেশের পর ২০০৩ সালে প্রথমবার নির্বাচনে যেতেন। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকোর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হন। ২০১০ সালে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল নির্বাচিত হন। আর ২০১৬ সালে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেটর নির্বাচিত হলেন। দুই অভিবাসীর সন্তান এখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট।

জীবনীগ্রন্থ 'দ্য ট্রুথ উই হোল্ড' বইয়ে কমলা হ্যারিস লিখেন, কমল অর্থ পদ্মফুল, যা ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাৎপর্যের প্রতীক। সেখান থেকেই নেয়া হয়েছে 'কমলা' নামটি। মা শ্যামলা গোপালন ভারতের তামিলনাড়ু থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ক্যান্সার গবেষক ও অধিকারকর্মী। বাবা ডোনাল্ড হ্যারিসের জন্ম জ্যামাইকায়। তিনি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এই দুই অভিবাসীর সন্তান হিসেবে তার জন্ম হয় ক্যালিফোর্নিয়ার অকল্যান্ডে। পাঁচ বছর বয়সে মা-বাবার বিচ্ছেদ ঘটে। মায়ের কাছে কমলা ও তার বোন মায়া বেড়ে ওঠেন মিশ্র সংস্কৃতিতে। তারা মায়ের সাথে ভারতেও বেড়াতে এসেছেন। তবে মা জানতেন, বসবাসের জন্য তিনি যে দেশটা বেছে নিয়েছেন, সে দেশের জনগণ কমলা ও মায়াকে কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবেই গ্রহণ করবে। মা সেই সংস্কৃতিতেই আমাদের গড়ে তোলেন। ওয়াশিংটন ডিসিতে 'কৃষ্ণাঙ্গদের বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবে পরিচিত, হাওয়ার্ড ইউ-নিভার্সিটিতে তাকে ভর্তি করে দেয়া হয়। সেখানে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি নিয়ে পড়েছেন। এরপর ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ায় পড়েছেন আইন বিষয়ে। তবে জীবনে গঠনমূলক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৯ সালে মা শ্যামলা মারা যান। ২০১৪ সালে কমলা বিয়ে করেন আইনজীবী ডগলাস এমএফকে ভারতীয় ও ইহুদি ঐতিহ্যের সাথে মিল রেখে। বাইডেনের সাথে সুর মিলিয়ে কমলাও ঐক্যের ডাক দিয়েছেন। বাকপটু কমলা হ্যারিস বলেন, 'বাইডেন ও আমি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের নতুন অধ্যায় লিখতে প্রস্তুত। প্রথম দিন থেকেই অর্থনীতি পুনর্গঠনে আমরা কাজ শুরু করতে যাচ্ছি, যা কর্মজীবী পরিবারগুলোর জন্য কাজে দেবে।'

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব



বিশ্বের প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম-গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ



হাবিব রহমান

যাচ্ছি বিশ্বের প্রাকৃতিক সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম, অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যরিয়ার রিফ দেখতে। রাস্তায় যাত্রা বিরতি ছিলো কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের রাজধানী ব্রিসবেনে। স্থানীয় বাংলাদেশী আলমগীরকে সাথে নিয়ে বলা যায় সারা রাত চষে বেড়িয়েছি ব্রিসবেন শহরটি। ভোররাতে হোটেলে ফিরে একটু ঘুম। তারপর সকালে হোটেলেই নাস্তা সেরে আবার এয়ারপোর্টে। আলমগীরই আমাকে এয়ারপোর্টে পৌছে দিয়েছে। তাকে ধন্যবাদ জানালাম। আলমগী না থাকলে হয়তো এত অল্প সময়ে আমার ব্রিসবেন শহরটি ঘুরে দেখা সম্ভব হতোনা। রাতে মিটার অনুযায়ী তাকে ভাড়া দিতে পারলেও সকালে এই ট্রিপের জন্য কোন অর্থ নিতে রাজী হলোনা। প্রবাসে স্বদেশীরা যে কতো আপন হয় আলমগীর তা আবার প্রমান করলেন।

ব্রিসবেন থেকে হ্যামিল্টন আইল্যান্ড এয়ারপোর্টের দুরত্ব আকাশ পথে সময় লাগলো ১ঘন্টা ৫৫ মিনিট। সিটে বসে লাঞ্চ খাওয়া শেষ না করতেই ঘোষনা এলো সিট বেল্ট বাঁধার। অর্থাৎ নামার সময় হয়ে গেছে।

এয়ারপোর্টের ফর্মালিটি সারতে খুব বেশী বিলম্ব হয়নি। লাগেজ ঠেলে বাইরে বেরোতেই দেখলাম আমার নাম লেখা প্লাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিফ ভিউ হোটেলের একজন কর্মী। হোটেল বুক করার সময়ই জেনেছিলাম তাদের এয়ার পোর্ট সাটল সার্ভিস আছে। তাদের আমার বিমানের সময়সূচি জানিয়ে দিয়েছিলাম সে সময়েই। সঠিক সময়েই তারা এসে আমাকে তুলে নিলো। লাগেজেও আমার হাত লাগাতে হলোনা। হোটেলের ড্রাইভার এবং স্টাফ দু'জনকেই এক নজরেই ভালো লাগলো।

৩৬৮ টি গেস্ট রুম নিয়ে আমার রিফ ভিউ হোটেলটি এক নজর দেখেই ভ্রমণের ক্লান্তি সব দূর হয়ে গেলো। টপ ফ্লোরে রুম দিতে বল্লাম। খুব দ্রুত রিসিপসনের কাজ শেষ করে উঠে এলাম আমার রুমে। রুমের সামনে ব্যালকনি। সামনে সুনীল কোরাল সাগর মন ভালো করার জন্য যথেষ্ট। রুমে হাত মুখ ধুয়ে জামা কাপড় ছেড়ে নীচে নামলাম ডিনারের জন্য। সারা শরীর ক্লান্তিতে ছেয়ে আছে। ডিনার সেরে রুমে এসে ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে ঝাপিয়ে পড়লাম বিছানায়। সকাল ৮টায় গাইড এসে তুলে নেবে। এর আগেই ব্রেকফাস্ট সেরে তৈরি হয়ে নিতে হবে আমাকে।

কাঁটায় কাঁটায় সকাল ৮ টায় গাইড এসে হোটেল লবি থেকে আমাকে তুলে নিলো। রিফে সাড়ে আট ঘন্টা কাটবে তার সাথে। স্নরকেলিং ছাড়াও অন বোর্ড বার-বিকিউ লানঞ্চ অন্তর্ভুক্ত এই ট্যুরে। পৃথিবীর অনেক





জায়গায় আমি স্নরকেলিং এ অংশ নিয়েছি। তাই এ নিয়ে আমার তেমন আগ্রহ নেই। জাহাজ থেকে রিফের দৃশ্য অবলোকন করাই আমার বেশী আগ্রহ।

১০০ জন ট্যুরিস্ট নিয়ে বোটটি ছাড়লো। বেশ বড়সড় বোট। একটু পরেই শুরু হলো গাইডের লেকচার। বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে গাইডের লেকচার শোনার খুব একটা প্রয়োজন হয়না। একটু ঘাঁটাঘাঁটি করলেই সব তথ্য হাতের নাগালে এসে যায়। কিন্তু গাইডের ডিউটি তাকে পালন করতেই হয়। তাই অনিচ্ছা থাকলেও কান পাতলাম তার বক্তৃতায়।

অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড উপকুলের কাছে এই গ্রেট ব্যরিয়ার রিফ পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম। এখানে ২৯০০ পৃথক পৃথক প্রবাল প্রাচীর প্রায় ১৬০০ মাইল জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে আছে। প্রবাল, পলিপস ইত্যাদি কোটি কোটি অর্গানিজম দ্বারা এই রিফ কাঠামো গঠিত।

বিস্ময়কর সামুদ্রিক জীব প্রবাল (Coral)। প্রাণী হলেও এরা চলেফিরে বেড়ায় না। বরং সাগরতলে কোনো এক জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে এরা সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয়। প্রাণীজগতে এদের স্থান অ্যান্থোজোয়া শ্রেণীতে। এরা অমেরুদন্ডী। প্রবালের অনেকগুলো প্রজাতি আছে।

এক একটা প্রবাল-প্রাণীকে বলা হয় পলিপ। এই পলিপগুলো সাধারণত আকারে খুবই ছোটো, মাত্র ১/২ মিলিমিটার লম্বা। জিনগতভাবে সম্পর্কিত এরকম হাজার হাজার প্রবাল-পলিপ সমুদ্রের নিচে কলোনি বানিয়ে একসাথে বাস করে। এই কলোনি থেকেই গড়ে ওঠে প্রবাল প্রাচীর।

প্রবাল প্রাচীরগুলো দেখতে অপূর্ব সুন্দর। এগুলো বাদামি, লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, সোনালি, ইত্যাদি নানান রঙে রঙানো থাকে। একই প্রাচীরের আলাদা আলাদা অংশ আলাদা আলাদা আকারের হতে পারে, যেমন, হরিণের শিং, মৌমাছির চাক, মানুষের মস্তিষ্ক ইত্যাদি। প্রবাল প্রাচীরের মূল উপাদান প্রবাল-ক্ষরিত ক্যালসিয়াম কার্বোনেট। এছাড়াও প্রাচীরে বসবাসকারী অ্যালজি, স্পঞ্জ ও অন্যান্য জীবরা এতে নানান উপাদান যোগ করে এর বর্ণবৈচিত্রকে আরো বাড়িয়ে তোলে।

কুইন্সল্যান্ড ন্যাশনাল ট্রাস্ট এই রিফকে কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের প্রতীক হিসাবে ঘোষণা করেছে। এটি শুধু একটি বিশ্বের বিখ্যাত পর্যটন স্থানই নয়, পাশাপাশি একটি সমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক নিদর্শনও বটে। এখানে ৪০০ প্রজাতির কোরাল এবং ১৫০০ প্রজাতির মাছের আবাসস্থল রয়েছে। এছাড়াও ১৩৩ প্রজাতির হাঙর সহ অন্যান্য বৃহদাকার সামুদ্রিক মৎস, অসংখ্য প্রজাতির জেলিফিশ, ঝিনুক, শামুক এবং ত্রিশটিরও বেশি প্রজাতির তিমি মাছ ও ডলফিন রয়েছে।

এছাড়াও গ্রেট ব্যারিয়ার জীববৈচিত্রের জন্য অভয়ারণ্য হিসেবে খ্যাত। বৈচিত্রপূর্ণ জীবের উপস্থিত ছাড়াও এখানে ডুগং বা সমুদ্রধেনু এবং সবুজ কচ্ছপের মত বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীর উপস্থিত রয়েছে। সমুদ্রধেনু হচ্ছে গাভীর মত দেখতে বিশাল এক ধরণের উদ্ভিদভোজী প্রাণী। যাদের অস্তিত্ব এবং উপস্থিত গ্রেট ব্যারিয়ার ছাড়া অন্য কোথাও নেই।

কিন্তু দূষণ ও মানবসৃষ্ট কারণে গত কয়েক দশক ধরে এই রিফের অবস্থান হুমকির মুখে।

গাইড আরো জানায় ১৯৮৪ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলের অ্যাবট বন্দরটি কয়লা রপ্তানিকাজে ব্যবহৃত হচ্ছে| সম্প্রতি সরকার এটার সম্প্রসারণের ঘোষণা দিয়েছে| কিন্তু এতে রিফের পরিবেশ আরও ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বলে আশংকা করছেন পরিবেশবাদীরা।

আরো একটা আশংকার কথা জানালো গাইড। তা হলো গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের কচ্ছপরা বিভিন্ন দ্বীপের সৈকতের বালুতে যৌনক্রিয়া করে থাকে| এক্ষেত্রে বালুর তাপমাত্রা একটা বড় ব্যাপার| বড় বন্দরের কারণে আশেপাশের এলাকার তাপমাত্রা বেড়ে গেলে সেক্ষেত্রে কচ্ছপরা বিপদে পড়তে পারে।

গাইড জানায় ধারণা করা হয় ২০ হাজার বছর পূর্বে যখন সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের গঠন শুরু হয়েছিল এবং এই প্রক্রিয়া প্রায় ৬০০০ বছর পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। তবে এর গঠনপ্রণালী থেকে ধারনা করা হয়, প্রাচীরের একটা বৃহৎ অংশ কোন একসময় মহাদেশীয় দ্বীপ ছিল যা সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে অবস্থান করলেও সমুদ্রের পানির উচ্চতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকলে মহাদেশীয় দ্বীপটি একসময় পানিতে ডুবে গিয়ে প্রবাল প্রাচীরের উপরে অবস্থান করে।

ইতিমধ্যে আমরা বোটে করে প্রায় ঘন্টা খানিক সময় পার করেছি। যারা স্নারকলিংয়ে অংশ নেবে তারা প্রস্তুতি নেয়া শুরু করেছে। তাদের উদ্দেশ্যে নির্দেশনা দিচ্ছে গাইড। যেমন পানির নীচে কোন অবস্থাতেই উত্তেজিত হওয়া যাবেনা। নীচে অস্বাভাবিক কিছু দেখলে কি সাইন দেখাতে হবে। অথবা অসুস্থ বোধ করলে উপরে উঠিয়ে নেবার জন্য কি সাইন দেখাতে হবে ইত্যাদি।

ডাইভিং, স্নরকেলিং একটি উত্তেজনাপূর্ণ বিনোদন। ইতোপূর্বে আমি বাহামার বিভিন্ন দ্বীপে ভ্রমণ করে এই বিনোদনগুলোর স্বাদ নিয়েছি। তাই এবার তা থেকে বিরত থেকে কোরাল সমুদ্রের সৌন্দর্য দেখাতেই মগ্ন থাকলাম। একসময় অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর, পৃথিবীর একমাত্র প্রবাল প্রচারী ভ্রমনণশেষ হলো। সারা বিশ্ব থেকে বছরে প্রায় ২০ লাখের বেশি পর্যটকের সমাগম ঘটে এখানে। নিজকে ধন্য মনে হলো। পৃথিবীটা এত বড় যে এই ছোট জীবনে হয়তো আর এখানে আসা হবেনা। মহান সৃস্টি কর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানালাম। কাল ফিরে যাবো সিডনিতে।

লেখক: সিইও, বাংলা ট্যুর।

করোনাকালে বৈদেশিক অর্থপ্রবাহ : সাফল্য ও চিন্তা



দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

গত অর্থবছরে বাংলাদেশ ৭১২ কোটি ডলারের বৈদেশিক সহায়তা পেয়েছে। এর আগের অর্থবছরে যার পরিমাণ ছিল ৬২০ কোটি ডলার। বলা যায়, করোনাকালে বাংলাদেশ উন্নয়ন সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে সাফল্য দেখিয়েছে। কভিড-১৯ অতিমারির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ অন্তত ৪০০ কোটি ডলারের নতুন বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি পেয়েছে, যা মোট দেশজ উৎপাদন বা জি-ডিপির এক শতাংশের মতো।

অবশ্য সমজাতীয় অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বৈদেশিক অর্থপ্রবাহ কম। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে বৈদেশিক সহায়তা কম, যা জিডিপির মাত্র ২ শতাংশ। বৈদেশিক অর্থপ্রবাহের জন্য রপ্তানি এবং রেমিট্যান্সের ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা বেশি। তবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) এক-তৃতীয়াংশের বেশি বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে অর্থায়ন করা হচ্ছে। অন্যদিকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের প্রকল্পে বিদেশি অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীলতা রয়েছে।

বাংলাদেশে বৈদেশিক সহায়তার দুই-তৃতীয়াংশ সাশ্রয়ী সুদহারের অর্থায়ন। নিম্ন আয় থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে ইতোমধ্যে উত্তরণ এবং স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে বের হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকায় বাংলাদেশে সহজ শর্তের ও কম সুদের অর্থায়নের অংশ কমে আসার প্রবণতা রয়েছে। অন্যদিকে অনুদানের অংশও কমে যাচ্ছে। গত অর্থবছরে মোট বৈদেশিক সহায়তার মধ্যে ঋণের অংশ ৯৬ শতাংশ এবং অনুদান ৪ শতাংশ। গত অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তার প্রায় ৪০ শতাংশ এসেছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো খাতে। বহুবিধ খাতে সংযুক্ত প্রকল্পে এসেছে প্রায় ৮ শতাংশ। মানবিক সহায়তা বিশেষত রোহিঙ্গাদের সহায়তার জন্য এসেছে ৮ শতাংশ। বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি স্বস্তিদায়ক পর্যায়ে রয়েছে, যা জিডিপির প্রায় ৩৮ শতাংশ। ঋণ পরিশোধের দায় মোট পণ্য ও সেবা রপ্তানি এবং প্রাথমিক আয়ের ৬ শতাংশের কিছুটা বেশি। তবে ২০১৫ সাল থেকে বৈদেশিক দায়দেনা পরিস্থিতি উর্ধ্বমুখী রয়েছে। মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণ এখন ২৩২ ডলার, যা ধীরে ধীরে বাড়ছে।



করোনা মোকাবিলার জন্য আসা বৈদেশিক সহায়তার প্রায় ৯০ শতাংশ এসেছে বহুপক্ষীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং ফান্ড থেকে। দ্বিপক্ষীয় উৎস থেকে এসেছে ৮ শতাংশ। জাতিসংঘের ব্যবস্থায় এসেছে ২ শতাংশের বেশি। দ্বিপক্ষীয় তহবিলগুলোও জাতিসংঘের মাধ্যমে এসেছে। করোনা পরিস্থিতিতে আসা সহায়তার ৪৬ শতাংশ এসেছে বাজেট সহায়তা হিসেবে। আমাদের কর আদায় যেহেতু কম, সেহেতু বাজেট সহায়তা এ সময়ে বেশ উপকারে আসবে। সরকার এসব অর্থ স্বেচ্ছাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারবে।

কভিড মোকাবিলাকে মাথায় রেখে বিভিন্ন খাতভিত্তিক সহায়তার জন্য এসেছে প্রায় ৪০ শতাংশ। জরুরি স্বাস্থ্য ও এ সম্পর্কিত অন্যান্য সহায়তার জন্য এসেছে ১৪ শতাংশের বেশি। কভিডকালে বহুপক্ষীয় উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংক দিয়েছে এক-তৃতীয়াংশের বেশি। এর পরের অবস্থানে রয়েছে আইএমএফ এবং এডিবি। আইএমএফ যে সহায়তা দিয়েছে, তার শতভাগ বাজেট সহায়তা। অন্যদিকে এশীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যাংকের (এআইআইবি) ৭১ শতাংশ এবং বিশ্বব্যাংকের ১৭ শতাংশের বেশি অর্থায়ন এসেছে বাজেট সহায়তা হিসেবে।

মোটা দাগে আগামীতে বাংলাদেশের সামনে তিনটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এগুলো হলো- করোনাভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলার অর্থায়ন, এলডিসি থেকে উত্তরণের ফলে বিদেশি ঋণের সুদ বেড়ে যাওয়া এবং এসডিজির অর্থায়নের ঘাটতি মেটানো। কভিড মোকাবিলা এবং অন্যান্য কারণে আগামী বছরগুলোতে বৈদেশিক অর্থায়নের বর্ধিত চাহিদা থাকবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বৈদেশিক সাহায্যপ্রবাহ ধরা হয়েছে প্রায় ১৩ শতাংশ। এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি রেয়াতি সুদ ও অনুদানের মাধ্যমে আসবে বলে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী বাজেট ঘাটতি পূরণে বৈদেশিক অর্থায়ন ক্রমান্বয়ে বাড়বে। ২০২৫ সালে এটি জিডিপির ২ শতাংশের বেশি এবং নিট বাজেট ঘাটতির ৪৭ শতাংশের মতো দাঁড়াবে। বছরে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সহায়তা আসবে বলে কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বৈদেশিক সম্পদ সংগ্রহের বিষয়ে বেশ উচ্চাভিলাষী। অবশ্য এই উচ্চাভিলাষ উন্নয়ন সহায়তা সংগ্রহের ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে দেখানো হয়েছে বলা যাবে না। করোনাকালে বৈদেশিক সহায়তার ক্ষেত্রে চিন্তার মূল জায়গা হচ্ছে- সরকারের বিভিন্ন প্রণোদনা বাস্তবায়নে বৈদেশিক ঋণের কার্যকর ব্যবহার নিয়ে। অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার হলো কিনা, তা একসময় বিদেশিদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। বিশেষত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা এসডিজির আমলে গরিব মানুষ ঠিকমতো অর্থ পেল কিনা তা একটি বড় চিন্তার জায়গা হয়ে দাঁড়াবে। পোশাক শ্রমিকদের সহায়তার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে অর্থ দিচ্ছে, তা শ্রমিকরা ঠিকমতো পেল কিনা তার জবাবদিহি করতে হবে। সরকার অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের জন্য বৈদেশিক ঋণের অর্থ যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারে, তাহলে একদিকে ঋণের বোঝা বাড়বে, অন্যদিকে অর্থনীতির জন্য কাঙ্খিত ফল আসবে না।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংকের শ্রেণীকরণ অনুযায়ী নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে জাতিসংঘের বিবেচনায় স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের পর্যায়ে রয়েছে। বড় ধরনের অপ্রত্যাশিত কিছু না ঘটলে আগামী ২০২৪ সালে বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বের হবে। বাংলাদেশের এই দ্বৈত উত্তরণের কারণে সামগ্রিকভাবে রেয়াতি অর্থায়ন কমে যাবে এবং যার ফলে বৈদেশিক ঋণের সুদহার বাড়বে বলে ধরে নেওয়া যায়। এই ক্ষতিপূরণে সহজ শর্তের ও কম সুদের ঋণের বিকল্প উৎসগুলো খুঁজতে হবে। যেহেতু ঋণের বোঝা বাড়ছে, সেহেতু কোন উৎস থেকে কোন খাতের কী জন্য টাকা নেওয়া হবে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের স্বচ্ছতা অত্যন্ত বড় বিষয়। এই প্রেক্ষাপটে ঋণ পরিশোধের সক্ষমতার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

এ সমস্ত কিছুর বিচারে উন্নয়ন সহযোগিতার জাতীয় নীতি দ্রুত হালনাগাদ করা জরুরি।

লেখক: অর্থনীতিবিদ; সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

মুদ্রা পাচার: কানাডার সরকারি

(৯ পাতার পর)

থাকার কথা জানিয়েছেন, যখন কানাডার ফেডারেল সংস্থা ১ হাজার ৫৮২টি মুদ্রা পাচারের তথ্য দেশটির আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে দিয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, তাঁর কাছে ২৮টি কেসের তথ্য সংগ্রহ আছে। গত বছরের শেষে টরন্টোয় লুটেরাবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের সময় বিশ্বব্যাপী মুদ্রা পাচার নিয়ে কাজ করা ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজস্টসের (আইসিআইজে) সঙ্গে জড়িত কানাডীয় কয়েকজন সাংবাদিক অনানুষ্ঠানিকভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সেই সব আলোচনায় কানাডার প্রভাবশালী একটি পত্রিকার একজন সাংবাদিক জানিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে সন্দেহভাজন মুদ্রা পাচারকারী ২০০ বাংলাদেশির একটি তালিকা আছে। তালিকা ধরে তাঁরা তথ্যগুলো যাচাই-বাছাই করার কাজ করছেন।

এদিকে কানাডায় সন্দেহভাজন আর্থিক লেনদেন দেখভালের দায়িত্বে থাকা ফেডারেল সংস্থা ফিনট্র্যাক (দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজেকশনস অ্যান্ড রিপোর্ট অ্যানালাইসিস সেন্টার অব কানাডা) মুদ্রা পাচারের ১ হাজার ৫৮২টি ঘটনা চিহ্নিত করেছে। গত এক বছর সময়ে এই পাচারের ঘটনাগুলো ঘটেছে বলে জানা যায়। সারা দেশ থেকে খুঁজে বের করা মুদ্রা পাচারকারীদের বিস্তারিত তথ্য কানাডীয় সিকিউরিটিজ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস এবং আরসিএমপির কাছে হস্তান্তর করেছে তারা।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এমন সময় বাংলাদেশ থেকে কানাডায় অর্থ পাচারকারী ২৮ জনের তথ্য থাকার কথা জানিয়েছেন, যখন কানাডার ফেডারেল সংস্থা ১ হাজার ৫৮২টি মুদ্রা পাচারের তথ্য দেশটির আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে দিয়েছে। তবে বাংলাদেশের মন্ত্রীর কাছে থাকা ২৮ জনের তথ্য আর কানাডার ফিনট্র্যাকের তথ্যের মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

জানা গেছে, ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স কোম্পানি, শেয়ারবাজারের ব্রোকার, রিয়েল এস্টেট ব্রোকারেজ এবং ক্যাসিনো থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ফেডারেল সংস্থাটি অধিকতর তদন্তের মাধ্যমে মুদ্রা পাচারের ঘটনা উদ্‌ঘাটন করে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, কোভিডের মধ্যেও বিভিন্ন দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার হয়ে কানাডায় আসছে, এমন তথ্যের ভিত্তিতে ফিনট্র্যাক বাড়তি তদন্ত শুরু করে। রিয়েল এস্টেট ব্রোকারেজগুলোয় গোয়েন্দাদের বাড়তি নজর রয়েছে বলে জানা যায়। কোভিডে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই কানাডার অর্থনীতি প্রবল চাপের মধ্যে থাকলেও রিয়েল এস্টেট বাজার যথেষ্ট চাঙা রয়েছে। টারানেট-ন্যাশনাল ব্যাংকের ইনডেক্সের তথ্য অনুসারে, পুরো কানাডায় অক্টোবর মাসে বাড়ির দাম ২২ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। বাড়ির দাম পর্যবেক্ষণের তথ্যের জন্য এই ইনডেক্সকেই গ্রহণযোগ্য সূত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থনীতি চাপে থাকা সত্ত্বেও বাড়ি বাজার এত চাঙা হলো কীভাবে? কারা কিনছেন এই বাড়ি? এ নিয়ে নানা ধরনের মুখরোচক গল্প চালু আছে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে। কোন সরকারি কর্মকর্তা কোথায় আড়াই মিলিয়ন ডলার (২৫ লাখ ডলার বা প্রায় ২২ কোটি টাকা) নগদ দিয়ে বাড়ি কিনলেন, কোন রাজনীতিকের মেয়ের জামাই আলিশান বাড়ি কিনেছেন, কোন টেলিভিশনের পরিচালক নিজের পছন্দ করা নকশায় দৃষ্টিনন্দন বাড়ি বানাচ্ছেন নগদ অর্থে, এসব নিয়েও তুমুল আলোচনা হয়।

গত ৫-৬ মাসে বাংলাদেশ থেকে যে পরিমাণ টাকা কানাডায় এসেছে, গত কয়েক বছরেও তা আসেনি, এমন কথা এখন টরন্টোর বাংলাদেশি কমিউনিটিতে ব্যাপকভাবে উচ্চারিত হয়। সব আলোচনা ছাপিয়ে কানাডার সরকারি সংস্থার তালিকায় কতজন বাংলাদেশী আছেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর তালিকাটি সেখান থেকেই পাওয়া কি না, এ নিয়ে তুমুল কৌতূহল তৈরি হয়েছে সর্বত্র।

লেখক: শওগাত আলী সাগর কানাডাপ্রবাসী সাংবাদিক।

বাংলাদেশী সমাজ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

(১২ পাতার পর)

করা চলে না। অনুসন্ধানী সাংবাদিক ঘটনাস্থল থেকে দেখেশুনেই প্রতিবেদন তৈরি করে পাঠিয়ে থাকেন, যা যথাসময়ে দৈনিকের পাতায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে মনগড়া বা ভুল ঘটনার প্রবল প্রতিবাদ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

এ ছাড়া পরিসংখ্যান বলে যে কথাটি আছে তার তথ্য ও সংখ্যা জরিপের ফলাফল থেকে তুলে ধরা হয়। সেখানে আমরা দেখি, বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যার ক্রমবর্ধমান হ্রাস, যা এখন প্রায় ৮ শতাংশে পরিণত। শ্রেণিভিত্তিক এই হ্রাসের বাস্তব কারণটি বর্তমান আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রবণতা বন্ধ করার জন্য যেমন দরকার প্রান্তিক প্রশাসনের নিরপেক্ষ, আইনসম্মত শ্রেণি-নির্বিশেষ আচরণ, কেন্দ্রের তাতে নজরদারি, তেমনি সার্বিক বিচারে একটি অপরিহার্য শর্ত সুশাসন, যা সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সব নাগরিকের যুক্তিসংগত অধিকার নিশ্চিত করবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আমরা অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে দাবি করে গর্ব ও অহংকার বোধ করি। এই দাবির বাস্তবতা প্রমাণে উল্লিখিত ধরনের অঘটন বন্ধ করতে হবে সমদর্শী শাসনের মাধ্যমে। নিম্নবর্গীয় সংখ্যালঘুদের জন্য যুক্তিবাদী সুবিচার নিশ্চিত করে। সেই সঙ্গে দরকার হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজে প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক চেতনার গরিষ্ঠ শক্তির বিকাশ ঘটানো–রাজনীতি ও সংস্কৃতির উভয়বিধ চর্চায়। রানা দাশগুপ্ত তাঁর বক্তব্যে বর্তমান সরকারের কিছু সংখ্যালঘুবিষয়ক ইতিবাচক পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন, যে কারণে এই মুহূর্তে দেশত্যাগের প্রবণতা খুবই কম। তবে তাঁর একটি কথা 'সংখ্যালঘুদের ওপর রাষ্ট্রীয় হামলার অবসান হলেও সামাজিক রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার অবসান হয়নি' অস্বীকার করা কঠিন। একাধিক ঘটনায় তার প্রমাণ মেলে, রামুতে বৌদ্ধ বিহার-মন্দির ভাঙচুরের ঘটনা বাদ দিলেও।

যে কথা একটু আগে বলেছি, সেটা এখনো সত্য। এখনো রাজধানীতে শারদোৎসব যেমনই হোক, প্রান্তিক এলাকা ও দূর শহরে এখনো ওই উৎসবে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা সচরাচর, যা রানাও বলেছেন, এসব ঘটনা কী প্রমাণ করে? প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথা মানসিক সাম্প্রদায়িকতা পরিসংখ্যানে যত কমই হোক।

আমার বিবেচনায় এককথায় এই মানসিকতা বিদেশি শাসনামলে সূচিত ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী দ্বিভাজিত রাজনীতির অবধারিত পরিণাম। বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনার, তাই আপাতত বিরতি। তবু লেখা শেষ করেও কথা শেষ করি এই বলে যে প্রাজ্ঞ রাজনীতিক ওবায়দুল কাদের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যে ভুল বলেননি কিছু। এ ব্যাপারে আমাদের সচেতনতা দরকার। দরকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগত তৎপরতা।

লেখক: কবি, গবেষক ও ভাষাসংগ্রামী

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

বাংলা পত্রিকা
পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ



অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার থ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট
New Price
বিশাল মূল্যহ্রাস
রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
আমাদের আরও রয়েছে কবুতর, কোয়েল, চাকার, টার্কি মুরগী ও রাজা মোরগ, বার্নি হাঁস, হাঁস ও কোয়েলের ডিম
প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb
বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল
লাইভ তেলাপিয়া $3.49lb
লাইভ বাফেলো $3.49lb
আমেরিকান ইলিশ $1.99lb
দেশী রুই $1.79lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ) $2.49lb
Porgy $1.49lb
লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেপ্ট, হ্যারিং, শ্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ
স্পেশাল
রেশমী বাসমতি রাইস $17.99
আমিন বাসমতি রাইস $17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস $9.99
ডোনার বাসমতি রাইস $18.99
বাহার বাসমতি রাইস $13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস $12.99
কচুর লতি (৩ প্যাক) $4.99
৩ প্যাক কেকসি মাছ $4.99
১ ডজন ডিম .99c
আয়োডাইজ সল্ট (২টি) .99c
EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd
ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার
37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

মুদ্রা পাচার: কানাডার সরকারি সংস্থার তালিকায় বাংলাদেশী কতজন?



শওগাত আলী সাগর

ম্যানসন আকৃতির আলিশান বাড়ির সামনে ড্রাইভওয়েতে হাল মডেলের দামি গাড়ি আর পেছনে নোঙর করা ব্যক্তিগত স্পিডবোট। বাড়ির পেছন দিয়ে বের হয়েই ব্যক্তিগত বোটে লেকে ঘুরে আসা যায়। কিংবা ড্রাইভওয়েতে পার্ক করে রাখা অতি দামি গাড়ি নিয়ে শাঁই শাঁই করে ছুটে যাওয়া যায় যেকোনো দিকে। এমন দৃশ্যের বর্ণনা দিলে যে কেউ এটিকে কোনো সিনেমার দৃশ্য হিসেবেই বিবেচনা করবেন।

টরন্টো থেকে গার্ডিনার এক্সপ্রেস ধরে মাত্র ৪০ কিলোমিটারের দূরত্বে এমন সিনেমাটিক জীবন যাপন করছেন বেশ কিছু বাংলাদেশী। না, তাঁরা যে কানাডায় অনেক বছর ধরে আছেন, তুমুল জীবনসংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা নয়। তাঁদের অধিকাংশই কানাডায় এসেছেন গত কয়েক বছরে এবং বাড়িগুলো কেনা হয়েছে এ সময়েই। কানাডায় তাঁদের দৃশ্যমান তেমন আয়ের কোনো উৎস নেই। তাঁদের অধিকাংশই বাংলাদেশের সরকারি বিভিন্ন বিভাগের বর্তমান বা সাবেক কর্মকর্তা। কানাডার বেগমপাড়ার চেয়েও নতুন কিছু নাম টরন্টোর বাংলাদেশিদের আড্ডায় এখন উচ্চারিত হয়। বিশেষ কয়েকটি পেশা বা বিভাগের নামে পল্লি বা পাড়া যুক্ত হয়ে নতুন উপমাগুলো বেগমপাড়াকেও ম্লান করে দিচ্ছে।

গত ৫৬ মাসে বাংলাদেশ থেকে যে পরিমাণ টাকা কানাডায় এসেছে, গত কয়েক বছরেও তা আসেনি, এমন কথা এখন টরন্টোর বাংলাদেশি কমিউনিটিতে ব্যাপকভাবে উচ্চারিত হয়।

২.

বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নিয়ে সেগুলো ফেরত না দিয়ে কানাডায় পাচার করে আয়েশি জীবন যাপন করা বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে গত বছরের শেষের দিকে আমরা যখন সামাজিক আন্দোলন শুরু করি, তখন বাংলাদেশের সরকারি পর্যায় থেকে সেই আন্দোলনকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। রাশেদ খান মেনন অন্যান্য ইস্যুর সঙ্গে জাতীয় সংসদে বিষয়টি উত্থাপন করলেও সংসদের আলোচনায় কিংবা মিডিয়ায় সেটি তেমন গুরুত্ব পায়নি। ঢাকায় সরকার যেমন এই বিষয়ে নীরব থেকেছে, তেমনি কানাডায় বাংলাদেশ দূতাবাস বা কনসাল জেনারেল অফিস ওই আন্দোলন থেকে নিজেদের যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রেখেছে।

কিন্তু এবার সরকারের খোদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরাসরি অর্থ পাচার নিয়ে কথা বলেছেন, সিংহভাগ পাচারকারী সরকারি কর্মকর্তা, এমন একটি মতামত দিয়েছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বক্তব্যের পর কানাডায় অর্থ পাচার নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), এমনকি উচ্চ আদালত পর্যন্ত এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন।

৩.

বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার করে কানাডায় আসা লোকের সংখ্যা কতজন হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। বাংলাদেশ থেকে আসা সরকারি কর্মকর্তা কিংবা ব্যবসায়ী বা রাজনীতিকমাত্রই যে অর্থ পাচারকারী, তা নয়। কিন্তু সরকারের যুগ্ম সচিব পর্যায়ে চাকরিতে থাকা কেউ যদি টরন্টোর প্রাণকেন্দ্রে দেড় থেকে দুই মিলিয়ন ডলার নগদ মূল্যে আলিশান বাড়ি কিনে ফেলেন, তখন তাঁদের সন্দেহের চোখে দেখার যথেষ্ট কারণ থাকে। এটা সত্য, উত্তর আমেরিকায় ক্রেডিট স্কোর ভালো থাকলে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বাড়ি কেনা যায়। কিন্তু সে জন্য নির্দিষ্ট আয় থাকতে হয়। কানাডায় যাঁদের দৃশ্যমান কোনো আয় নেই, এমন কেউ নগদ ডলারে আলিশান বাড়ি কিনলে তাঁদের নিয়ে আলোচনা হতেই পারে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এমন সময় বাংলাদেশ থেকে কানাডায় অর্থ পাচারকারী ২৮ জনের তথ্য (বাকি অংশ ৮ পাতায়)

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই
এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়
PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.
নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।
❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং
আমরা বাংলায় কথা বলি
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে মিতালী হকের প্রশ্নঃ

আমার বোন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছিলো। তারপর বাংলাদেশে তার বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের বিষয়টি এম্বেসীকে জানানো হয়নি। এরপর আমার বোন এদেশে এসে থাকার পর আবার বাংলাদেশে গেছে। আমার বোনের এবারের বাংলাদেশে অবস্থানের মেয়াদ এক বছর পেরিয়ে গেছে। তাই আমার জানার ইচ্ছা আমার বোনটি স্বাভাবিকভাবে ইচ্ছা করলে আবার এদেশে চল আসতে পারবে? সে কি ঢাকা ইউএস এম্বেসীতে গিয়ে প্রয়োজনে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে পারবে? আমার বোন তার স্বামীকে এদেশে আনতে চায়। এসব বিষয়ে আপনার পরামর্শ পাবার প্রত্যাশায় রইলাম। এমন প্রশ্ন আগেও দেখেছি বলে আজ আমিও লিখলাম।

মিতালী হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউসের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে গ্রিনকার্ডধারীরা বিনা অনুমতিতে এক বছরের কম সময় এদশে বাইরে অবস্থান করতে পারেন। এক বছর বা তার বেশি সময় এদশের বাইরে অবস্থান করলে গ্রিনকার্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ইমিগ্রেশন ইউএস এর প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

তবে রি-এন্ট্রির ব্যাপারে যা বলতে চাই সেটা হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী ইউএস এর বাইরে গিয়ে একবছর বা তার বেশি সময় অবস্থান করতে চাইলে দুই বছরের জন্যে অনুমতি সাপেক্ষে রি-এন্ট্রি লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রিনকার্ডধারীকে এদেশের বাইরে যাবার আগেই এখান থেকেই তাকে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে হবে।

এই রি-এন্ট্রির আবেদনের সময় আবেদনকারীকে অবশ্যই এদেশে উপস্থিত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে প্রয়োজনে একজন এটর্নির সাথে সাক্ষাতে গিয়ে কথা বলা যেতে পারে।

আপনি আপনার বোনের বিষয়ে আরো যা জানতে চেয়েছেন সে ব্যাপারে স্পস্ট করে করে সবকিছু উল্লেখ করতে হবে। যা হয়তো সাক্ষাতে আলোচনা ক রার সময় আপনি উল্লেখ করতে পারবেন। এসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে কিছু বলতে চাইলে এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু তথ্য জানা দরকার।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পউসের জন্যে ইমিগ্রেশনের আইন অনুযায়ী আবেদন করতে পারেন। কিন্তু সেই আবেদনকারী স্পাউসকে অবশ্যই এদেশে যথাযথ গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে বসবাস করতে হবে।

নিউইয়র্ক থেকে আবু হামিদের প্রশ্নঃ

আমি আজ এই চিঠিটি লিখছি আমার এক বন্ধুর জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে। আমার বন্ধুর চাচা একজন ইউএস সিটিজেন। তিনি আমার বন্ধুর বাবার জন্যে অর্থাৎ তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন। এই আবেদনে ঐ ভাইয়ের সন্তানেরাও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমার বন্ধুর বাবা অর্থাৎ আবেদনকারীর ভাই মারা গিয়েছেন। সে কারণে জানতে চাওয়ার বিষয় হচ্ছে এখন ঐ আবেদনের অবস্থা কেমন হবে?

আবু হামিদের প্রশ্নের উত্তরঃ



প্রথমেই আমাদের জানা থাকা দরকার যে একজন সিটিজেন এবং গ্রিনকার্ডধারী কাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

গ্রিনকার্ডধারীর সন্তানদের আবার দুটি ক্যাটেগরী আছেঃ

১। ২১ নিম্ন এবং

২। ২১ উর্ধ বয়সের সন্তান।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ এবং ২১ উর্ধ বয়সের সন্তানেরা ২-বি ক্যাটেগরিতে পড়ে।

একজন ইউএস সিটিজেন তার নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়দের জন্যে আবেদন করতে পারেঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)

সন্তান (২১ নিম্ন/২১ উর্ধ)বিবাহিত ও অবিবাহিত

মা-বাবা এবং

ভাইবোন

ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী ইউএস সিটিজেন তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মাবাবা এবং ২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তানেরা প্রথম প্রেফারেন্সে পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর আত্মীয়দের অপেক্ষা করতে হয়না।

তবে ইউএস সিটিজেনের ভাইবোনেরা চতুর্থ প্রেফারেন্সে পড়েন।এই ক্যাটেগরীর অপেক্ষার সময় আনুসাঙ্গিক দশ বছরের বেশি। আপনার বন্ধুর চাচা তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন।

এখন দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে আপনার বন্ধুর বাবা ছিলেন বেশি-ফিশিয়ারী এবং তিনি মারা গেছেন। এর ফরে অর্থাৎ বেনিফিশিয়ারীর মৃত্যুর কারণে আবেদনেরও মৃত্যু ঘটেছে। ঐ আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনের অন্তর্ভূক্ত আর কেউ এদেশে আসার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না।

কুইন্স থেকে ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নঃ

আমি কিছুদিন হয় পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড পেয়েছি। সেকারণে বাংলাদেশে গিয়ে আমার পছন্দের একজন মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করার পর আমার স্ত্রীকে এখানে আনার ব্যাপারে আমি উপযুক্ত হবো কিনা? আর গ্রিনকার্ড নিয়ে ঝামেলাহীনভাবে দেশে গিয়ে কতদিন অবস্থান করতে পারব?

ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তান-এর জন্যে আবেদন করতে পারেন। আপনি একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট সেজন্যে আপনি আপনার বিবাহিতা স্ত্রীর জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

পিটিশনার যদি ইউএস এর গ্রিনকার্ডধারী হন তবে শুধু আই-১৩০ রিলেটিভ পিটিশান ফাইল করতে পারেন। আর বেনিফি-শিয়ারী যদি ইউএস সিটিজেন হন আর বেনিফিশিয়ারী যদি বাংলাদেশী হন হবে আই-১৩০ পিটিশান ফাইলের দরকার নেই।

ইউএস সিটিজেনের স্পাউস হবার কারণে বিয়ের পরেই তার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে ফাইল করা যাবে।

গ্রিনকার্ডধারীর স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) দ্বিতীয় প্রেফারেন্সে পড়েন। আর আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী তাই আপনি দেশে একবছরের কম সময় সেখানে অবস্থান করতে পারেন কোন অনুমতি ছাড়াই। আপনার যদি এক বছর বা তার বেশি সময় থাকার পরিকল্পনা থাকে তবে দুই বছরের অনুমতি নিয়ে দেশে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন। তবে এতে করে গ্রিনকার্ড পাবার পাঁচ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেও আপনাকে আবারো একাধারে ক্রমাগত পাঁচ বছর এদেশে অবস্থান করতে হবে।

প্রয়োজনবোধে আপনি একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে কথা বলে আপনার প্রশ্নের সমাধান সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।

আর একটি কথা আমরা প্রায় সবসময় বলে থাকি আর তা হচ্ছে যে আপনার যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

নরেন্দ্র মোদি, হিলারী, ড. ইউনুস কি পারবে বিএনপিকে ক্ষমতায় বসাতে?



সামসুদ্দীন আজাদ

একটি দেশের রাজনৈতিক দলগুলো যখন গণতন্ত্র চর্চা করে, স্বীয় রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব-সংবিধান মেনে চলে, সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র চর্চা করে এবং দেশের মানুষ যখন বুঝতে পারে-আসলেই এই সব রাজনৈতিক দলগুলো দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ এবং কমিটেড তখন জনগন অবশ্যই এইসব রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখে এবং ঐসব দল যদি ক্ষমতা যাওয়ার অভিপ্রায়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জনগন তখন সেই দলকে স্বতস্ফুর্ত সমর্থন বা ভোট দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। জনগনের মেন্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে জনগনের সেবা করে, রাষ্ট্রের সর্বস্তরে গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ করে দেয়, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো জনগনেরই প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিরপেক্ষভাবে কাজ করে জনগনের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়। তখনই আমরা বলতে পারি এটি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং জনগনের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা অতিব স্বচ্ছ। বর্তমান বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক দল আছে- যারা এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় কিছুটা সময় থেকে নিজেদেরকে জনগনের সেবক বানানোর প্রানান্তকর চেষ্টা করেছিল কিন্তু দলটির জন্ম হয়েছে অবৈধ পথে কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, কোনরকম জন সম্পৃক্ততা থেকে এই দলের জন্ম হয়নি। দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন সামরিক স্বৈরাচার উচ্চাভিলাষী বিদেশী এজেন্ট। নিজ দেশের কিছু সামরিক কর্মকর্তা যারা ছিল পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থার অনুগত তাদের যোগ সাজোস এবং বিদেশী এজেন্ট যারা আমাদের স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছিল তাদের কাছ থেকে শক্তি সাহস এবং পরামর্শ নিয়ে এদেশের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে খুন করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে-সামরিক ফরমান জারী করে নিজকে স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি ঘোষনা করেন আর তিনি হলেন-জিয়াউর রহমান। আর তার সৃষ্ট রাজনীতিক দলের নাম বিএনপি। ১৯৭৮ সালে রাজনৈতিক দল বিএনপি সৃষ্টি করে ক্ষমতায় বসে। ১৯৮১ সালের ২৯ শে মে আবার নৃশংসভাবে খুন হন চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে। তার হত্যার পর তার সৃষ্ট রাজনৈতিক দল কিছুদিন ক্ষমতায় থাকলেও আবার ১৯৮২ সালের ২৪ শে মার্চ আরেক স্বৈরাচার নিরব ক্যু করে ক্ষমতা দখল করে এক নাগারে সাড়ে নয় বৎসর নিজকে মোগল শাসনে পরিনত করেন। আর তিনি হলেন আরেক লম্পট স্বৈরাচারী এরশাদ। ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকলেও দেশ পরিচালনা করেছিলেন স্বৈরাচারী জিয়ার অনুগত সামরিক বেসামরিক এবং স্বাধীনতা বিরোধী পাকিস্তানের পা-চাটা কিছু রাজনৈতিক কুকুরদের দিয়ে। '৯০ এর গণঅভ্যুত্থানে তার পতন হলে ৯০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতা আসেন স্বৈরাচারী জিয়া পত্নী বেগম খালেদা জিয়া। তিনি ক্ষমতায় ছিলেন-৯১ থেকে ৯৬ সাল পর্যন্ত আবার ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত। ক্ষমতায় থাকাকালীন গণতন্ত্রের নামে







দেশকে স্বৈরাচারী কতৃত্ববাদী রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। দলের শীর্ষ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, অনিয়ম, দূর্নীতি-খুন, হত্যা, ধর্ষন-লুটপাট, রাষ্ট্রীয় সম্পদ জোর জবরদস্তি দখল করে নেয়া। বিদেশী ব্যাংকে টাকা পাচার, বিদেশী ঘর-বাড়ি, মার্কেট ক্রয়সহ হেন কোন অপকর্ম নাই বিএনপি করেনি। স্বাধীনতা বিরোধী আলবদর-রাজাকারদের সাথে মিলে মিশে জোট করে ক্ষমতায় থাকা, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ-জঙ্গীবাদের সাথে নিজদের সম্পৃক্ত করে দেশে বিদেশী জঙ্গীদের আমদানী করে এদেশে জঙ্গীবাদ প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা, ৬৪টি জেলায় একযোগে বোমা বিস্ফোরন ঘটিয়ে জঙ্গীদের অবস্থান জানান দেয়া, ঢাকার রাজপথে আফগান-তালেবানী জঙ্গীদের একে ৪৭ রাইফেল উচিয়ে শ্লোগান দেয়া আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান। জঙ্গী নেতা আইমন আল জেহেরীর বাংলাদেশে আসার সুযোগ করে দেয়া। বাংলা ভাইয়ের মত সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়া, এইসব ছিল খালেদা জিয়ার প্রধানমন্ত্রীত্ব থাকাকালীন স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের জন্য উপহার।

সর্বশেষ নিজের অশিক্ষিত অযোগ্য সন্তান তারেক রহমানকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিয়ে গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেকটি ঢুকে ছিল। এতসব অপকর্মের জন্য ২০০৮ সালের নির্বাচনে এদেশের মানুষ বিএনপিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছে। ২০০৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ক্ষমতার বাইরে বিএনপি। এরিমধ্যে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দূর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে দন্ড মাথায় নিয়ে লন্ডনে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন এবং চেয়ারম্যান বেগম জিয়াও দূর্নীতির দায়ে জেল খেটে এখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বিবেচনায় পে-রোল জামিনে আছেন গুলশানে নিজের বাস ভবনে। ক্ষমতার বাইরে থেকে এক ধরনের অস্বস্তিতে রয়েছে বিএনপি, চোরাগুপ্তা হামলা, অথবা কোন অঘটন ঘটিয়ে, কোন জঙ্গী হামলা ঘটিয়ে অথবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সন্ত্রাসী হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তারা সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চায়। অর্থাৎ তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য।

আদালতের রায়ে ফেরারী আসামী তারেক জিয়া লন্ডনে বসে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে-দাউদ ইব্রাহীমের মত জঙ্গী সন্ত্রাসীদের দিয়ে বাংলাদেশে সরকার উৎখাত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে। কোন কিছুতেই সফল না হওয়ায় আশ্রয় নিয়েছে ঢাকাস্থ বিদেশী কুটনীতিকদের। প্রতি সপ্তাহে কুটনীতিকদের সাথে নৈশভোজের নামে নিজ দেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয়া, যে কোন উপায়ে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে-যাতে বিএনপিকে কোন রকমে ক্ষমতায় আসার ব্যবস্থা করে দিতে পারে সেজন্য কুটনীতিকদের পা চাটতে শুরু করেন বিএনপি নেতারা। কুটনীতিকদের পাচাটা বিএনপি রুটিন ওয়ার্কে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু কুটনীতিকরা সাফ জানিয়ে দিয়েছে তারা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন দিন হস্তক্ষেপ করবে না। কুটনীতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে-চির বৈরী ভারতের দিকে ছুটতে লাগলো বিএনপি। বিএনপি ভারত বিদ্বেষী দল, ভারত বিরোধীতাই তাদের রাজনীতির মূলমন্ত্র। ভারতের কংগ্রেস সরকারের পতন হলে এবং হিন্দু মৌলবাদী মোদির জোট সরকার ক্ষমতায় এলে-বিএনপি আনন্দ মিছিল করেছিল ঢাকার রাজপথে, মিষ্টি বিতরণ করেছিল মহানন্দে এই ভরসায় যে-নরেন্দ্র মোদি অন্তত শেখ হাসিনা সরকারকে সমর্থন দেবেনা কারণ বাংলাদেশের মৌলবাদী আর ভারতীয় মৌলবাদীরা মিলে মিশে একাকার হয়ে হাসিনা সরকারের পতন ঘটাবেন-বিএনপিকে ক্ষমতায় বসাবেন। এমনকি উপহার সামগ্রী নিয়ে বিএনপি নেতারা ছুটে গেলেন নয়া দিল্লীতে বিজেপী নেতৃত্বের দরবারে, তাদের কদমবুচি করলেন আশীর্বাদ নেয়ার চেষ্টা করলেন। তাদের মন গলাতে, প্রতিশ্রুতিও দিলেন যে কোন শর্ত বিএনপি মানতে রাজী তবুও যদি একটি বার ক্ষমতায় বসার ব্যাবস্থা করে দেন বিজেপি নেতৃত্ব। সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি-বিএনপির। কংগ্রেসের মত বিজেপি সরকারও আওয়ামী লীগকে নিঃশর্ত সমর্থন জানালে বিএনপি আবারও গর্তের মাধ্য ঢুকে যায়।

এবার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ভারত ছেড়ে এবার সুদুর সুদুর আমেরিকা ১৩,০০০ (তের হাজার মাইল) দূরে আটলান্টিকের পাড়ের দেশ। ক্ষমতায় ছিল দুই দুই বার বারাক ওবামা-ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে। হিলারী ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ওবামা প্রশাসনে। উল্লেখ্য যে, হিলারী ক্লিনটনের সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ গ্রামীণ ব্যাংকের মালিক নোবেল জয়ী ড. ইউনুসের পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। আমেরিকায় একই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার কারণে। আবার ড. ইউনুসও চান বিএনপিকে ক্ষমতায় বসাতে। কোন উপায় খুজে পাচ্ছেন না তিনিও। তাই তিনিও ভেবেছিলেন ২০১৬ সালের যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে যদি হিলারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে যান তাহলে তো কেল্লাফতে, কে ঠেকায় বিএনপির ক্ষমতায় যাওয়া। কিন্তু বিধি বাম, হিলারী হেরে গেলেন মি. ট্রাম্প হয়ে গেলেন ৪৫তম আমেরিকান প্রেসিডেন্ট। ড. ইউনুস এবং বিএনপি মাথায় হাত। ২০১৬ সালে যখন ভোট গণনা শুরু হল হিলারী ও ট্রাম্পের যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে বিএনপির সমর্থকরা হিলারী ও খালেদা জিয়ার ছবি বুকে ধারণ করে রাজপথে আনন্দ মিছিলে নেমে পড়েছিল। ঢাকায়ও একই দৃশ্য আমরা দেখেছি অর্থাৎ বিএনপির ক্ষমতায় আসা সময়ের ব্যাপার। হিলারী ও ড. ইউনুস খালেদাকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবেন। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস একই চিত্র আমরা এবারও দেখলাম ২০২০ সালের ৩ নভেম্বর যখন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়ে গেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি প্রার্থী জো বাইডেন জয়ের পথে ফলাফল তার অনুকুলে আসতে শুরু করলো। আবারো বিএনপি রাস্তায় নেমে এলো উল্লাসে মেতে উঠল ঢাকায় এবং নিউইয়র্কে শুরু হল মিষ্টি বিতরণ-আনন্দ সমাবেশ। বিএনপির ক্ষমতায় আসা সময়ের ব্যাপার মাত্র। এই হলো বিএনপির চরিত্র।

প্রিয় পাঠক, একবার ভেবে দেখুন বিএনপি'র চরিত্র। তারা কি কোন আদৌ রাজনীতিক দল? কোন রাজনীতির সংজ্ঞায় পড়ে এ দলটি? কোন দল যদি সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র চর্চা করে জনগণের প্রতি যাদের আস্থা বিশ্বাস থাকে। জনগণের প্রতি জবাবদিহিতা থাকে- জনগণ অবশ্যই তাদের ক্ষমতায় বসাবে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। আর জনগণের আস্থা, বিশ্বাস, ভালবাসা হারিয়ে ফেললে দলটিকে আস্থাকুড়ে নিক্ষেপ করে। বিএনপির মত 'সন্ত্রাস-জঙ্গীবাদ নির্ভর' দলটিকে আস্থাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে। জনধিকৃত এই দূর্নীতিবাজ বিএনপিকে ভারতের মৌলবাদী জোট সরকার কোনদিন সমর্থন করবেনা- একইভাবে সমর্থন করবেনা- যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে নির্বাচিত জো বাইডেনসহ পৃথিবীর কোন গণতন্ত্রকামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান অথবা রাষ্ট্র প্রধান। কারণ পৃথিবীর সবাই জানে বিএনপি একটি সন্ত্রাসী রাজনৈতিক দল, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গী-মৌলবাদের সাথে এই দলের সম্পৃক্ততার কথা। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে সন্ত্রাস-জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে জিরো ট্রলারেন্স ঘোষণা করে এই সন্ত্রাসকে কঠোরভাবে দমন করেছেন- এটি ভারত-চীন-যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের সবাই জানেন। সুতরাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখনও আস্থাভাজন নেতা।

লেখক: সহ সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

বিদায় ছোটলু ভাই! ওপারে

(৪১ পাতার পর)

এরপর থেকে একে একে অভিনয় করেন ম্যাকবেথ, টেমপেস্ট, দেওয়ান গাজীর কিচ্ছা, গ্যালিলিও, নুরুলদীনের সারা জীবন, বিদগ্ধ রমনীকূল ও তৈল সংকট, সৎ মানুষের খোঁজে, অচলায়তন, কোপার্নিকের ক্যাপ্টেন, ছায়ানট, কাঁঠালবাগান, এই নিষিদ্ধ পল্লীতে নাটক সমূহে। আলী যাকের নির্দেশিত প্রথম মঞ্চনাটক 'বাকি ইতিহাস'। স্বাধীনতার পর দর্শনীর বিনিময়ে নাটক মঞ্চায়ন এই নাটকের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল। এই ধারনার প্রবক্তাও ছিলেন তিনি। আলী যাকের নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। লেখক নাট্যকার নির্দেশক অভিনেতা আলী যাকের এ পর্যন্ত বার শ'র মত মঞ্চনাটক, তিন শ'র অধিক টিভি নাটক ও ধারাবাহিক এবং পঞ্চাশটিরও বেশী রেডিও নাটকে অভিনয় করেছেন। বিশ্বের খ্যাতনামা নাট্যকারদের নাটক রূপান্তর করেছেন, টেলিভিশনের জন্য রচনা করেছেন মৌলিক নাটক। আলী যাকের অভিনীত উল্লেখযোগ্য টিভি নাটক ঘোড়সওয়ারের স্বপ্ন, পাথর দেয়াল, অবসর, তথাপি, বাকি ইতিহাস, আজ রবিবার, বহুব্রহি প্রমূখ। দীর্ঘ ১৫ বছর বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে টক শো পরিচালনা করেছেন। আলী যাকের অভিনীত বেশ কয়েকটি চরিত্র এখনও দর্শকদের স্মৃতিতে উজ্জল। একুশে পদক সম্মানে ভূষিত জনাব আলী যাকের শিল্পকলা একাডেমি পুরষ্কার, বাচসাস পুরষ্কার, বঙ্গবন্ধু পুরষ্কার ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন থেকে লাভ করেছেন অসংখ্য পদক এবং পুরষ্কার। ১৯৭৫ সালে বিয়ের বাঁধনে আবদ্ধ হন জনপ্রিয় অভিনেত্রী এবং নাট্যব্যক্তিত্ব সারা যাকেরের সাথে। আলী যাকের দম্পতির এক ছেলে এক মেয়ে। ইরেশ যাকের এবং শ্রিয়া সর্বজয়া।

আমার সৌভাগ্য যে, ২০১৩ সালে আমার অনুষ্ঠানে তাঁকে এটিএন বাংলার পক্ষ থেকে আজীবন সম্মাননা পদকে ভূষিত করা হয়েছিল। এ সময় একটা মজার ঘটনা ঘটে। অনুষ্ঠান ধারন শেষে প্রথামাফিক তাকে সম্মানী অর্থের খাম প্রদান করা হয়। তিনি খামটা হাতে নিয়ে শুধান, এটা কি? বলি, ভাই আপনার জন্য সামান্য অর্থসম্মানী। তিনি হেসে বলেন, না না এটা লাগবে না। তোমরা রেখে দাও। আমি বলি, ভাই এই অর্থ আমরা সবাইকেই দিয়ে থাকি, এটা আপনাকে নিতেই হবে। তিনি নেবেনই না। শেষে একরকম জোর করেই খামটা তার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।বিদায় ছোটলু ভাই। এ জীবনে আর দেখা হবে না। তবে আপনার ছবিটা মানসপটে সব সময়ই ভেসে থাকবে। আপনি বেঁচে থাকবেন আপনার অভিনীত অসংখ্য চরিত্রের মাঝে। ছোটলু ভাইয়ের ছেলে ইরেশ যাকের আমাদের একটি সংগঠনের সভাপতি। খুব কাছে থেকেই দেখছি ছেলেটিকে। পিতার অনেকগুলো গুনই পেয়েছে। আল্লাহ, ইরেশ ওর বোন, আমাদের প্রিয় সারা ভাবী এবং পরিবারকে শোক সইবার শক্তি দিন। ছোটলু ভাইকে মাফ করে দিন।

MITU DISABILITY CENTER

ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
686 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

মানুষের একটি কষ্ট দূর করুন, বড় কষ্ট দূর হবে



জাফর আহমাদ

হযরত আবু হোরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের পার্থিব কষ্টসমূহের মধ্যে থেকে একটি কষ্ট দূর করে দেয়, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটি বড় কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবীর অভাবের কষ্ট লাঘব করে দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার অভাবের কষ্ট লাঘব করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে, আল্লাহও ততক্ষণ তার সাহায্য-সহায়তা করতে থাকেন। (মুসলিম শরীফ: ২৪৫ সংক্ষেপিত)

মুসলিম শরীফের উল্লেখিত হাদীসটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের এমন কতগুলো কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা জীবন চলার পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে মাত্র ৪টি কাজ উল্লেখ করা হলো। ১. কষ্ট দূর করে দেয়া। ২.অভাব লাঘব করা। ৩. দোষ গোপন করা। ৪.সাহায্য করা।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ মানুষ এককভাবে বেঁচে থাকা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাই সমাজের প্রতিটি সদস্যই পরনির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার গুরুত্বকে বিবেচনা এনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সমাজ বিজ্ঞানী হিসাবে উল্লেখিত বিষয়গুলো আলোকপাত করেছেন। আপনি গভীরভাবে চিন্তা করুন, হাদিসে উল্লেখিত চারটি মৌলিক বিষয় যদি কোন সমাজের সদস্যরা দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করতো, তাহলে সেখানকার সামাজিক পরিবেশ কি হতো? এই হাদিসটি ওপর আমল করা হলে, আমাদের সমাজের যত হানাহানি, মারামারি, অভাব-অনটন ও সামাজিক অস্থিরতা বহুলাংশে কমে যেত। শান্তি সুখের সমাজ গড়ে উঠতো। সমাজটি হয়ে উঠতো ফুলে ফলে সুশোভিত।

কিন্তু দু:খের সাথে উল্লেখ করতে হয়, এর একটিও আমাদের সমাজে পরিলক্ষিত হয় না। বরং এর বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়। একটু ক্ষমতার অধিকারী হলে নিজেকে অপ্রতিরোধ্য সমাজের অধিপতি মনে করে। তার দাপট ও প্রতাপে আশপাশের প্রতিবেশীরা থাকে আতঙ্কগ্রস্থ। মানুষের কষ্ট দূর করার পরিবর্তে একে পূঁজি করে নিজের উপার্জনের পথকে সুগম করে। কোন কোন ব্যক্তি মানুষের কষ্টে খুশি হতেও দেখা যায়। কেহ এমনটি রয়েছেন যে, তার অধীনস্তদের ইচ্ছা করে কষ্ট দেন। কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কোন দায়িত্ব পাওয়ার পর তার মানবিক মূল্যবোধের হঠাৎ পরিবর্তন ঘটে। তার এতদিনকার ছড়ানো হাতটি মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে যায়, বিনম্র মুখোভয়বটি শক্ত রূপ ধারণ করে। সে একটি মহূর্তও চিন্তা করে না যে, তার ওপরে মহাশক্তিধর একজন আছেন, যিনি তাকে এখানে বসিয়েছেন। যে কোন সময় তাঁরও মুষ্ঠিবদ্ধ হাত আছরে পড়তে পারে।

যারা জেনে-বুঝে মানুষকে কষ্ট দেয়, তাদের ঈমান নিয়ে সংশয় রয়েছে। এ ধরণের চরিত্র ও ঈমান পাশাপাশি একসাথে চলতে পারে না। মানুষের ক্ষতি করা বা তাদেরকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত।

হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি একজন ভৃত্যকে লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছিলাম। এ সময় আমার পশ্চাতে একটা শব্দ শুনলামঃ "জেনে রেখ, হে আবু মাসউদ! আল্লাহ তা'আলাই তোমাকে এ ভৃত্যের ওপর কর্তৃত্ব দিয়েছেন।" আমি বললামঃ এয়া রাসুলুল্লাহ! আমি আর কখনো দাস-দাসী ও চাকর চাকরাণীকে প্রহার করবো না। আমি ওকে স্বাধীন করে দিলাম। রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এ কাজটি না করলে আগুন তোমাকে কিয়ামতের দিন ভস্মীভূত করে দিত।" (সহীহ মুসলিম)

মানবতার মহান বন্ধু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি য়ো সাল্লাম মানবতার মুক্তির জন্যই কাজ করে গেছেন। তিনি ছিলেন অসহায়, দূর্বল ও নির্যাতিতদের বিশ্বস্ত অভিভাবক, অধীনস্তদের প্রতি দয়াদীল ও প্রতিবেশীদের প্রিয় বন্ধু অতি নিকট আপনজন। সুখে-দুঃখে তিনি তাদের পাশে থাকতেন। এদের দুঃখ-বেদনায় তিনি এতটাই ব্যথিত হয়েছিলেন যে, জীবন সায়াহ্নে এসেও এদের কথা বলে বলে পৃথিবীর মানবতাকে সাবধান করে গেছেন। ইন্তেকালের পূর্ব মহূর্তে তিনি বলে গেছেনঃ "নামায ও অধীনস্তদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।"(আবু দাউদ,ইবনে মাযাহ) পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে যে ভাষণ যুগ যুগ ধরে মানবতাকে আলোর পথ দেখায়, যে ভাষণটি ইসলামের পূর্ণ দীপ্তি ও ঔজ্জল্যের প্রকাশ ঘটেছে, সেই ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষনেও অধীনস্ত ও দুর্বলদের কথা তিনি উল্লেখ করে গেছেনঃ "অধীনস্তদের সাথে সদ্ব্যবহার সৌভাগ্যের উৎস আর তাদের সাথে দূর্ব্যবহার দুর্ভাগ্যের উৎস।"(আবু দাউদ)

মানুষের ক্ষতি করা, মানুষকে কষ্ট দেয়া খুবই সহজ কাজ। তাই বলে মানুষের একটি কষ্ট দূর করা বা তাকে সাহায্য-সহযোগীতা করা যে খুবই কঠিণ তা কিন্তু নয়। প্রয়োজন শুধু একটু সদিচ্ছা, একটু ভালবাসা আর আল্লাহকে ভয় করা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসা। মানুষের একটি কষ্ট দূর করা আপনার জন্য পানি-ভাতের মতোই মামুলী ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এখানে কঠিণ বলতেও কিছু বিষয় আছে। তা হলো, আপনার বদ অভ্যাস বা বদ মানসিকতা। যা দীর্ঘদিন ধরে আপনার ভেতর বাসা বেঁধে আছে এবং ইতিমধ্যে যা আপনার চরিত্র, আপনার আচার-আচরণ, আপনার ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পেশাগত জীবনের বিশাল অংশ দখল করে নিয়েছে। আর সেই বদঅভ্যাস বা বদমানসিকতা হলো, আপনি পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, পরচর্চা ও হিংসার মারাত্মক রোগে আক্রান্ত, অন্যের কষ্টে আপনার ভেতরটা সব সময় পূলকিত হয়, অন্যের বিপদে মনে আনন্দ অনূভূতির সৃষ্টি হয়, অন্যের উন্নতি আপনার মনোকষ্টের কারণ হয়। আর্ত-মানবতার ব্যাপারে আপনি এতটাই উদাসীন যে, আপনি তাদের জন্য কোন কিছু করতে না পারলেও, আপনার মনটা তাদের দূর্দশা দেখে কেঁদে উঠার উচিত ছিল, কিন্তু সেখানেও আপনার মন-মানসিকতা এতটাই রোগাগ্রস্থ যে, আপনার কোন ভাবাবেগ ও অনূভূতিও সৃষ্টি হয় না। এগুলো সারানো আপততঃ আপনার জন্য একটু কঠিনই হবে। তবে পূর্বেই বলা হয়েছে, ঈমানদারগণ একটু চেষ্টা করলে খুব একটা কঠিন হবে না।

যারা জেনে-বুঝে মানুষকে কষ্ট দেয়, তাদের ঈমান নিয়ে সংশয় রয়েছে। এ ধরণের চরিত্র ও ঈমান পাশাপাশি একসাথে চলতে পারে না। মানুষের ক্ষতি করা বা তাদেরকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত। এমনকি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরণের লোককে মুসলিম বলতেও নারাজ। তিনি বলেছেন,"সেই ব্যক্তি মুসলিম যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকেন।" সুতরাং কোন মুসলিম অন্য কোন মুসলিমকে কষ্ট দিতে পারেন না। যদি কষ্ট দেন তবে তিনি অমুসলিম হিসাবে চিহ্নিত হবেন। আর এটি জুলুমও বটে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুলুম সম্পর্কে কঠিণ কঠিন বাক্য প্রয়োগ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "জুলুমবাজরা তাদের অত্যাচারের পরিণতি অচিরেই জানতে পারবে।"(সুরা শুরাঃ ২২৭)

কথিত আছে, 'ক্ষমতা হারানোর পর রাজা খালেদ বিন বারমাক ও তার ছেলে কারাবন্দী হলে তার ছেলে বললো: আব্বা, এত সম্মান ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকার পর এখন আমরা কারাগারে? খালেদ বললেন: হ্যাঁ, বাবা! প্রজাদের ওপর জুলুম চালিয়ে আমরা যে রজনীতে আরামে নিদ্রা গিয়েছিলাম, আল্লাহ তখন জাগ্রত ছিলেন এবং মজলুমদের দোয়া কবুল করেছিলেন।, জনৈক আরব কবি বলেছেন,'ক্ষমতা থাকলেই জুলুম করো না, জুলুমের পরিণাম অনুশোচনা ছাড়া আর কিছু নয়। জুলুম করার পর তুমি তো সুখে নিদ্রা যাও, কিন্তু মযলুমের চোখে ঘুম আসেনা। সে সারা রাত তোমার জন্য বদ দোওয়া করে, এবং আল্লাহ তা শোনেন। কেননা তিনিও ঘুমান না।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তা'আলা জালিমকে দীর্ঘ সময় দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন পাকড়াও করেন তখন তাকে আর রেহাই দেননা। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেনঃ তোমার প্রভুর পাকড়াও এ রকমই হয়ে থাকে, যখন তিনি জুলুমরত জনপদ সমুহকে পাকড়াও করেন। তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, অপ্রতিরোধ্য।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি) সুতরাং আসুন, আমরা আমাদের ভাইয়ের একটি করে কষ্ট লাঘব করি এবং কাল কিয়ামতের দিনে আল্লাহ আমার একটি বড় কষ্ট দূর করবেন।

লেখক: ম্যানেজার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি: জিন্দাবাজার শাখা, সিলেট।

বাংলাদেশী সমাজ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়



আহমদ রফিক

বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় সামাজিক উৎসব (শারদোৎসব=দুর্গোৎসব) উপলক্ষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন: 'বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি দুর্বল হয়েছে; কিন্তু এখনো নির্মূল হয়নি। এই নেতার স্বভাব-বৈশিষ্ট্য তিনি মাঝে মাঝে অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করে থাকেন। হোক তা সমাজ বা রাজনীতিবিষয়ক, যেমন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ সাহেব বলে থাকেন।

পাকিস্তানী শাসনামলে পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশক হয়ে একাত্তরে পৌঁছে তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোতে জাতীয়তাবাদ ও প্রগতিবাদের পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িকতার ছিল সুস্পষ্ট প্রকাশ, যা একাত্তরের সহমর্মিতায় দীপ্যমান। এরই তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ ১৯৭২-এ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানটিতে, যা নানাভাবে দুই জেনারেলের হাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। সমাজে সাম্প্রদায়িক চেতনার পুনঃপ্রকাশ ঘটেছে। তার প্রভাব দেখা গেছে রাজনীতিতেও।

কিন্তু এর সামাজিক প্রভাব ছিল অধিক তাৎপর্যপূর্ণ, যা জনমানসের অংশবিশেষে স্থান করে নিয়েছে। একাত্তরের আদর্শিক চেতনা সে ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত। তাই থেকে থেকে মানসিকভাবে দুর্বল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অংশবিশেষের ওপর দুর্বৃত্তদের হামলা, মূলত নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্গীয়দের ওপর।

অনুপুঙ্খ বিচারে এজাতীয় সন্ত্রাসী হামলা প্রধানত শ্রেণিনির্ভর। বিত্তবান বা উচ্চ শ্রেণিতে প্রায় চোখে পড়ে না বললেই চলে। হামলার শিকার মালোপাড়া, জেলেপাড়ার মতো দরিদ্র শ্রেণি, তাদের স্বল্প জমিজমা বা বাস্তুভিটা দখলের লোভে। কিছুকাল আগে সংঘটিত হামলা–যেমন নাসিরনগর, অভয়নগরের ঘটনাগুলো তার প্রমাণ। রাজনৈতিক অঙ্গন এদিক থেকে দূষণমুক্ত নয়।

দুই.

দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হলো, এসব ক্ষেত্রে কখনো কখনো জনপ্রতিনিধি তো বটেই, প্রশাসনের স্থানীয় কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতা লক্ষ করা যায়। রক্ষক তখন ভক্ষকের ভূমিকা নেয়, যেমন দেখা গেছে নাসিরনগরে। এই প্রবণতা রুখতে দরকার ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তি ও প্রশাসনের সচেতন উদ্যোগ ও তৎপরতা। এ ক্ষেত্রে দুর্বলতা বা শিথিলতা মোটেই কাম্য নয়।

সম্প্রতি সংখ্যালঘু সুরক্ষা ও অসহায়দের ওপর হামলা নিয়ে দৈনিক পত্রিকায় গোটা দুই প্রতিবেদন ও সাক্ষাৎকার পড়ে হতাশ হয়েছি। যেমন অন্য পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করে ভাষাসংগ্রামী রাজনীতিক রণেশ মৈত্র উল্লিখিত বিষয়ে যে চালচিত্রটি এঁকেছেন তা সত্যই সামাজিক-রাজনৈতিক বিবেচনায় দুর্ভাগ্যজনক। শিরোনাম : 'হিন্দু নির্যাতন আর কতকাল দেখব?'

ঘটনার বিবরণ ও তথ্যাদি তুলে ধরে আঁকা চালচিত্রটির মর্মার্থ হলো: 'শত বছরের বেশি যে পরিবারগুলো কষ্টেসৃষ্টে ওখানে বাস করছে, কার্যত ও আইনত এই জমির মালিক তারাই। সরকারের উচিত অবিলম্বে ওই জমি ওই পরিবারগুলোর কাছে বিনা মূল্যে স্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়ে দেওয়া, যাতে তাদের মালিকানা বৈধতা পায়। এবং তারা মালিক হিসেবে বংশপরম্পরায় নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে বসবাস করতে পারে। অবশ্য যদি সরকার ইতিমধ্যে তেমন কিছু করে থাকে, তাহলে তো কথাই নেই।'

ঘটনাটি হলো রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার ইদুলপুর এলাকার ১২টি গরিব হিন্দু পরিবারকে তাদের ভিটাবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টায় হামলা ও নির্যাতন। উদ্দেশ্য তাদের ভিটাবাড়ি জমি দখল (১১ সেপ্টেম্বর, ২০২০)। খবরটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৫ সেপ্টেম্বর একটি দৈনিকে। শিরোনামটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য: 'রংপুরের মিঠাপুকুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ চেষ্টা : আওয়ামী লীগ নেতার নেতৃত্বে হামলা : নারীসহ আহত ১০ : থানায় মামলা : পুলিশ নিষ্ক্রিয়।'

কাগজের প্রায় অর্ধেক পৃষ্ঠায় রণেশ মৈত্র ক্ষুব্ধ ভাষায় ঘটনার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন এমন ধরনের মন্তব্যসহ যে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় এজাতীয় ঘটনা প্রত্যাশিত নয়। নয় আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষকদের কাছ থেকে। প্রসঙ্গত, তিনি আদিবাসী পীড়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ আচরণের কথা উল্লেখ করেছেন। এজাতীয় ঘটনার বাস্তবতা অস্বীকার করা কঠিন।

এর আগে আমরা সংখ্যালঘু সমস্যার ক্ষেত্রে শ্রেণিগত বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছিলাম। বর্তমান ঘটনা তেমন আরেকটি উদাহরণ। এই যে মহাসমারোহে করোনাকালেও বিশেষ করে রাজধানীতে শারদোৎসব পালিত হলো, সেখানে বড় একটা সমস্যা নেই। সমস্যা প্রধানত নিম্নবিত্ত থেকে বিত্তহীন শ্রেণিতে এবং প্রান্তিক অঞ্চলে তৃণমূল স্তরে, যেখানে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার শক্তিটি একাধিক মাত্রায় একদেশদর্শী ও সু-বিচার দূর-অস্ত। তাই যত অঘটন, ততই সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট।

দ্বিতীয় অনুরূপ বক্তব্যের শিরোনামটি 'ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা ভালো নেই' আরেকটি জাতীয় দৈনিকে। এটি বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্তর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সংগঠনটি উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলোর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। তাই কেউ কেউ এদের পরিবেশিত অভিযোগ/মতামত নিয়ে কিয়ৎ পরিমাণে সংশয়বাদী।

কিন্তু একটি বাস্তবতা তো স্বীকার্য যে সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ নিয়ে ভিন্নমত থাকলেও সংবাদপত্রের প্রতিবেদনগুলো তো অস্বীকার (বাকি অংশ ০৮ পাতায়)

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372



Sultan's Dine
সুলতান ডাইন سلطان داين

SULTAN 001
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika 25% off
অফারটি পেতে পত্রিকাটি সাথে আনুন

যে কোন সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান,
ক্যাটারিং, টেইক আউট, ডাইন ইন-এর বিশ্বস্ত নাম

অভিজ্ঞ ম্যানেজমেন্ট ও
শেফ-এর তত্বাবধানে পরিচালিত

সুলতান ডাইন-এ পাবেন সত্যিকারের স্বাদ। দোসা, থালি, বেঙ্গলি রিচ ফুড, স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি, মোরগ পোলাও, বিফ রেজালা, চিকেন টিক্কা বিরিয়ানি, আফগানি কাবাব, তান্দুরি কাবাব। পাবেন স্পেশাল ডিশ বিয়ে বাড়ির রোস্ট পোলাও। পাবেন পুরান ঢাকার খাবার সাথে ট্রেডিশন বোরহানি।

শতভাগ হালাল খাবার আমরা পরিবেশন করে থাকি।

● নিরিবিলি পরিবেশ ● রয়েছে পার্কিংয়ের সু-ব্যবস্থা।

সর্বনিম্ন ১৫ ডলারে দেয়া হয় ফ্রি ডেলিভারি।

Phone: (718) 846-2513
E-mail- sultansdineny@gmail.com
110-23 Jamaica Avenue, Richmond Hill, NY 11418
সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সপ্তাহের ৭দিনই খোলা আমাদের রেস্টুরেন্ট।

ভ্রমণ সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service Is Our Goal

Hajj & Umrah Specialist

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে ওমরাহ্‌র সুযোগ নিন
ওমরাহ্ ভিসা ও হোটেলের ব্যবস্থা করে থাকি

Emirates · KUWAIT AIRWAYS · IATA · QATAR AIRWAYS · Biman BANGLADESH AIRLINES · TURKISH AIRLINES · SAUDIA

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই
দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

১০০% সীট কনফার্ম করার পর টিকিট বিক্রয় করে থাকি

Placid Express
WORLDWIDE MONEY TRANSMITTER

Mowlana M K Rahman Mahmud
President & CEO
Tel: 718-205-3270
718-205-2677
Cell: 646-322-1654
718-205-3271

দ্রুত ও বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর
৩০টি দেশে অর্থ পাঠানোর সু-ব্যবস্থা

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza) Jackson Heights, NY 11372,
Email: rahmaniatravel@yahoo.com

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!



আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court,
CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

হৃদয়ে অমর হোক, ভাস্কর্যে নয়



মিজানুর রহমান আজহারি

'মুক্তমনা ও প্রগতিশীল দাবিদার যারা এতদিন কুরবানি না দিয়ে সেই টাকা গরিবদের মাঝে দান করে দেয়ার কথা বলতেন। তাদের কেউ কী ভাস্কর্য না বানিয়ে সেই টাকা গরিব দুঃখীদের মাঝে বিতরণ করে দেয়ার কথা বলেছেন?' নিজ ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে স্ট্যাটাসের মাধ্যমে এমন প্রশ্ন তুলেছেন মিজানুর রহমান আজহারি। সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ধোলাইখালে শেখ মুজিবর রহমানের ভাস্কর্য নির্মাণ নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কের বিষয়ে আজহারি স্ট্যাটাসের মাধ্যমে মন্তব্য জানিয়েছেন। একইসাথে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের স্মরণীয় রাখতে ভাস্কর্যে নয় হৃদয়ে ধারণ করতে ও ভাস্কর্য বা মূর্তি না নির্মাণের পেছনে যুক্তি তুলে ধরেছেন তিনি। নয়া দিগন্তের পাঠকদের জন্য তার পোস্টটি হুবহু তুলে ধরা হলো:

'হৃদয়ে অমর হোক, ভাস্কর্যে নয়

ভাস্কর্য শিল্পড় এটি অমুসলিমদের কৃষ্টি সমৃদ্ধ একটি শিল্প বা কলাকৌশল। কোনো ব্যক্তি যতো সম্মান আর মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, তার স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য মূর্তি বা ভাস্কর্য তৈরি ইসলামে বৈধ নয়।

ইব্রাহীম (আ:)-এর পদচিহ্নকে স্মৃতিময় করে রাখতে, মাকামে ইব্রাহীমে সালাত আদায়ের বিশেষ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সেখানে আজও ওনার ফুটপ্রিন্ট সংরক্ষিত আছে। কিন্তু কারো পুরো দেহাবয়ব সংরক্ষণ- এটি সম্পূর্ণ অনৈসলামিক সংস্কৃতি। ইসলামে মানুষের বা প্রাণীর মূর্তি কিংবা ভাস্কর্য তৈরীকে নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের সাথে পৌত্তলিক এই ধারণাটি, পুরোপুরি ১৮০ ডিগ্রী বিপরীত এঙ্গেলে অবস্থান করে।

কিছু কিছু ব্যাপার আছে যেগুলোতে ইসলাম খুবই স্ট্রিক্ট। ফলে সেসব ক্ষেত্রে সামান্য ছাড় দেয়ারও কোন সুযোগ নেই। শিরক তন্মধ্যে অন্যতম। পবিত্র কুরআনুল কারিমে শিরককে "জুলমুন আযিম" তথা মহাঅন্যায় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাই, বাহ্যত শিরক নয় কিন্তু ভবিষ্যতে এটা কোনভাবে শিরকের দিকে ধাবিত করতে পারে অথবা শিরকি কার্যকলাপের সাথে এর সাদৃশ্য আছেড় এমন জিনিসকেও ইসলামে হারাম করা হয়েছে। ভাস্কর্যের ব্যাপারটিও ঠিক এমন।

পৃথিবীতে নূহ (আ:) এর জামানায় সর্ব প্রথম শিরকের উৎপত্তি হয় ঠিক এভাবেই। সে জনপদে অত্যন্ত আল্লাহ-ভীরু পাঁচজন ব্যক্তি ছিলেন। তাদের মৃত্যুর পর, শয়তানের প্ররোচনায় প্রথমত তাদেরকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে সেই জনপদের লোকেরা পাঁচটি ভাস্কর্য তৈরী করে এবং পরবর্তীতে তারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তাদের উপাসনা শুরু করে দেয়। আর এভাবেই পৃথিবীতে শিরকের সূচনা হয়।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমানরা ভাস্কর্যের মাধ্যমে বিখ্যাত ব্যক্তিদেরকে স্মরণীয় করে রাখতে চাইতো, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম তাদেরকে ভক্তিভরে স্মরণ করে। এভাবে, গোটা দুনিয়াব্যাপী অনেক ভাস্কর্য তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু এই ভাস্কর্য কি তাদের সবাইকে জনমনে ইতিবাচক ইমেজ এনে দিতে পেরেছে? আসলে, মানুষ স্মরণীয় হয়ে থাকে তার কর্ম দিয়ে।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমানরা ভাস্কর্যের মাধ্যমে বিখ্যাত ব্যক্তিদেরকে স্মরণীয় করে রাখতে চাইতো, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম তাদেরকে ভক্তিভরে স্মরণ করে। এভাবে, গোটা দুনিয়াব্যাপী অনেক ভাস্কর্য তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু এই ভাস্কর্য কি তাদের সবাইকে জনমনে ইতিবাচক ইমেজ এনে দিতে পেরেছে? আসলে, মানুষ স্মরণীয় হয়ে থাকে তার কর্ম দিয়ে। কর্মগুণে মানুষ মরে গিয়েও বেঁচে থাকে মানুষের অন্তরে। যেমন ধরুন, হিটলারের ভাস্কর্য আছে, ফিরআউনের মমি আছে। কিন্তু তাদের জন্য আছে সবার ঘৃনা। অন্যদিকে, আল্লাহর রাসূল (সা:) এবং চার খলিফার ভাস্কর্য নেই এমনকি কোন ছবিও নেই। কিন্তু হাজার বছর পরেও বিশ্ববাসী তাদেরকে মনে রেখেছে, মনেপ্রাণে তাদের আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করেছে।

সরকার চাইলে, প্রয়োজনে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভাইদের উপসনালয়গুলোতে কিংবা তাদের স্থায়ী আবাসিক এলাকাগুলোতে তাদের চাহিদা অনুযায়ী, সরকারি অর্থায়নে তাদের ধর্মীয় ভাস্কর্য কিংবা মূর্তি নির্মাণ করে দিতে পারে। এতে কারো কোন সমস্যা থাকার কথা নয়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে, দেশের অধিকাংশ ধর্মপ্রাণ মানুষ এবং গ্রহণযোগ্য আলেম ওলামাদের মতামতকে উপেক্ষা করে, পাবলিক প্লেসে এভাবে ভাস্কর্য স্থাপন কোনভাবেই যৌক্তিক হতে পারে না।

তাছাড়া, প্রিয় মানুষের প্রতিকৃতি রোদে পুড়বে, বৃষ্টিতে ভিজবে অথবা মাথার উপর কাক বসে মল ত্যাগ করবে- এর কোনটাই কারোরই ভালো লাগার কথা নয়।

মুক্তমনা ও প্রগতিশীল দাবীদার যারা এতদিন কুরবানি না দিয়ে সেই টাকা গরিবদের মাঝে দান করে দেয়ার কথা বলতেন। তাদের কেউ কি ভাস্কর্য না বানিয়ে সেই টাকা গরিব দু:খীদের মাঝে বিতরণ করে দেয়ার কথা বলেছেন? করোনাকালে ব্যপকভাবে মানুষ খাদ্য ও চিকিৎসা সংকটে ভুগছে। এমন ক্রান্তিকালে ভাস্কর্য তৈরী নিয়ে পুরো দেশে এরকম অস্থিতিশীলতা তৈরী করা মোটেও কাম্য নয়।

নগরের সৌন্দর্য্য বর্ধনের এবং দেশের মহান ও বরেণ্য ব্যক্তিত্বদের স্মৃতি সংরক্ষণের কার্যকর অনেক পদ্ধতি রয়েছে। আমরা চাইলেই ন্যাশনাল হিরোদের নামে আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নত মানের লাইব্রেরি, গবেষণাগার, সড়ক, সেতু, রিসার্চ সেন্টার, ইনস্টিটিউট, চ্যারিটি ফাউন্ডেশন ইত্যাদি নির্মাণ করতে পারি। অথবা তাদের কর্মের উপর নির্মিত তথ্যবহুল ডকুমেন্টারি, আন্তর্জাতিক মানের ওয়েবসাইট, রিসার্চ গ্র্যান্ট কিংবা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় সেমিনার সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির উদ্যোগ নিতে পারি। এতে করে দেশের উন্নয়ন হবে, দশের উপকার হবে এবং স্মরণীয়রাও আরো স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।'

জাহেলি যুগের মূর্তিপূজার নেপথ্যে



গোলাম মাওলা রনি

ঘটনাটি হুজুরের পাক (সা:)-এর জমানার। প্রায় সব হাদিস বর্ণনাকারী অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মশহুর সেই ঘটনাটিকে হাদিস আকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন বিশ্ববাসীর জন্য। বর্ণনাকারীদের মতে– আল্লাহর রাসূল (সা:)-এর কাছে একদিন জনৈক উম্মি বেদুইন এলেন ইসলাম গ্রহণের জন্য। তার পোশাক পরিচ্ছদ অভিব্যক্তি এবং কথাবার্তা ছিল কৌতূহলোদ্দীপক। ফলে মহানবী (সা:)-এর মজলিসে উপস্থিত সবাই তার ইসলাম গ্রহণের সুতীব্র আকাংখা, উত্তেজনা এবং তার বিগত জীবনের জন্য আলোচনার নেপথ্য কারণ জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। তাজেদারে মদিনা (সা:) তার সাহাবিদের মনোভাব বুঝতে পেরে বেদুইনকে লক্ষ করে বললেন, 'কেন তুমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাও?'

উত্তরে আরব বেদুইন একটি ছোটখাটো ভাঙা মূর্তি অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে মাটির ওপর রাখলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা:) এটা কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত ছিল আমার খোদা। আমি আমার মকসুদ পূরণের জন্য, বিপদ আপদ থেকে রক্ষার জন্য এবং প্রতিপক্ষের ওপর বিজয়ী হওয়ার মানসে সারাক্ষণ এই তথাকথিত খোদাকে সাথে রাখতাম। আজো ওটিকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হই। পথিমধ্যে আমার হঠাৎ করে প্রাকৃতিক কর্মের তাকিদ চেপে বসে। আমি ওটিকে রাস্তার পাশে সযতনে রেখে প্রাকৃতিক কর্ম করতে যাই এ কারণে যে– আমার কাছে মনে হলো, মলত্যাগের মতো নোংরা কর্মের সময় 'খোদা'র মূর্তি সাথে রাখা বিপজ্জনক ও অসম্মানজনক।

মলত্যাগ শেষে যখন মূর্তির কাছে এলাম তখন লক্ষ করলাম, মূর্তিটির সর্বাঙ্গ ভেজা। আমার মনে হলো– কোনো রহমতের পানি হয়তো খোদার শরীরে পড়েছে। ভক্তির আতিশয্যে খোদার শরীরের পানি চাটতে লাগলাম। কিন্তু উৎকট গন্ধ এবং লবণের বিস্বাদ আমার চিন্তার জগৎকে খুলে দিলো। আমি ভাবলাম– রহমতের পানি তো সুগন্ধিযুক্ত ও সুমিষ্ট হবে। ফলে খোদার পুতলির অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে আমার জীবনে প্রথমবারের মতো সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হলো। সন্দেহভরা চোখ নিয়ে আশপাশের চার দিকে তাকিয়ে যা দেখলাম তাতে ঘৃণা-রাগ-অভিমানে আমার শরীরের কম্পন শুরু হলো। আমি দেখলাম, অদূরে একটি কুকুর দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং কুকুরটির জলবিয়োগের স্থানটি তখনো সিক্ত ছিল।

খুব সহজেই বুঝতে পারলাম, এতক্ষণে রহমতের পানি মনে করে আমি আসলে কী লেহন করেছি। পুতলিটির প্রতি সব বিশ্বাস-ভালোবাসা এবং ভক্তি কর্পূরের মতো উড়ে গেল। আমি ভাবলাম, যে মূর্তি কুকুরের পেশাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, সে আমাকে কিভাবে রক্ষা করবে? ফলে আমি আর রাগ সামলাতে পারলাম না। খুব জোরে মূর্তিটিকে আছাড় দিয়ে এর হাত-পা-নাক ভেঙে দিলাম। আল্লাহর রাসূল (সা:) বেদুইন আরবের কথা শুনে অনেকক্ষণ হাসলেন। হাদিস শরিফে এসেছে– এই প্রথমবার রাসূলে করিম (সা:) হাসলেন যখন তার দন্ত মোবারক বের হয়ে দৃশ্যমান হয়েছিল।

মূর্তি নিয়ে এ কাহিনী ইসলামের ইতিহাসের একটি অনন্য দলিল। কারণ ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাহেলি যুগের শত-সহস্র, বিভিন্ন আকার আকৃতি ও নাম-উপনামের ধ্বংসযজ্ঞের ওপর। কাজেই ইসলাম এবং মূর্তিপূজা যে একসাথে হয় না তা বুঝার জন্য জাহেলি যুগের পৌত্তলিকতার নেপথ্য কারণ এবং ইসলামের লা শারিক আল্লাহ শব্দের যথার্থতা অনুধাবন দরকার। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের মূর্তিপূজা এবং জাহেলি যুগের জাজিরাতুল আরবের মূর্তিপূজা এক নয়। অন্য দিকে প্রাচীন সুমেরীয়, মিসরীয় ও পারসিক সভ্যতার যুগে বিভিন্ন দেব-দেবীর ভাস্কর্য তৈরি করে যে পূজা অর্চনা হতো সেগুলোর সাথে প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার কথিত দেব-দেবীর বা ভাস্কর্যবিহীন কোনো সুবিখ্যাত মন্দিরের প্রসঙ্গ যদি আলোচনা করি তবে প্রাচীন গ্রিসের ডেলফির মন্দিরের নাম সবার আগে চলে আসবে যার সাথে পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মমতের উপাসনা গৃহের ন্যূনতম মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মূর্তি তথা ভাস্কর্য এবং মন্দির তথা উপাসনালয় নিয়ে যদি আমরা বিস্তারিত আলোচনা করতে যাই তবে তা শেষ করা যাবে না। তাই সম্মানিত পাঠকদের কাছে আজকের বিষয়বস্তু সহজবোধ্য করার জন্য আইয়ামে জাহেলিয়াতের মূর্তিপূজা এবং সেই মূর্তিপূজার নেপথ্যের ব্যবসায়-বাণিজ্য, রাজনীতি, ধান্ধা এবং ক্ষমতার লড়াই নিয়ে আলোচনা করব। দ্বিতীয়ত, আইয়ামে জাহেলিয়াতের পতন ঘটিয়ে যেহেতু ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল– সেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের প্রধান শত্রু জাহেলিয়াত বা অজ্ঞানতা তথা একত্ববাদী ধর্মমতের প্রতিকূলে মূর্তিপূজা। এই কারণে গত চৌদ্দ শ' বছর ধরে তামাম দুনিয়ার মুসলমানরা একসাথে সিংহের মতো গর্জন করে ওঠেন যখন তারা দেখেন, ইসলাম এবং মুসলমানিত্বের বেশ ধরে সুকৌশলে মহলবিশেষ মূর্তিপূজাকে পুঁজি করে সেই আবু জেহেলের বংশবদদের মতো অপচেষ্টা চালায়।

আল্লাহর রাসূল (সা:) যখন নবুয়ত পেলেন ঠিক সেই সময়ে কাবাঘরের অভ্যন্তরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। সেগুলোর মধ্যে তিনটি মূর্তির নাম ছিল– লাত, মানত ও ওজ্জা। ধরে নেয়া হতো যে, ৩৬০টি মূর্তির নেতা হলো এরা। এর বাইরে আরো একটি নেতাগোছের মূর্তি ছিল যাকে বলা হতো হোবল দেবতা। আজকের মক্কা-তায়েফসহ সংশ্লিষ্ট এলাকা যা হিজাজরূপে পরিচিত ছিল সেখানে বসবাসরত লোকজনই মূলত প্রভাবশালী বলে গণ্য হতো। মক্কাতে যে বার্ষিক সম্মেলন হতো যার নাম ছিল ওকাজের মেলা, সেখানে সমগ্র আরব তো বটেই অন্যান্য এলাকা তথা চীন-পারস্য-রাশিয়া-আফগানিস্তান– এমনকি ভারত থেকেও লোকজন যেত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যেত বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে– আবার কেউ কেউ যেত তৎকালীন রীতি অনুযায়ী কাবাকে কেন্দ্র করে ধর্মাচারে পুণ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে।

ওকাজের মেলায় আগত লোকজন আসতেন দলে দলে এবং বিভিন্ন গোত্র ও উপগোত্রে বিভক্ত হয়ে। প্রত্যেক গোত্রেরই আলাদা আলাদা মূর্তি থাকত। ফলে এ মেলায় দেবতারূপী বা খোদারূপী হাজার হাজার ছোট-বড় মূর্তির সমাবেশ ঘটত এবং সবাই চাইত তাদের মূর্তিটি কাবাঘরের মধ্যে স্থাপন করার জন্য। কাবার দায়িত্বে থাকা কুরাইশ দলপতিরা একত্র হয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে, কেবল হেজাজ-নজদ ও ইয়েমেনের শীর্ষস্থানীয় গোত্রগুলোর দেবতারা কাবা অভ্যন্তরে স্থান পাবে। নেতারা যেভাবে গোত্র এবং গোত্রের দেবতাদের শ্রেণিবিন্যাস করেছিলেন সেই হিসাবে ৩৬০টি মূর্তি কাবার অভ্যন্তরে স্থান পায় যেগুলোর পূজারির সংখ্যা ছিল হয়তো কয়েক হাজার। জাহেলি যুগের মূর্তিপূজা নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাদের মতে, কেবল স্বার্থসিদ্ধি এবং ধান্দাবাজির জন্য গোত্রগুলো মনগড়া মূর্তি উদ্ভাবন করত। মূর্তিকে কেন্দ্র করে নানা অলৌকিক গল্প ফাঁদা হতো এবং ভেলকিবাজি করে কিছু চালাক লোক যারা গোত্রপতিদের খয়ের খাঁ ছিল তারা সাধারণ মানুষকে বেকুব বানাত। মূর্তির মাথা থেকে ক্ষণে ক্ষণে আগুন বের হওয়া অথবা গভীর রাতে মূর্তির নড়াচড়া বা উড়ে বেড়ানোর মতো জাদুর কৌশল জানা লোকজনকে ভাড়া করে এনে গোত্রপতিরা সাধারণ মানুষকে প্রথমে মূর্তি সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলত এবং বলত, মূর্তিকে খোদা মেনে পূজা না করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। অশিক্ষিত বেদুইনরা কোনো প্রশ্ন ছাড়াই গোত্রপতিদের ফাঁদে ধরা পড়ত এবং নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পত্তির বিরাট অংশ মূর্তিপূজায় ব্যয় করত যা অলক্ষ্যে গোত্রপতিদের পকেটেই চলে যেত।

মহাকালের মূর্তিসংক্রান্ত ধান্ধাবাজি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেশকাল, সমাজকে অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরে এবং সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার নির্যাসের একটি বিরাট অংশ শুষে নেয়। রাজনীতি-অর্থনীতি, প্রেম-ভালোবাসা, যৌনতা থেকে শুরু করে যুদ্ধ-বিগ্রহ এমনকি আনন্দ-উল্লাসেও ধান্দাবাজরা মূর্তিপূজাকে ঢুকিয়ে দেয়। সমাজবিজ্ঞানীরা মূর্তিপূজার কার্যকারণ নিয়ে গবেষণা করে যা পেয়েছেন তা রীতিমতো বিস্ময়কর। মানুষ তার সহজাত লালসার দ্বারা তাড়িত হয়ে অতিন্দ্রীয় বিষয় ভোগ-বিলাসের জন্য কামনা করে এবং আপন মানবসত্তাকে ওসব প্রাপ্তির জন্য বাধা মনে করে, তখনই সে মূর্তি বা পুতলির আশ্রয় নেয়।

প্রাচীন মিসরের রাজনীতিতে যখন কোনো ধড়িবাজ ফেরাউনের অভ্যুদয় হতো, তিনি নিজের জন্য একটি নতুন খোদা বানিয়ে নিতেন। আগের ফেরাউনরা যেসব মূর্তিকে খোদা বানাতেন সেসব মূর্তিকেন্দ্রিক মন্ত্র, আইন-কানুন পূজা-অর্চনা এবং ধান্দাবাজি যদি নতুন ফেরাউনের মনোপুত না হতো তখন তিনি তার সাঙ্গপাঙ্গদের সহযোগিতা নিয়ে নতুন মূর্তি বানাতেন এবং সেটিকে খোদা বলে প্রচার করতেন। এ ক্ষেত্রে মূর্তির মুখ দিয়ে কৌশলে নানান কথা বের করে ফেরাউনরা প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে নির্মূল এবং দেবতার দোহাই দিয়ে জনগণের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতেন। ফেরাউনরা সব ক্ষেত্রে যে সফল হতেন– তা কিন্তু নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূর্বতন ফেরাউনের মূর্তিগুলো জনপ্রিয়তা পেয়ে যেত এবং নতুন 'খোদা' বনাম পুরান 'খোদার' অনুসারীরা যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়তেন।

প্রাচীন মিসরে কোনো কোনো ফেরাউন নিজেকে কথিত খোদার অবতার অথবা পুত্র বলে প্রচার করতেন। কেউবা নিজেকে সরাসরি খোদা বলে প্রচার করতেন এবং নানান ভেলকিবাজি দেখিয়ে জনগণের একাংশকে বিভ্রান্ত করতেন। তারা সারা দেশে নিজেদের মূর্তি বানিয়ে সেগুলোতে পূজা দেয়ার জন্য পেটোয়া বাহিনীর মাধ্যমে নিরীহ জনগণকে বাধ্য করতেন।

সারা দুনিয়ায় সেই অতীতকাল থেকে আজ অবধি মূর্তি নিয়ে যত আদিখ্যেতা এবং অনাসৃষ্টি হয়েছে তা অন্য কিছু নিয়ে হয়নি। মূর্তির জন্য যত যুদ্ধ হয়েছে অথবা মূর্তির জন্য যত মানুষ মরেছে তা কোনো সাধারণ যুদ্ধ কিংবা কোনো ভয়ঙ্কর মহামারী-রোগবালাই অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে হয়নি। মূর্তিকে কেন্দ্র করে যত অপরাজনীতি, যত অপসংস্কৃতি এবং যত রকম-অবৈধ লেনদেন হয়েছে তা অন্য কোনো পাপাচারের সাথে তুলনীয় নয়। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি অনেকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। সাম্প্রতিককালে মহানবী (সা:)-এর একটি ব্যঙ্গচিত্রকে কেন্দ্র করে গত কয়েক মাসে ফ্রান্সের যে ক্ষতি হয়েছে তা 'ওয়াটার লু'র যুদ্ধের ক্ষতির চেয়েও বেশি বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন।

এ কারণে সর্বকালের সেরা ধর্ম ইসলাম যেকোনো মূর্তির বিষয়েই অত্যন্ত কঠোর। এই ধর্মের অনুসারীরা যখন দেখেন যে, কোথাও আশরাফুল মাখলুকাতরূপী জীবন্ত মানুষের পরিবর্তে মাটি-পাথর বা কোনো ধাতুর তৈরি পুতলিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়, পুতলির কাছে মাথা নত করা হয়, পুতলির গলায় মালা পরিয়ে সেই দানব জড়পদার্থের চতুর্দিকে কিছু ধড়িবাজ মানুষ ধান্ধা হাসিলের উদ্দেশ্যে নাচন-কুর্দন করে এবং জাহেলি যুগের মতো বিশ্বজাহানের মালিকের ঐশী নিয়মের ব্যত্যয় ঘটায় তখন তারা আপন ধর্মের লোকদেরকে সতর্ক করার জন্য বলে ওঠে হুঁশিয়ার! সাবধান! শিরক করো না। *লেখক : সাবেক সংসদ সদস্য*

৪ বাংলাদেশীসহ মোট প্রার্থী ১১

(শেষের পাতার পর)

কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ এর বিশেষ নির্বাচনে একজন ভোটার তার পছন্দের প্রথম ৫জন প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন। আর প্রার্থীদের মধ্যে যিনি সর্বোচ্চ ভোট পাবেন তিনিই নির্বাচিত হবেন। উল্লেখ্য, সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ এর বর্তমান কাউন্সিলম্যান রবি লেলম্যান পদত্যাগ করায় পদটি শূন্য হয়েছে বলে ঐ আসনে বিশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে। এদিকে এই নির্বাচন ঘিরে কমিউনিটিতে সম্ভাব্য প্রার্থীদের প্রচারণা শুরু হয়ে গেছে। চলছে প্রার্থীদের পক্ষে স্বাক্ষর ক্যাম্পেইন। নির্বাচনে একাধিক বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত প্রার্থী পাশাপাশি আমেরিকান, সাউথ এশিয়ান প্রার্থীর নাম শুনা যাচ্ছে। ফলে জমে উঠছে এই নির্বাচন। সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ এর বিশেষ নির্বাচনে বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যাদের নাম আলোচিত হচ্ছিল তাদের তালিকায় ছিলেন- সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ থেকে গত সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে এর প্রাইমারী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মোহাম্মদ তৈয়বুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, অ্যাসাল-এর কুইন্স চ্যাপ্টারের সভাপতি সাবুল উদ্দিন, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, এটর্নী সোমা সাঈদ ও মৌমিতা আহমেদ। এছাড়াও ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মুজিব-উর রহমান ও ড. দিলীপ নাথ। অপরদিকে আগামী বছর ২২ জুন অনুষ্ঠিতব্য সিটির অন্যান্য কাউন্সিল পদের মধ্যে ওজনপার্ক থেকে মিসবাহ আবদীন এবং ব্রুকলীন থেকে শাহানা হানিফ সিটি কাউন্সিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানা গেছে। তবে সর্বশেষ তথ্যে জানা গেছে সব দিক বিবেচনা করে বিশেষ নির্বাচন থেকে সড়ে দাঁড়াচ্ছেন মোহাম্মদ তৈয়বুর রহমান, ফখরুল আলম, সাবুল উদ্দিন ও মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। ফলে বাংলাদেশী কমিউনিটি থেকে নির্বাচনে প্রার্থী থাকছেন ডেমোক্র্যাট দলীয় মুজিব-উর রহমান, ড. দিলীপ নাথ, এটর্নী সোমা সাঈদ ও মৌমিতা আহমেদ। অপরদিকে ভারতীয় কমিউনিটি থেকে কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক ডিষ্ট্রিক্ট লিডার নিতা জৈন ও দীপ্তি শর্মা। আরো রয়েছেন সাবেক কাউন্সিলম্যান জি জিনারো সহ মাইকেল আল ব্রাউন ও হাওয়ার্ড নাইম্যান প্রার্থী হচ্ছেন। আর রিপাবলিকান পার্টি সমর্থক প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন এটর্নী লিও জ্রেকবস এবং ফিলিপ গ্রিলো।

উল্লেখিত প্রার্থীদের মধ্যে মোহাম্মদ তৈয়বুর রহমান ও মজিবুর রহমানের ইতিপূর্বে সিটি কাউন্সিলে নির্বাচন করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। যদিও তারা ঐ নির্বাচনে পরাজিত হন। অপরদিকে কুইন্সের ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কুইন্স ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদে গত নির্বাচনে অল্প ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন।

নির্বাচন থেকে সড়ে যাওয়া প্রসঙ্গে ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার বলেন, ছোটবেলা থেকে কমিউনিটির জন্য কাজ করে আসছে বলেই সবার ইচ্ছে আর আগ্রহে সিটি কাউন্সিলে প্রার্থী হতে চাই। ইতিমধ্যেই আমার প্রাণের সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি সভা করে সমর্থণ জানিয়েছে। তিনি বলেন, মূলধারার রাজনীতিকদের সাথে থেকে দীর্ঘ দুই যুগ ধরে কমিউনিটির জন্য কাজ করছি। ব্যক্তিগত আর সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা সাধ্যমত কাজ করেছি। কমিউনিটির সকল সুখ-দুখে পাশে থেকেছি, পাশে রয়েছি। কিন্তু মহামারী কোভিডের সময় মূলধালার রাজ-নীতিকদের কাছ থেকে যতটুকু সাহায্য পাওয়া কথা ছিলো কমিউনিটি তা পায়নি। মূলত: মূলধারার রাজনীতিতে কমিউনিটির কোন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নেই। তাই ভেবেছিলাম সিটির বিশেষ নির্বাচনে অংশ নিয়ে নির্বাচিত হয়ে কমিউনিটির পাশাপাশি মূলধারায় আরো বেশী অবদান রাখার সুযোগ পাবো। কিন্তু কোভিড-১৯ এ আমার শশুর সহ অনেক আপন ও প্রিয়জন হারিয়ে এবং করোনার প্রকোপ আরো বেড়ে যাওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে আমি চিন্তিত, মানসিকভাবে দূর্বল হয়ে পড়েছি। তাই আমি মনে করি স্বল্প সময়ের নির্বাচনে অংশ নেয়ার চেয়ে এই করোনা পরিস্থিতিতে কমিউনিটির পাশে থাকাই শ্রেয়। ফলে সকল প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও কোভিড পরিস্থিতি আর মানুষের সেবা দান-কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নির্বাচনে অংশ না নিয়ে বরং নির্বাচন থেকে সড়ে দাঁড়ানোই উত্তম বলে মনে করছি। তবে আগামী ২২ জুনের ডেমোক্রেটিক প্রাইমারীতে সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ নির্বাচন করবো ইনশাল্লাহ। এব্যাপারে তিনি সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা এবং যারা তার জন্য কাজ করেছেন, সময় দিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অপরদিকে সাবুল উদ্দিন বলেন, নিউইয়র্ক সিটির এই বিশেষ নির্বাচনে একাধিক বাংলাদেশী প্রার্থী ছাড়াও সাউথ এশিয়ান ৮/৯জন প্রার্থী। আর অল্প সময়ের নির্বাচনে অংশ না নিয়ে আগামী ২২ জুন অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারীতে অংশ নিতেই এই বিশেষ নির্বাচন থেকে সড়ে দাঁড়িয়েছি।

রোহিঙ্গা সংকট : ভাসানচরে না যাওয়ার একটি যুক্তিও নেই



মোহাম্মদ আলী শিকদার

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী দ্বারপ্রান্তে। এই ৫০ বছরে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিষয়াদি নিয়ে এতবড় সংকটে বাংলাদেশ আর কখনও পড়েনি, যেমনটি রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে হয়েছে। শুধু প্রতিবেশী হওয়ায় মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সমস্যার বড় ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্র এখন বাংলাদেশ। সমস্যাটি মূলত বাংলাদেশের সীমান্তঘেঁষা মিয়ানমারের পশ্চিম প্রান্তে রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা সম্প্রদায় আর মিয়ানমার সরকারের মধ্যে। এটা মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যা, যার লেগেসির দৈর্ঘ্য কয়েকশ বছর। এর জন্য দুই পক্ষেরই দায় আছে। দুই পক্ষই সশস্ত্র পন্থা অবলম্বন করায় ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বাছবিচারহীন একচ্ছত্র সামরিক অভিযানের নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার সামনে টিকতে না পেরে সাত লাখের বেশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী চৌদ্দ-পুরুষের ভিটামাটি ছেড়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এর আগে, ১৯৭৮ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে আসা আরও প্রায় চার লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশের কক্সবাজারে অবস্থান করছিল। অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গা কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ, এই দুটি উপজেলায় অবস্থান করছে।

দুই উপজেলায় স্থানীয় জনসংখ্যার চেয়ে রোহিঙ্গার সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। এত সংখ্যক উদ্বাস্তু রোহিঙ্গার স্বল্প জায়গার মধ্যে অবস্থানের কারণে স্থানীয় জনগণের জন্য শুরু থেকেই বড় রকমের নিরাপত্তার হুমকি সৃষ্টি হয়। ক্রমান্বয়ে এটা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায়শই গোলাগুলি আর হতাহতের ঘটনা ঘটছে। ইতোমধ্যে রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের হাতে দুই-তিনজন স্থানীয় পুরুষ নিহত হয়েছেন। ক্যাম্পের ভেতরে নিজেদের মধ্যে গোলাগুলি করে প্রায় ৫০ জন রোহিঙ্গা নিহত হয়েছে। মাদক ব্যবসা, নারী পাচার ও অস্ত্র চোরাচালানের মতো ভয়ংকর সব অপরাধে লিপ্ত হয়েছে রোহিঙ্গাদের মধ্য থেকে উৎপত্তি হওয়া সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। এত মাদক, এত অস্ত্র ক্যাম্পের ভেতর আসে কী করে-এর কোনো উত্তর নেই। শুনেছি এবং পত্রিকার প্রতিবেদনেও এসেছে রাতের বেলায় ক্যাম্পের ভেতরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কোনো অবস্থান ও টহল থাকে না। সুতরাং রাতের বেলায় ভেতরে কী হয়, তা কেউ জানে না। এসব বিপজ্জনক সংবাদ শুধু স্থানীয় জনগণের জন্য নয়, রাষ্ট্রের ভূখণ্ডগত নিরাপত্তার জন্যও বড় হুমকি। দ্বন্দ্ব-সংঘাত রোহিঙ্গা সম্প্রদায় ও মিয়ানমার সরকারের মধ্যে, বাংলাদেশ কারও পক্ষে-বিপক্ষে নয়।

মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সীমাহীন বর্বরতার শিকার হয়ে ১১ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। মানবতার খাতিরে আমরা আশ্রয় দিয়েছি। তাদের বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, নিরাপত্তাসহ সব দায়িত্ব বাংলাদেশ নিয়েছে। এ দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ কোথাও কোনো ঘাটতি রাখেনি। শুধু তাই নয়, তারা যাতে নিরাপদে নিজ ভূমিতে ফেরত যেতে পারে তার জন্য জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সব ফোরামে শক্তিশালী ক্যাম্পেইন চালাচ্ছে। মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আইনগত সব পদক্ষেপে বাংলাদেশ সক্রিয় সমর্থন দিচ্ছে। রোহিঙ্গারা উদ্বাস্তু, তাদের প্রতি সব রকম সহানুভূতি ও সমর্থন সবার রয়েছে। কিন্তু একটা কথা তাদের স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে, তারা বাংলাদেশের নাগরিক নয়। কোনো নাগরিক অধিকার তারা পাবে না, পেতে পারে না। বিশ্বের কোথাও উদ্বাস্তুরা তা পায় না। সভা-সমাবেশ, মিটিং-মিছিল ইত্যাদি করার অধিকার তাদের নেই। ইচ্ছামতো সারা বাংলাদেশে তারা অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারবে না। তাদের সব মানবিক প্রয়োজন বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। অবৈধ ব্যবসার তো প্রশ্নই ওঠে না, বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যেও তাদের জড়িত হওয়ার কথা নয়।

১১ লাখের মধ্যে বৃহত্তর সাধারণ অংশ নিরীহ, নির্যাতিত, বঞ্চিত এবং সব হারিয়ে পরদেশে আছে, তারা অপরাধী কর্মকাণ্ডে জড়িত নয়। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে উত্থান ঘটেছে ডজন ডজন আধুনিক অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর। এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর কাছে সব রোহিঙ্গা আজ জিম্মি। অস্ত্রের মুখে, জীবনের ভয়ে সাধারণ রোহিঙ্গারা ওইসব সন্ত্রাসী গোষ্ঠী যা শিখিয়ে দিচ্ছে সেটাই বলছে এবং করছে। ভাসানচরে গেলে তারা সব দিক থেকে ভালো থাকবে, সেটি মুখ খুলে বলতে পারছে না। বললে সন্ত্রাসীরা লাশ ফেলে দেবে মর্মে ভয় দেখায়। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা খরচ করে সেমিপাকা বাসস্থান তৈরি করা হয়েছে, যা কক্সবাজারের বাসস্থানের চেয়ে বহুগুণ উন্নতমানের ও ভালো। আপাতত এক লাখের আবাসস্থলে প্রতি পরিবারের জন্য স্বতন্ত্র বাসগৃহ করা হয়েছে।

আধুনিক স্যানিটারি ব্যবস্থা, পরিশুদ্ধ খাবার পানি, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন, খেলার মাঠ, হাঁস-মুরগি পালন, ভেতরে চলাচলের জন্য সেমিপাকা রাস্তাসহ পরিপূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সবকিছু করা হয়েছে। জলোচ্ছ্বাস ঠেকাতে চারদিকে বেড়িবাঁধ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, সঙ্গে কোস্টগার্ডসহ সব আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ বাংলাদেশের দায়িত্বে কক্সবাজারে যেমন তাদের খাদ্যসহ সবকিছু সরবরাহ করা হচ্ছে, ভাসানচরেও তা একইভাবে অব্যাহত থাকবে। এমন সুন্দর, নিরাপদ সবকিছুর নিশ্চয়তা থাকার পরেও ভাসানচরে না যাওয়ার পক্ষে কী কারণ থাকতে পারে? একটি কারণও নেই। কিন্তু রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর শিখিয়ে দেওয়া বুলিই সাধারণ রোহিঙ্গারা আওড়াতে বাধ্য হচ্ছে, ভাসানচরে যাব না। কারণ, ভাসানচরে গেলে এবং তার ধারাবাহিকতায় যদি এ রকম আরও সুরক্ষিত ক্যাম্প হয় তাহলে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী মাদক পাচার, নারী পাচার, অস্ত্র চোরাচালানের মতো কোটি কোটি টাকা আয় করতে পারবে না। উপরন্তু, কক্সবাজারে বসে দেশি-বিদেশি স্বার্থান্বেষী পৃষ্ঠপোষকদের প্ররোচনায় যেসব দুরভিসন্ধিমূলক কাজ তারা করছে, যার সবকিছুই মিয়ানমারে ফেরত যাওয়ার পথে বড় অন্তরায়, ভাসানচরে গেলে সেগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। তাতে অবৈধ টাকা আয়ের পৃষ্ঠপোষকরা নাখোশ হবে। কেন নাখোশ হবে পরে বলছি। শোনা যায়, আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে ক্যাম্পে যারা কাজ করছেন তারাও ভাসানচরে স্থানান্তরের বিপক্ষে। খোঁড়া যুক্তি শোনা যায় যে, কক্সবাজারের মতো আবাসন হোটেল ব্যবস্থা সেখানে নেই। তাদের খাওয়াদাওয়া, চলাচলে অসুবিধা হবে। এই যুক্তি কতখানি বাস্তবসম্মত ও গ্রহণযোগ্য। তারা কাজ করছেন উদ্বাস্তু রোহিঙ্গাদের কল্যাণার্থে। তাই রোহিঙ্গাদের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা হয় সেটাই কি এক নম্বর বিবেচনা হওয়া উচিত, নাকি তাদের নিজস্ব আরাম-আয়েশের বিবেচনা আগে আসা উচিত। এটা তর্কের কথা।

তারপরও আন্তর্জাতিক সংস্থার লোকজনের জন্য ভাসানচরে সার্বক্ষণিক বিদ্যুতের ব্যবস্থাসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আবাসস্থল, ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড খাবারের ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থাসহ জরুরি হলে একাধিক হেলিপ্যাডসহ হেলিকপ্টার সব সময় প্রস্তুত থাকবে। চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থেকে মাত্র আধাঘণ্টার নৌপথ। তারা ইচ্ছা করলে চট্টগ্রামে হোটেলে থেকেও কাজ করতে পারবে। তারপরও ভাসানচরে উদ্বাস্তু রোহিঙ্গাদের স্থানান্তরের ব্যাপারে আপত্তি কেন? কারণ কী? সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি ছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই। গত তিন বছরে যা ঘটেছে তার যোগ-বিয়োগ করে যদি উপসংহারমূলক মন্তব্য করতে চাই তাহলে বলতে হয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বড় বড় শক্তিবলয়ের রাষ্ট্রগুলো রোহিঙ্গা সমস্যাকে জিইয়ে রাখার পক্ষে এবং তার মাধ্যমে কেউ মিয়ানমার, আর কেউবা বাংলাদেশের ওপর সওয়ার হয়ে নিজ নিজ ভূরাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার করতে চায়। ভূরাজনীতির এই খেলা নতুন নয় বহু পুরোনো, শুধু নবরূপে প্রকাশ।

রোহিঙ্গারা কক্সবাজারে থাকলে তাতে বাংলাদেশের জন্য যত রকমের অতিরিক্ত সমস্যার সৃষ্টি হবে, তা পুঁজি করে বৈশ্বিক শক্তিবর্গ বাংলাদেশের কাছ থেকে তাদের স্বার্থ উদ্ধারের সুযোগ বেশি পাবে। কিন্তু বাংলাদেশ আজ আর তলাবিহীন ঝুড়ি নয়। জনগণ ও ভূখণ্ডগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠায় যা প্রয়োজন তার সবকিছু করার সক্ষমতা বাংলাদেশ রাখে। নিজ দেশের জনগণ ও ভূখণ্ডগত নিরাপত্তা এবং তার সঙ্গে অর্পিত মানবিক দায়িত্ব রোহিঙ্গাদের সার্বিক কল্যাণার্থে পদক্ষেপ নিলে তার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা বা অন্য কেউ অসন্তুষ্ট হলে তাতে বাংলাদেশের কিছু যায় আসে না। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পের দায়িত্বে যারা আছেন তাদের কারও কারোর সততা, নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। তারা কি বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিচ্ছেন, নাকি জাতিসংঘসহ অন্য যারা আছে, তারা যা বলছে সেটাই করছেন, এসব কথাও স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছ থেকে শুনেছি।

হাজার হাজার রোহিঙ্গা কী করে বাংলাদেশের মোবাইল সিম কার্ড পায়? বাংলাদেশের নাগরিককে মোবাইল সিম পেতে হলে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং আঙুলের ছাপ দিতে হয়। ১৯৭৮ সাল থেকে রোহিঙ্গা ইস্যুকে যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে হ্যান্ডেল করা হয়নি। এখনও কোথায় যেন সবকিছু রহস্যজনক মনে হয়। সময় গেলে সাধন হয় না। দিন দিন সবকিছু জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। সুতরাং এক লাখ রোহিঙ্গা ভাসানচরে স্থানান্তরের জন্য যা প্রয়োজন তার সবকিছু নির্দিধায় করা উচিত। কারণ, ভাসানচরে না যাওয়ার একটি যুক্তিও নেই।

লেখক: নিরাপত্তা বিশ্লেষক; অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

নাম, উপাধি এবং একজন গোল্ডেন মনির

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

চিররঞ্জন সরকার

একসময় আমাদের দেশে খ্যাতিমান ব্যক্তিদের নামের সঙ্গে উপাধি যোগ হতো। গুণ ও কাজের সঙ্গে সংগতি রেখে তাদের এসব উপাধি প্রদান করা হতো। সাধারণ মানুষের দেওয়া এসব উপাধি তাদের নামের সঙ্গে মিশে গিয়ে তার গুণকে ফুটিয়ে তুলত। উপাধি ছাড়া নামগুলো বললে তাদের চেনা যেত না। যেমন দাতা ছিলেন বলে হাজি মোহাম্মদ মুহসীনকে বলা হতো দানবীর মুহসীন। দেশমাতৃকার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন বলে অবিভক্ত ভারতবর্ষের অবিসংবাদিত নেতা চিত্তরঞ্জন দাসকে বলা হতো দেশবন্ধু। এভাবে বাপুজি মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, সীমান্তগান্ধী আবদুল গাফ্ফার খান, বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখার্জি, মাস্টারদা সূর্যসেন, শেরেবাংলা ফজলুল হক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ উপাধি, নাম ও কর্মের গুণে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

এখন যুগ পালটেছে। মহাপুরুষদের জীবনী আমরা আর তেমনভাবে পাঠ করি না। আর বর্তমানে মহাপুরুষদের সংজ্ঞাও বদলে গেছে। এখন সন্ত্রাসী, মস্তান, দখলদার, চাঁদাবাজ, অবৈধভাবে অসৎ পথে অর্থ উপার্জনকারী ব্যক্তিরাই 'মনীষী'র খাতায় নাম লিখিয়েছেন। এখনকার বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামের সঙ্গেও উপাধি যোগ হয়। তবে সেই উপাধিগুলো একটু অন্যরকম। এখনকার বিখ্যাত নাম হচ্ছে মুরগি মিলন, কালা জাহাঙ্গীর, লেদার লিটন, টোকাই সাগর, সুইডেন আসলাম, পিচ্চি হান্নান প্রমুখ। এ ছাড়া গত তিন দশকে দেশে বেশ কিছু আলোচিত নাম সংবাদপত্রের কল্যাণে দেশবাসী জানতে পেরেছে। তাদের মধ্যে নামজাদারা হচ্ছেন ডগ শিশির, চুই বাবু, জাপানি কিংবা প্যালেস্টাইন বাবু, ছ্যাঁচড়া কামাল, ভেতো শাহীন, কিলার আব্বাস, নাটকা বাবু, গিট্টু নাসির, শ্যুটার লিটন, টুন্ডা জলিল, বোস্কামারা কবির, জংলী শামীম, ডিব্বা হারুন, আন্ডা দেলু, চোট্টা হাইবা, চিকা হারুন, চিটার হারুন, বাস্টার্ড সেলিম, ল্যাংটা করিম, সেধ্ধুরি মানিক, খচ্চর হাবিব, পকেট রফিক, ডাইনিং বাবু, ঠ্যাক খাইরু, ক্ষুর হাদিছ, টুন্ডা হারুন, টুটু বাবু, কুইড়া কবীর, নুলা লিয়াকত, ফেনসি পাপন, চীনা রফিক, ডাইল খোকন।

এর মধ্যে সম্পত্তির ওয়ারিশ নিয়ে দ্বন্দ্বের ঘটনায় মৃত্যুর দুই দশক পরে আবার আলোচনায় এসেছিল হুমায়ূন কবির ওরফে মুরগি মিলন। সম্পদশালী এসব ব্যক্তি একসময় ঢাকা শহর দাপিয়ে বেড়াতেন। চলতেন দলেবলে গাড়ি হাঁকিয়ে, আগেপিছে অস্ত্রসমেত পাহারা নিয়ে। বছরে দু-তিনবার গ্রেফতার হয়ে সংবাদপত্রের শিরোনামও হতেন। তার রাজনৈতিক পরিচয় ছিল, শুধু ছিল না সামাজিক স্বীকৃতি। বাবা মুরগির ব্যবসা করতেন বলে মা-বাবার দেওয়া হুমায়ূন কবির নামটি হারিয়ে যায় 'মুরগি মিলন' নামের আড়ালে। আর নিজের অর্জিত সন্ত্রাসী উপাধি যোগ হয়ে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি পরিচিতি পান সন্ত্রাসী 'মুরগি মিলন' নামে। সোনা চোরাচালান আর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে বিপুল সম্পদ অর্জন করেছিলেন মুরগি মিলন। এলিফ্যান্ট রোডে দোকান, গার্মেন্টস কারখানা, পল্টনে ফ্ল্যাট, হাতিরপুলে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন আরো কত কী। কিন্তু কিছুই ভোগ করে যেতে পারেননি। রেখে যেতে পারেননি উত্তরাধিকার। এখন সেই সম্পদ চলে গেছে অন্যের হাতে।



আশির দশকের শেষ ভাগে এবং নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন নামজাদা ক্যাডার ছিলেন। তিনি খ্যাতিমান ছিলেন 'ডগ শিশির' হিসেবে। শিশির কাঁটাবনে পশু-পাখির মার্কেটে গিয়েছিলেন চাঁদা আনতে। এখানকার ব্যবসায়ীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাডারদের নিয়মিত চাঁদা দিতেন। একদিন শিশির চাঁদা পাননি বা প্রত্যাশা অনুযায়ী পাননি। তাই রাগ করে দোকান থেকে একটি বিদেশি কুকুর নিয়ে চলে এসেছিলেন। তারপর সেই কুকুর তার সঙ্গী হয়ে ওঠে। মোটরসাইকেলের পেছনে সেই কুকুর নিয়ে পুরো ক্যাম্পাস ঘুরে বেড়াতেন। রসিক শিক্ষার্থীরা তাকে 'ডগ শিশির' নামে ডাকতে শুরু করেন। এভাবে একদা গ্রাম থেকে আসা শিশির আসল নামের সঙ্গে 'ডগ' উপাধি অর্জন করে 'ডগ শিশির' নামেই অমর হয়ে রইলেন।

সম্প্রতি আরো একজন এমন উপাধিপ্রাপ্ত গুণধর ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। তার আসল নাম মনিরুল ইসলাম। পেশা স্বর্ণ ও গাড়ি ব্যবসায়ী। সেলসম্যান থেকে হাজার কোটি টাকার সম্পদের মালিক হওয়া মনির এখন খ্যাতি অর্জন করেছেন 'গোল্ডেন মনির' হিসেবে। একেবারেই সোনার ছেলে। তিনি দুবাইয়ে পাড়ি দেওয়ার জন্য সব ব্যবস্থা পাকা করেছিলেন। কিন্তু বেরসিক যাঁব তার বাসায় অভিযান চালিয়ে সম্প্রতি তাকে গ্রেফতার করে।

কী সুন্দর সিনেমার নায়কের মতো তার জীবনকাহিনি! নব্বইয়ের দশকে গাউছিয়া মার্কেটের একটি কাপড়ের দোকানের সেলসম্যান হিসেবে কাজ করতেন মনির। এরপর রাজধানীর মৌচাকের একটি ক্রোকারিজ দোকানে তিনি কাজ নেন। সে সময় এক লাগেজ ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরিচয় হলে মনির লাগেজ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হন। ঢাকা-সিঙ্গাপুর-ভারত–এই রুটে তিনি প্রথমে লাগেজে করে কাপড়, কসমেটিক, ইলেকট্রনিকস, কম্পিউটার সামগ্রী, মোবাইল, ঘড়িসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে আনা-নেওয়া করতেন। এই কাজগুলো করতে করতে তিনি লাগেজে স্বর্ণ চোরাচালানে জড়িয়ে পড়েন। বায়তুল মোকাররমে একটি জুয়েলারি দোকান দেন, যা তার এই চোরাকারবারি কাজে সাহায্য করে। সময়ের ব্যবধানে মনির বড় ধরনের স্বর্ণ চোরাচালানকারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তার নাম হয়ে যায় গোল্ডেন মনির। চোরাচালানের দায়ে ২০০৭ সালে বিশেষ ক্ষমতা আইনে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়। শুধু তাই নয়, ২০০১ সালে তৎকালীন প্রভাবশালী মন্ত্রী, গণপূর্ত ও রাজউকের কর্মকর্তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করে তিনি রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ভূমি জালিয়াতি শুরু করেন। রাজধানীর বাড্ডা এলাকার রাজউকের ডিআইটি প্রজেক্টে প্রতারণার মাধ্যমে অনেক প্লট নিজস্ব করে নেন। এভাবে রাজউক থেকে প্লট-সংক্রান্ত সরকারি নথিপত্র চুরি করে এবং অবৈধভাবে রাজউকের বিভিন্ন কর্মকর্তার দাপ্তরিক সিল ব্যবহার করে রাজউক পূর্বাচল, বাড্ডা, নিকুঞ্জ, উত্তরা ও কেরানীগঞ্জে বিপুলসংখ্যক প্লট করেন।

অভিযোগ আছে, তিনি বর্তমানে নামে-বেনামে দুই শতাধিক প্লটের অধিকারী হয়েছেন। গোল্ডেন মনির আসলেই গোল্ডেনম্যান। এভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে সামান্য থেকে অসামান্য হওয়াটা চাট্টিখানি কথা নয়। আমরা যে দিন-রাত পরিশ্রম করি, সারাক্ষণ আচ্ছন্নের মতো ছুটে বেড়াই, সে তো জীবনে অর্থ-বিত্ত-প্রতিষ্ঠার জন্যই। কিন্তু কজন তা পারি? মনির সেটা করতে পেরেছেন। তিনি 'ডগ' কিংবা 'মুরগি' নন, উপাধিটাও পেয়েছেন বেশ লাগসই। 'গোল্ডেন মনির'।

গোল্ডেন মনিরকে পাকড়াও করা মোটেও উচিত হয়নি। তিনি সমাজে সাফল্যের একটা দৃষ্টান্তে পরিণত হচ্ছিলেন। প্লট-সংক্রান্ত সরকারি নথিপত্র চুরি করে এবং অবৈধভাবে রাজউকের বিভিন্ন কর্মকর্তার দাপ্তরিক সিল ব্যবহার করে রাজউক, পূর্বাচল, বাড্ডা, নিকুঞ্জ, উত্তরা ও কেরানীগঞ্জে বিপুলসংখ্যক প্লট বাগিয়ে নেওয়াটা মোটেও সহজ কাজ নয়। এমন দৃষ্টান্ত অতীতে কেউ দেখাতে পেরেছেন বলেও শোনা যায়নি। তাকে আরো বেশি সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। আর শুধু সোনা নয়, তাকে হীরার ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। হীরা নিয়ে কায়কারবার করলে তার উপাধিটা 'ডায়মন্ড মনির' হতে পারত। একটা মানুষের সম্ভাবনাকে এভাবে অঙ্কুরে ধ্বংস করে দেওয়ার কোনো মানে থাকতে পারে না!

হতাশাবাদীরা যতই হা-হুতাশ করুক, আমাদের দেশ কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় বিস্ময়করভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। মুরগি মিলন, ডগ শিশির, লেদার লিটন, কালা জাহাঙ্গীর কিংবা গোল্ডেন মনিরদের সৃষ্টি ও বিকাশের ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি ঈর্ষণীয়। এমন জিরো থেকে হিরো হওয়া ব্যক্তিদের জন্ম-বিকাশের উদার লীলাভূমি পৃথিবীতে খুঁজে দ্বিতীয়টি আর মিলবে বলে মনে হয় না। এ দেশের সর্বত্র এখন গোল্ডেন মনিরদের চাষ হচ্ছে। প্রতিদিনই সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত হচ্ছে তাদের বীরত্ব, তাদের অসাধারণত্ব, সামান্য থেকে অসামান্য হওয়ার দুর্দান্ত সব গল্প। রূপকথার নায়ক বলুন, অলৌকিক মানুষ বলুন আর মহাপুরুষই বলুন, একালে গোল্ডেন মনিররাই সবকিছু। রাজধানীতে, বন্দরনগরীতে, জেলা শহরে, গ্রামগঞ্জে–সবখানে তাদের বাড়বাড়ন্ত। তাদের কেউ কেউ গণতন্ত্রের সৈনিক সেজে বুলি কপচাচ্ছে, মাননীয় নেতানেত্রীদের সঙ্গে ছবি তুলছে, সেই ছবি পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। তারপর এই তারাই নিরীহ লোকজনের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, জমি দখল করছে, ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করছে, অপহরণ করছে, ধর্ষণ করছে, নেশায় বুঁদ হয়ে থাকছে, প্রতিপক্ষের এক-দুই জন রাজনৈতিক কর্মীকে অবলীলায় নিজের হাতে খুন করছে, দলের মধ্যে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলে তাকে নির্দ্বিধায় হত্যা করছে।

প্রোডাকশন বেশি হয়ে গেলে নাকি সাপ্লাই বাড়িয়ে দিতে হয়। এজন্য মাঝেমধ্যে গুদাম খালি করতে হয়। এই গুদাম খালির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে র‍্যাবকে। মাঝে মাঝে দু-চারজনকে ধরে গারদে পোড়া হচ্ছে। দু-চারজনকে বিদেশে কিংবা যমালয়েও পাঠানো হচ্ছে। সেই ঘাটতি সঙ্গে সঙ্গেই পূরণ হয়ে যাচ্ছে। কারণ দেশে এমন 'গোল্ডেন মনির' তৈরির মেশিন সারাক্ষণই পূর্ণ শক্তিতে কাজ করে যাচ্ছে!

লেখক: রম্যরচয়িতা

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

ASC of NY

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।





CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও **HHA** সার্টিফিকেট থাকলে আপনি
আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি **HHA** অথবা **PCA** হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?
তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP *প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।*

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency
by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

মেট্রোপলিটন লার্নিং ইন্সটিটিউট, ইন্ক

নিউইয়র্ক ষ্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
কাউন্সিল অন অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এডক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত
একটি অলাভজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আমাদের প্রোগ্রাম সমূহ:
(সিওই অনুমোদিত এবং ফিন্যানসিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত)

- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট
- একাউন্টিং এসিস্টেন্ট
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ মেডিকেল বিলিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ বুককিপিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ ইংলিশ (শুধুমাত্র ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)
- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট - সংক্ষিপ্ত (শুধুমাত্র প্রধান এবং ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)

শর্ট প্রোগ্রাম
(সিওই অনুমোদিত তবে ফিন্যানসিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত নয়)

- নার্স এসিস্টেন্ট / এইড (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- পেসেন্ট কেয়ার টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ফ্লেবোটমি টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ইকেজি টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)



সুবিধাজসক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশ: সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশ: বিকাল ৫:১৫ টা থেকে রাত ১০:১৫টা

শনি ও রবিবার (শুধুমাত্র শর্ট প্রোগ্রামের জন্য)
সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা

রয়েছে জব প্লেসমেন্ট সুবিধা
ফিনান্সিয়াল এইড
যোগ্যদের জন্য রয়েছে ফিনান্সিয়াল এইড সুবিধা

ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ (ESL)
(২য় ভাষা হিসাবে ইংরেজি) - লেভিল ওয়ান টু এইট

যোগাযোগ:
ডা. মাসুদুল হাসান
ডিরেক্টর মেডিকেল প্রোগ্রাম,
রিগোপার্ক শাখা

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.gettraining.org

প্রধান ক্যাম্পাস
৯৭-৭৭ কুইন্স বুলোভার্ড (৯ম তলা)
রিগো পার্ক, নিউইয়র্ক ১১৩৭৮
ফোন: ৭১৮-৮৯৭-০৪৮২

এক্সটেনশন ক্যাম্পাস
৫৬০ ৫৯ স্ট্রীট, ৫ম এভিনিউ
ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক ১১২২০
ফোন: ৭১৮-৪৯২-২১২০

তাসলিমা খান - ৩৪৭-৮৩৬-২২২৬
খালেদা পারভিন - ৯২৯-৩০১-৯২৭৫
কাউসার জাহান - ৯১৭-৩৪০-৪৩৫৯

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী রায়

আমেরিকান জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ



রেহানুজ্জামান

মনে পড়ে যায় ছোট বেলার কথা। যখন ভোটাভুটি আসত গ্রাম অঞ্চলের বা শহরতলীর মানুষের মধ্যে অন্যরকম এক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যেত। হউক না জাতীয় বা লোকাল যেকোনো নির্বাচন। নির্বাচন ঘিরে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে প্রার্থীর পক্ষে বিপক্ষে কর্মিরা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যেতেন। প্রার্থীকে নিয়ে মিটিং মিছিল সভা সেমিনার করতেন, রং বে রং পোষ্টারিং করতেন, ছন্দেবন্ধে স্লোগানে মেতে উঠতেন। প্রার্থী সে যে-ই হউক তাকে সুবোধ বানিয়ে এলাকার জনগণের সম্মুখে তুলে ধরা হতো। তবে সচেতন নাগরিকরা যাচাই বাছাই করেই তাদের ভোট প্রয়োগ করতেন। আমাদের দেশে নির্বাচন নিয়ে অনেক অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। নির্বাচনের দিন কেন্দ্র দখল, জাল ভোটের প্রয়োগ, উৎকোচ বিনিময়ে ভোট ক্রয় করা, ভোট জালিয়াতি করা, পেশী শক্তি ব্যবহার করে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে বিজয় ছিনিয়ে নেওয়ার ও ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতমুলক আচরণের পাহাড়সম অভিযোগ থাকে। একেবারে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হলেও পরাজিত পক্ষ থেকে কারচুপির অভিযোগ থাকে।

আমেরিকায় দুই হাজার টুয়েন্টি সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাংলাদেশী নির্বাচনী হাওয়া অনুভূত হয়েছে। উপরোল্লিখিত বর্ণনাই বাংলাদেশের নির্বাচনী চিত্র ও সংস্কৃতি। আমেরিকা যেমন আয়তনের দিক দিয়ে অনেক বড় তেমনি তার ক্ষমতা, প্রযুক্তি ও অর্থের দিক দিয়ে বিশ্বসেরা একটি দেশ। তার সমকক্ষ দ্বিতীয় কোন দেশ নেই। তাই বিশ্বের কোন দেশে অঘটন ঘটে গেলেই আমেরিকা নাক গলায় বা মাতব্বরি করে বলতে হবে তাকে করতেই হয়।

গত ৩ নভেম্বর আমেরিকাতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন খুব সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। একজন প্রেসিডেন্ট চার বৎসর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর পর-ই এ দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেহেতু পঞ্চাশটা রাজ্যের একটি দেশ সে দেশে ২৩ কোটি ভোটার কম কথা নয়! বিধায় আগাম ভোট প্রদানের দুটি ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রে গিয়ে আগাম ভোট প্রদান করা বা ডাক যোগে ভোট প্রদান করা। কারণ যান্ত্রিক যুগে, যান্ত্রিক দেশে মানুষের কর্মব্যস্ততা এত বেশি যে নির্ধারিত দিনে একসাথে এত মানুষের ভিড় সামাল দেওয়া সম্ভবপর নয় বিধায় নির্ধারিত তারিখের সপ্তাখানেক পূর্ব থেকেই ভোট প্রদানের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। আমার দেখা আমেরিকার ৩৫ বৎসরের জীবনে এভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে মানুষকে ভোট দিতে দেখিনি।

বাংলাদেশী-আমেরিকান বংশোদ্ভূত মেয়ের প্রথম ভোট একসাথে কেন্দ্রে গিয়ে প্রদান করে মেয়েটির জন্য সবাই চিয়ার্স আপ করেছে। আমরা খুব আনন্দিত হয়েছি।

মা তার দুধের শিশুকে ষ্ট্রলারে করে, পঙ্গু ব্যক্তিদেরকে হুইলচেয়ার করে, এমনকি ১৮ বৎসরের যুবক-যুবতী থেকে ৯৫ বৎসরের বয়স্কদেরও কে কেন্দ্রে এসে ভোট প্রয়োগ করতে দেখা গেছে। আর্লি ভোটে ও নির্ধারিত দিনে এতো লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে এর আগে কখনো দেখা যায়নি, এবার তা প্রত্যক্ষ করা গেল। এই করোনাকালেও অনেক বাঁধাবিপত্তি উপেক্ষা করে এবারের নির্বাচনে প্রচুর ভোটাররা অংশগ্রহণ করেছে প্রায় ৬৩%শতাংশ ভোটার তাদের ভোট কাষ্ট করেছেন। যদিও এ দেশে ক্ষমতাসীন বা বিরোধী দলের প্রার্থীর পক্ষে আমাদের দেশের মতো মাঠে ময়দানে মাইক লাগিয়ে সভা সেমিনার মিটিং মিছিলে পক্ষে বিপক্ষে তুলোধুনো করার তেমন কোন সুযোগ নেই। একেবারে যে হয়না তা নয় কিন্তু, প্রচার প্রচারণা একেবারে সীমিত আকারে হয়ে থাকে। একমাত্র মাধ্যম প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিকস মিডিয়া। মিডিয়ার মাধ্যমে দেশের সচেতন নাগরিকরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন এতদিনে দেশের আভ্যন্তরে কি অবস্থা বিরাজ করছে। রাজার দোষে, রাজ্য যে নষ্ট হয় আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্টের কার্যক্রম তারই বাস্তব প্রমাণ।

চার বছর ধরে এমন এক প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউসে আসিন আছেন যিনি তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে যাচ্ছেতাই করে গেছেন। তার অসংলগ্ন কথাবার্তা আচার-আচরণের মাধ্যমে আমেরিকান জনগণের মধ্যে বিভাজন তৈরি করেছেন। বর্ণবাদকে মদদ দিয়ে সাদা আধিপত্যবাদের শক্তি যুগিয়েছেন, বর্ণবাদের দেয়ালের ভিতকে আরোও মজবুত করেছেন। নাগরিক অধিকারের উপর বেপরোয়া আক্রমণ চালিয়েছেন, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার কেড়েছেন, অভিবাসীদের প্রতি ঘৃণার মনোভাব তৈরি করেছেন, মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়েছেন। ক্ষমতার মসনদে বসার সাথে সাথেই বিশেষ কয়েকটি মুসলিম দেশের অভিবাসীদের উপর নজরদারি শুরু করে দেন তাদেরকে ইউ এস ভ্রমণে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তেল আবিব থেকে ইউ এস অ্যাম্বাসী জেরুজালেমে স্থানান্তরিত করার ঘোষণা দিয়ে ফিলিস্তিনি জনগণের অস্তিত্বে তথা মুসলিম উম্মার উপর আঘাত করেছেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা অর্থনৈতিক অবস্থায় ধাপট বাড়াতে গিয়ে বিপদ ডেকে এনেছেন। বিশেষ করে চীনের বিরুদ্ধে বানিজ্যিক আগ্রাসন তীব্র করতে জিগির তুলেছেন। ট্রাম্পের প্রেস কনফারেন্সে সাংবাদিকদের সাথে শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ অব্যাহত রেখেছেন। অপমানিত লাঞ্ছিত করে বের করে দিয়েছেন। ফেক নিউজ বলে ভর্ৎসনা করেছেন। তার এ শিশুসুলভ আচরণে নিজেকে হাসির পাত্র বানিয়েছেন। এমনকি তার কেবিনেটের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, সম্মানীয় ব্যক্তিদেরকে তার সাথে মতবিরোধের কারণে অযোগ্যতার দোহাই দিয়ে অপমানিত করে বরখাস্ত করার হিড়িক অব্যাহত রেখেছেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রতিনিয়ত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সত্যকে পদদলিত করেছেন। তার মিথ্যার ছড়ানোর ধরনও গোয়েবলসকে হার মানিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সবচেয়ে বেশী ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন করোনা মহামারী মোকাবেলায়। সঠিক সময়ে প্রদক্ষেপ না নেওয়া উপহাসের সুরে উড়িয়ে দিয়ে ভাইরাসকে তিনি আরোও আত্মঘাতী করে তুলেছেন। সেই উপহাসের খেসারত দেশের দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার জনগণ প্রাণ দিয়েছেন, আজও শোধ করতে হচ্ছে। সিডিশি প্রধান এন্থনি ফাউসির সাথে মতবিরোধে জড়িয়ে করোনা মহামারী পরিস্থিতিকে আরোও ঘোলাটে করে তুলেছেন।

ট্রাম্পে তার বিদায় মুহূর্তে মার্কিন জনগণকে করোনা পরিস্থিতিকে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুকিতে রেখে যাচ্ছেন। বিধ্বস্ত অর্থনৈতি রেখে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে করোনা মহামারীতে প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। সিডিসি-এর ভাষ্যমতে তার ইস্তফার পূর্বেই আরও এক লক্ষ প্রাণ ঝরে পড়ার আশংকা করছেন। সেই দুষ্ট রাজার কবল থেকে দেশমুক্ত করতে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে দেশের জনগণ পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এবারের নির্বাচনের রায় দেশের জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। দেশের জনগণ ভোটের মাধ্যমে বিপ্লব ঘটিয়ে পরিবর্তন ঘটালো। আর নির্বাচনে এমন এক প্রেসিডেন্টের পরাজয়ে বিশ্বে তথা আমেরিকান জনগণের জন্য শুভসংবাদ বহে এনেছে।

ট্রাম্প তার নগ্ন হাত প্রসারিত করেছিলেন নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বাধা দেবার। করোনা পরিস্থিতিতে মেইল ইন ভোটে বাধা দেওয়ার চেষ্টা, ইউএস ডাক ব্যবস্থার উপর অনাস্থা প্রকাশ করেন, ভোট গণনায় বাধা প্রদান করে স্থগিত রাখার দাবি করেন, নির্বাচন চলাকালীন সময় নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করার চেষ্টা করেন, এখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি পরাজয় মেনে নিতে প্রস্তুত নন।ট্রাম্প শিবির থেকে নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য মামলা করা হয় যাতে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে টেনে কোর্ট মুখি করা যায়। তিনি মনে করছেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা বেশি কারণ সেখানে তার মনোনীত বিচারকরাই বেশি।

ইতিমধ্যেই নির্বাচনের চুড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা হয়ে গেছে জো বাইডেনের ইলেক্টোরেল ভোট ৩০৬ পেয়ে প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট হয়েছেন ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ২৩২ ভোটে পরাজিত হয়েছেন। জো বাইডেন পপুলার ভোট পেয়েছেন ৭৯,৮১৬,৫৫৭ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পপুলার ভোট পেয়েছেন ৭৩,৭৮১,৬০৩ ভোট। বিধি অনুযায়ী নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে চলমান প্রেসিডেন্ট ও তার দল শুভেচ্ছা জানানোর কথা কিন্তু তাহারা তা না করে ফলাফল বানচাল করার জন্য পায়তারা চালিয়ে যাচ্ছেন। নজিরবিহীনভাবে রিপাবলিক পার্টির কোন গুরুত্বপূর্ণ নেতাই সে পথে পা বাড়াননি। একমাত্র সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সাহস করে সত্যকে তুলে ধরে জো বাইডেনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পাশাপাশি বলেছেন নির্বাচন স্বচ্ছ হয়েছে এবং এই ফলাফলকে মেনে নেওয়ার আহবান জানান। একটি স্বচ্ছ নির্বাচনকে প্রমাণবিহীন কারচুপির অভিযোগ এনে ফলফলের মুড় ঘুরিয়ে নিয়ে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিই মুখ খুলে আলোচনায় আসতে চাচ্ছেন না এতে প্রমাণিত হয় এখানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রভাবই সবচেয়ে বেশী পার্টি তার ই কব্জায়। প্রেসিডেন্ট মনের সুখে গল্ফ খেলছেন এবং নির্বাচনে রিগিং হয়েছে বলে অবিরাম টুইট করেই চলছেন। এই মুহূর্তে কভিড ১৯ ভাইরাস আবারও আমেরিকার চল্লিশটির বেশি অঙ্গ রাজ্যেতে সংক্রমণ ভয়াবহতম রূরূপ নিয়েছে। দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা পূর্বের রেকর্ড ছড়িয়ে যাচ্ছে এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা আগামী বৎসরের প্রথমার্ধেই আরও লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারাবে। প্রেসিডেন্টের কিন্তু সেদিকে কোন লক্ষ্যই নেই তিনি মুখ গোমরা করে বসেই আছেন।

পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে দেশে জনগণের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।নির্বাচনের পর থেকে জনসম্মুখে তেমন একটা আসছেন না। ভাবখানা এমন দেশ গোল্লায় যাক আমি আমার হোয়াইট হাউস চাই। প্রশাসনের সদস্যদের প্রতি বাইদেনের টিমকে সহযোগিতা না করার নির্দেশ দিয়েছেন। নির্বাচনে পরাজয় স্বীকার করতে এখনো রাজি নন।বরং আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া ও দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধানোর জন্য তার টিমকে প্রস্তুত রেখেছেন। রিপাবলিকান পার্টির অধিকাংশ নেতারা তার সঙ্গেই আছেন। দু'একজন ছাড়া অধিকাংশই নির্বাচনের ফলাফলকে অস্বীকার করছেন। এই অবস্থায় জানুয়ারী মাসের বিশ তারিখ আমেরিকান প্রেসিডেন্সি হস্তান্তর প্রক্রিয়া খুব জটিল আকার ধারণ করতে পারে বলে মনে হচ্ছে। অন্যদিকে জো বাইডেন সক্রিয় হয়েছেন প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায়। জো বাইডেন তার কেবিনেটে প্রশাসনিক কাজে দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ দানে টিমের সাথে পরামর্শ চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে কয়েকজনের নাম প্রকাশ করেছেন। করোনা মহামারী মোকাবিলায় একটি টাস্ক ফোর্স ও গঠন করেছেন। বাইডেন হোয়াইট হাউসে যোগ দেওয়ার সাথে সাথেই করোনা মোকাবেলায় কাজ শুরু করবেন। বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে অর্থনীতিবিদদের সাথে দফায় দফায় আলোচনা করে কর্মসূচি তৈরী করেছেন তিনি। এই সক্রিয়তার মাধ্যমে বাইডেন ইঙ্গিত দিচ্ছেন ট্রাম্প যা-ই করুন নির্ধারিত সময়েই কাজ শুরু করে দিবেন ভাবি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

নির্বাচনের চুড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা হয়ে গেছে জো বাইডেনের ইলেক্টোরেল ভোট ৩০৬ পেয়ে প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট হয়েছেন ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ২৩২ ভোটে পরাজিত হয়েছেন। জো বাইডেন পপুলার ভোট পেয়েছেন ৭৯,৮১৬,৫৫৭ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পপুলার ভোট পেয়েছেন ৭৩,৭৮১,৬০৩ ভোট।

পার্কচেস্টার জামে

(শেষের পাতার পর)

দৃষ্টি কারে। পার্কচেস্টার সাবওয়ে সংলগ্ন ভার্জিনিয়া এভিনিউএর উপর নির্মিত চারতলা ভবনটি বলা যায় একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ ইসলামী সেন্টার। প্রায় দু' হাজার মুসুল্লি এখানে একত্রে নামাজ আদায় করতে পারেন। এখানে সপ্তাহের শনি-রোববার ছেলেমেয়েদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। আছে জুন-জুলাই মাসে সামার স্কুল যেখানে শিশু সহ বয়স্কদেরও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। মসজিদটিতে আছে একটি ফুল সার্ভিস ফিউনারেল ব্যবস্থা যা অনেক মসজিদেই নেই। বলা যায় ওয়ান স্টপ সার্ভিস। আছে নিজস্ব হিমাগার যেখানে দুটি লাশ সংরক্ষণ করা যায়। আরো আছে নিজস্ব শীততাপ নিয়ন্ত্রিত লাশ পরিবহনের গাড়ী। কেউ কোন মৃতদেহের সৎকার করতে চাইলে মসজিদ কর্তৃপক্ষকে দ্বায়িত্ব দিলে হাসপাতাল থেকে লাশ মসজিদে আনা, মৃতের গোসল, জানাজা এবং নিউজার্সীর স্টেট মেমোরিয়াল পার্কে লাশ দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। লাশ দেশে নিতে চাইলে মসজিদের ফিউনারেল গাড়ীতে এয়ারপোর্টে লাশ পৌছে দেয়া হয়। মসজিদের লোক দ্বারা লাশের গোসল দেয়া হয় এজন্য কোন অর্থ দিতে হয়না।সামর্থহীনদের কাফনের কাপড়ও মসজিদের পক্ষ থেকে ফ্রি দেয়া হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য মসজিদটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে মামলার বেড়াজাল থেকে যেন বেরোতেই পারছেনা।প্রায় প্রতিটি কার্যকরি কমিটির নামে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ড় গিয়ে গড়ায়।

মসজিদের বর্তমান কমিটি একক প্যানেল কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়াই প্রায় আট মাস আগে নির্বাচিত হয়।কিন্তু বর্তমান কমিটির সভাপতি -সাধারণ সম্পাদকের দ্বন্দ্বে মসজিদের নিয়মিত কার্যক্রম বলা চলে স্হবির হয়ে আছে।মসজিদের অর্থ উত্তোলনের ক্ষমতা সভাপতি,সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের যে কোন দুজনের স্বাক্ষরে অর্থ উত্তোলনের নিয়ম থাকলেও জানা গেছে সভাপতির একক সিদ্ধান্ড়ে সাধারণ সম্পাদকের এই ক্ষমতা বাতিল করা হয়েছে।এজন্য বর্তমানে মসজিদের আয়ের কোন অর্থ ব্যাংকে জমা না রেখে তা সহ কোষাধ্যক্ষের জিম্মায় রাখা হচ্ছে সাধারন সম্পাদকের নির্দেশে।মসজিদের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক সভাপতির বির"দ্ধে আর্থিক অনিয়মেরও আংগুল তুলছেন। কার্যকরি কমিটির সভাপতি মোশতাক আহমেদ চৌধুরি সাধারন সম্পাদক আম্বিয়া মিয়া সহ অন্যান্যদের বির"দ্ধে নির্বাচনী অনিয়ম ,আর্থিক কেলেংকারী সহ নানা অভিযোগের প্রতিকারের জন্য লিখিত ভাবে ট্রাস্টিবোর্ড বরাবরে অভিযোগ করেছেন।ট্রাস্টি বোর্ড আগামী ১ ডিসেম্বর সভাপতি,সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষকে পৃথক পৃথক সময়ে তাদের বক্তব্য প্রদানের জন্য সময় নির্ধারন করে দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে সভাপতির বক্তব্য জানতেচাওয়া হলে তিনি বাংলা পত্রিকাকে বলেন,আমাদের মধ্যে কিছু মতবিরোধ হয়েছে।তা নিরসনের জন্য ট্রাস্টি বোড্রের কাছে একটি চিঠি দিয়েছি।আশা করছি তারা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন।ট্রাস্টি বোড্রের কাছে কোন বিষয়ের প্রতিকার চেয়েছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন এতে গত নির্বাচনের ব্যাপারে কিছু অনিয়মের কথা আছে।আর্থিক কোন অনিয়মের কথা উলেখ করেছেন কিনা এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন ,আমার চিঠিতে সব কিছুই আছে।ট্রাস্টি বোর্ড তা রিভিও করলে সব জানতে পারবেন।সাধারন সম্পাদকের চেকে সই করার ক্ষমতা বাতিল করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি তা স্বীকার করে বলেন,এ ব্যাপারে আমার একক সিদ্ধান্ড়েকিছু হয়নি।সকলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ড়ে মসজিদের স্বার্থ রক্ষায় যা করা উচিৎ তা আমাকে করতে হয়েছে।

সাধারন সম্পাদকের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন,প্রেসিডেন্টের বিভিন্ন কর্ম কান্ডের প্রতি আমাদের অভিযোগ রয়েছে।এর মাঝে আর্থিক অনিয়মও অন্যতম।মসজিদের গঠনতন্ত্র অনুসারে সাধারন সম্পাদক হিসাবে চেক সই করা আমার অধিকার থাকলেও সভাপতি তার একক সিদ্ধান্ড়ে তা বাতিল করেছেন।এছাড়াও নানা আর্থিক অনিয়ম রয়েছে তার বির"দ্ধে যা আমি আগামী মঙ্গলবার ট্রাস্টি বোড্রের কাছে তুলে ধরবো।

সাত সদস্য বিশিস্ট ট্রাস্টি বোড্রের অন্যতম সদস্য সিরাজ উদ্দীন সোহাগের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি সভাপতির আবেদনের সত্যতা স্বীকার করে বলেন,আমরা সভাপতি,সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের বক্তব্য জানার জন্য তাদের প্রত্যেককেই পৃথক পৃথক সময়ে আসতে বলেছি।মসজিদের অভিভাবক হিসাবে ট্রাস্টি বোর্ড নিরপেক্ষভাবে সব খতিয়ে দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ড়ে নেবে।আমরা কারো পক্ষে বা বিপক্ষে নই।আমরা নিরপেক্ষ ভাবে সকল অনিয়ম খতিয়ে দেখবো এবং মসজিদের স্বার্থ রক্ষায় সব ধরনের অনিয়মের বির"দ্ধে আমাদের অবস্হান হবে কঠোর।

মসজিদ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ড় বার বার কমিটির বির"দ্ধে আর্থিক অনিয়ম সহ নানা অভিযোগ উঠায় নিয়মিত মুসুলিরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।আলাহর ঘর মসজিদের জন্য সাধারন মুসুলিদের দেয়া অনুদান একটা পবিত্র আমানত।এগুলি নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে তাদের বির"দ্ধে কঠোর ব্যবস্হা নেবার জন্য ট্রাস্টি বোড্রের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন সাধারণ মুসুলিরা।

এলোমেলো ভাবনা

(শেষের পাতার পর)

হাউস ছেড়ে যেতে রাজি হয়েছেন। বলেছেন বাইডেন ইলেক্টোরাল ভোটে জিতে গেলে তিনি চলে যাবেন। তবে পরাজয় মেনে নেবেন না।এটা নাকি তাঁর জন্য বড্ড কঠিন কাজ। আসল কথা হচ্ছে তিনি মাত্র এক মেয়াদের প্রেসিডেন্ট এটা তিনি হজম করতে পারছেন না। তিনি নিশ্চিত ছিলেন দ্বিতীয় মেয়াদেও তিনি সহজে জিতে আসবেন।

-এটা ঠিক পেন্ডামিক না এলে তিনি আবার জয়লাভ করতেন। তবে তিনি ঠিক বলেছেন। আর কিছু না হলেও নির্বাচনের পর এই একটি সত্যি বলেছেন। পরাজয় মানা আসলেই কঠিন কাজ। জীবনে যিনি হারতে শিখেন নি তাঁর কাছে এটা আরো কঠিনতর! শোয়েব যোগ করলো।

তাঁর নতুন আবদার শুনেছো?

কিসের আবদার, সেটা আবার কি?

-তাঁর নতুন দাবী হচ্ছে বাইডেন যে ৮ কোটির বেশী ভোট পেয়েছেন এগুলোর প্রমাণ দিতে পারলে তবেই বাইডেনকে হোয়াইট হাউসে ঢুকতে দেয়া হবে!

তা বাইডেন এই প্রমাণটা কেমনে দিবেন। তিনি এক কাজ করতে পারেন প্রেসিডেন্টের সান্তনার জন্য সব ভোট একত্র করে বিশাল লরির একটি বহর হোয়াইট হাউসে পাঠিয়ে দিতে পারেন। ৮ কোটি ভোটতো অনেক গুলো বড্ড ট্রাক লাগবে। প্রেসিডেন্ট তাঁর পরিবার নিয়ে এগুলো ধীরে সুস্থে গুনে নেবেন। একটু সময় লাগবে এই যা। কি বলো?

-হ্যাঁ তা হতে পারে। তবে এ দায়িত্ব কিন্তু বাইডেনের নয়। বাইডেন যেসব রাজ্যে জয়লাভ করেছেন সেই রাজ্যগুলো চাইলে এমনটা করতে পারে! কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ...।

আবার কি সমস্যা?

-মানে, হোয়াইট হাউস মুখী লরির বিশাল বহর দেখে তিনি হয়তো ঘাবড়ে যেতে পারেন। তখন

পাল্টা টুইটে বলতে পারেন থামো, আর দরকার নেই এসবের।

শোন, একটা বিষয় বুঝতে পারছি না এই এতো কিছু

ঘটে চলেছে কিন্তু সিনেটের মেজরেটি লিডার মিচ ম্যাক কর্ণেল এতো নিরব কেন?

-এটা রহস্যময় ব্যাপার। তবে আমার মনে হয় তিনি ঘরে বসে বসে তসবিহ পাঠ করছেন যাতে তাঁর

সিনেটের নেতৃত্বটা রক্ষা হয়!

আচ্ছা শুনলাম পেনসেলভেনিয়ার তৃতীয় সার্কিট কোর্ট গতকাল প্রেসিডেন্টের আপিল খারিজ করে দিয়েছেন।ফেডারল আপিল আদালতের তিন বিচারকই বলেছেন বাদীর আবেদন সুনির্দিষ্ট নয় এবং স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। এই তিনজন বিচারক রিপাবলিকানরা নিয়োগ দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে একজনকে নাকি প্রেসিডেন্ট স্বয়ং নিয়োগ দিয়েছিলেন?

-ঠিকই শুনেছো। বিচারপতিরা জুলিয়ানীর প্রতিও একটি বার্তা দিয়েছেন। আদালত বলেছেন, ভোটাররা প্রেসিডেন্ট পছন্দ করেন আইনজীবী নয়।

আজকের নিউজ শুনেছো?

কি নতুন কিছু আছে নাকি?

-কিছুক্ষণ আগে পেনসেলভেনিয়ার সুপ্রিম কোর্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আরেকটি মামলা খারিজ হয়ে গেছে!

তাই নাকি! তা কি কারনে কিছু জানো?

ট্রাম্প ক্যাম্পেইনের পক্ষে (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM Saturday-Sunday: 12PM-5PM
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

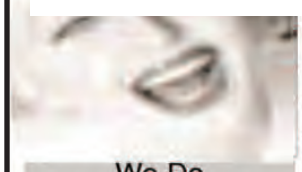
DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

ENTAL





We Do
Implant & Veneers

ার পরিবারের সবার ীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686

http://ArmanCPA.com



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation
fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights



মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট সোসাইটির ৬ কর্মকর্তার

(শেষের পাতার পর)

নতুন কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে বাকি থাকা ৬ জন কর্মকর্তা শপথ গ্রহন করেছেন। এ উপলক্ষে গত ২২ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের নিরব রেস্টুরেন্টে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শপথ নেয়া কর্মকর্তারা হলেন- মহিলা সম্পাদিকা হাদিছা বেগম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, কার্যকরী সদস্য আমিনুর রহমান (পাপ্পু), সুরনজিত পাল, কাওসার আহমেদ। এছাড়াও কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার ভিডিও কলের মধ্যে শপথ গ্রহণ করেন। তাদের শপথ পাঠ করান নব নির্বাচিত সভাপতি তজুমুল হোসেন এবং পরিচালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদদীন এসময় অন্যান্যের মধ্যে সংগঠনের সহ সভাপতি সৈয়দ আবুল কাশেম, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক সৈয়দ নাজিম উদ্দীন (পাভেল) কার্যনির্বাহী সদস্য জাহাঙ্গীর আলম ও সদস্য চৌধুরী মুমিত (তানিম) উপস্থিত ছিলেন।

রান্না করেন কামালা

(প্রথম পাতার পর)

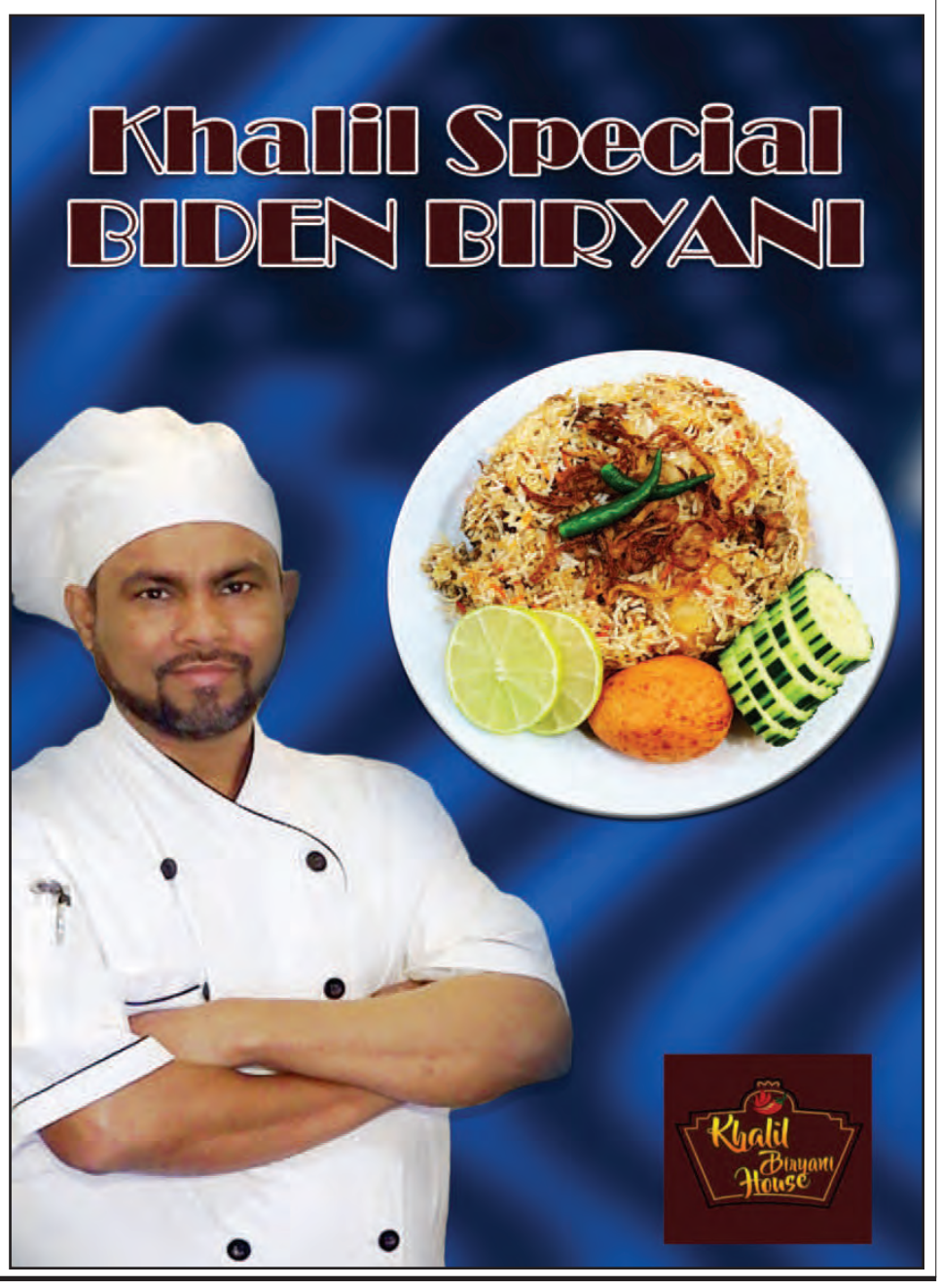
পড়বে তারও কাঁধে। তা বলে নিজের ভালোলাগাটা বিসর্জন দিচ্ছেন না কমলা হ্যারিস।

যুক্তরাষ্ট্রের সদ্য নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট। বাইরে তার নামের আগে 'ভাইস প্রেসিডেন্ট' তকমা লাগলেও ঘরে সেই আগের মতোই আছেন। বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে এখনও সব কাজ ফেলে ঢুকে পড়েন রান্নাঘরে। নিজের হাতে রান্না করেন প্রিয় খাবার। বুধবার (থ্যাঙ্কসগিভিং ডে'র আগের দিন) এমনই একটি রেসিপি শেয়ার করলেন তার নিজের ইনস্টাগ্রামে। খবর এনডিটিভির। কর্নব্রেড ড্রেসিং। থ্যাঙ্কসগিভিং ডে'র বিশেষ দিনে প্রিয় পদটা পরিবারের সবাই মিলে খুব উপভোগ করেন। আর সেটা নিজের হাতে প্রতি বছর তৈরি করেন হ্যারিস। এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় নিখুঁতভাবে তুলে ধরলেন সেই রেসিপি। ধাপে ধাপে কীভাবে কর্নব্রেড, স্পাইসি পর্ক, সসেজ, আপেল কুচি, সেলেরি, মাখন, রোজমেরি, পার্সলে দিয়ে এই পদ তৈরি করতে হয় লিখে দিয়েছেন। খবর এনডিটিভির। লিখলেন, 'এই বছর আমি আমার পরিবারের একটি প্রিয় থ্যাঙ্কসগিভিং রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আশা করি, যখনই আপনারা এই রান্নাটা করতে পারবেন, তখনই এই রান্নাটা সেই উষ্ণতা এনে দেবে, যা আমার জীবনে এনেছে। এমনকি যখন আমি প্রিয়জনদের থেকে দূরে থেকেছি, তখনও এনেছে।









বিদায় ম্যারাডোনা

স্পোর্টস ডেস্ক: জীবনের খেলা শেষ! পার্থিব সব বন্ধন কাটিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন ফুটবল ঈশ্বর দিয়েগো ম্যারাডোনা। রেখে গেলেন এক মহাকাব্যিক ইতিহাস। যাবার বেলায় কাঁদিয়ে গেলেন কোটি কোটি ভক্ত-সমর্থককে। ম্যারাডোনা শুধু ও আর্জেন্টিনা বা ও বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলারের নাম ছিল না। কোনো দেশ বা সীমানায় আটকে ছিল না তার আবির্ভাব। তিনি ছিলেন মনোমুগ্ধকারী এক বিশ্বব্রহ্মচারী।



জীবনে উৎসবের দিন, আয়োজনের দিন নির্ধারণ সম্ভব। কিন্তু অনিবার্য আঘাতের নয়। সেই আঘাতই এলো গতকাল রাতে আর্জেন্টিনার তিগ্রে থেকে। নিজের বাসায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৬০ বছর বয়সে চিরবিদায় নিয়ে গেলেন ফুটবলের অমর জাদুকর। তিনি ছিলেন ফুটবল আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। আবার ব্যক্তি মানুষ হিসেবে অনন্য এক বর্ণাঢ্য চরিত্র। অসাধারণ হয়েও তিনি হয়ে ওঠেন সাধারণ মানুষ অতি প্রিয়জন। যার সঙ্গে তাকে জীবনভর তুলনা করে গেছেন সবাই, সেই পেলে তার পরম বন্ধুর মৃত্যুতে চোখ মুছলেন- টুইটারে লিখলেন- 'একদিন আকাশে ফুটবল খেলব আমরা।' সেখানেও কি সেই তর্কটা চলবে? ফুটবল ইতিহাসে কে সেরা- ফুটবলের রাজপুত্র পেলে, নাকি ফুটবলের ঈশ্বর ও ম্যারাডোনা?

বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। কিন্তু হাসপাতালে যাওয়ার লোক তো তিনি নন। মনের জোরে ভেতরের অসুস্থতা চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। তারপরও পরিবার থেকে বুয়েন্স আয়ার্সের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জটিল অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল তার মস্তিষ্কে। একটু সুস্থ হতেই ফের বাড়ি ফেরার বায়না। আট দিন হাসপাতালে কাটিয়ে অ্যালকোহলের আসক্তি দূর করতে রিহ্যাবেও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাড়ি ফেরার জন্য খুব অস্থির হয়ে উঠেছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ম্যারাডোনা। ফুটবল পায়ে দুর্দান্ত ড্রিবলিংয়ে জীবনে কত ডিফেন্ডারকে কাটিয়েছেন, ডি-বক্সে প্রতিপক্ষকে বোকা বানিয়ে কতশত গোল করেছেন! কিন্তু এবার আর পারলেন না মৃত্যুকে ঠেকাতে। ১৯৮৬ বিশ্বকাপে তিনি মনোমুগ্ধ করে দিয়েছিলেন গোটা বিশ্বকে, যার ছোঁয়া লেগেছিল এই বাংলাদেশেও। মূলত ওই বিশ্বকাপ থেকেই, ওই প্রজন্ম থেকেই এ দেশে বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার পতাকা ওঠে ছাদে। ম্যারাডোনার ওই বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তার ও হ্যান্ড অব গড্ গোলটি আইকনিক হয়ে ওঠে। ১৯৯০ বিশ্বকাপেও তিনি আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে তুলেছিলেন। কিন্তু সেরা হতে পারেননি। ১৯৯৭ সালে ফুটবলকে বিদায় জানানোর পর কোচিং শুরু করেছিলেন। ২০০৮ থেকে ২০১০ পর্যন্ত মেসিদেরও কোচ ছিলেন। কিন্তু বিশ্বকাপ ট্রফি জেতাতে পারেননি।



আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস এক প্রতিবেদনে জানায়, ২৫ নভেম্বর বুধবার স্থানীয় সময় বিকেলে হার্ট অ্যাটাকের শিকার হন ম্যারাডোনা। এই অসুস্থতা থেকে আর ফিরতে পারেননি তিনি। এ ছাড়া সংবাদমাধ্যম কারিনও এই কিংবদন্তির মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। আর্জেন্টিনার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান ক্লাদিও তাপিয়া শোকবার্তায় বলেছেন, আমাদের কিংবদন্তির মৃত্যুতে আমরা গভীর শোকাহত। দিয়েগো আর্মান্দো ম্যারাডোনা- সব সময় তুমি আমাদের হৃদয়ে থাকবে।

আর দেখা যাবে না চিরচেনা হাসিমুখ কিংবা কোনো ডা-গআউট আর ফুটবলের মিলনমেলায়। চলে গেলেন পরপারে, রেখে গেলেন অসংখ্য স্মৃতি আর অর্জন। যে খাতা উল্টেপাল্টে দেখেও শেষ করা যাবে না। কখনও ক্লাব, কখনও নিজ দেশ আবার কখনও কোচ হয়ে- তিন অঙ্গনে ছিল তার সমান বিচরণ। জিতেছেন, জিতিয়েছেন; লিখেছেন কত রূপকথার কাব্য! এমন দিনে সেসবে চোখ দিলে হয়তো মনেও হবে না, এই ধরায় নেই আর ফুটবল ঈশ্বর।

রাতের আকাশে তাকালে আমরা যে তারাগুলো দেখতে পাই, তাদের অনেকেরই জীবন ফুরিয়ে গেছে বহু বছর আগে। আমাদের থেকে তারাগুলো এতই দূরে যে, তাদের কারও কারও আলো আমাদের এই গ্রহে এসে পৌঁছতে লেগে যায় কয়েক হাজার বছর। তাই নিভে যাওয়ার মুহূর্তেই তার শরীর থেকে যে আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে, সে আলো কয়েক হাজার বছর নেবে আমাদের এই পৃথিবীতে এসে পড়তে। ভাবলে অবাকই লাগে, হয়তো এমন অনেক মৃত তারাদের আলোতেই আজও সেজে ওঠে আমাদের গ্রহের আকাশ। তাদের মৃত্যুর পরও তাদের আলো ছুটতে থাকে মহাকাশের দীর্ঘ রাস্তা পেরিয়ে। তাই মৃত্যু মানেই অনস্তিত্ব নয়, মৃত্যু মানেই অনুপস্থিতি নয়। অন্তত নক্ষত্রদের বেলায় তো তা নয়ই। ম্যারাডোনা ফুটবলেরই তেমনই এক নক্ষত্র, যিনি সশরীরে সরে গেলেও তার আলো এসে আমাদের কাছে পৌঁছবে আরও অগণন বছর ধরে।

আর্জেন্টিনার হয়ে দীর্ঘ ক্যারিয়ার: সেই শৈশব পেরিয়ে কৈশোর, এরপর ধীরে ধীরে আরও পরিণত হওয়া। সবই যে তার ফুটবল ঘিরেই। তার মধ্যে দেশের জার্সিতে সবচেয়ে বর্ণিল সময়টা ছিল তার ১৯৮৬। ম্যাজিক্যাল একটা বছর- যে বছরটা ইতিহাসে লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। শুধু এই ম্যারাডোনার জন্যই। হয়তো রয়েছে নানা কথা, নানা বিতর্ক। কিন্তু দিন শেষে এই '৮৬-এর মধ্য দিয়েই আর্জেন্টিনাকে তিনি উপহার দেন বিশ্বকাপের সোনালি ট্রফিটা। বড় এই প্রাপ্তির সঙ্গে তার জীবনের বাঁকও বদলে যায়। যে ম্যারাডোনাকে নির্দিষ্ট একটা অঞ্চল বা একটা অংশ চিনেছিল, সেদিনের পর থেকে সারাবিশ্বের মানুষের মনে গেঁথে যায় তার নাম।

ক্লাবের জার্সিতে: ক্লাব ক্যারিয়ারে তিনি লম্বা সময় ছিলেন ন্যাপোলি আর বার্সেলোনায়। এ দুই ক্লাব ছাড়াও বোকা জুনিয়র্স, ওল্ড বয়েজ ও সেভিয়ার হয়ে মাঠ মাতিয়েছেন তিনি। তবে প্রাপ্তির মালা খুব একটা পরা হয়নি এই অঙ্গনে এসে। ন্যাপোলির হয়ে জিতেছেন দু'বার লিগ শিরোপা, একবার করে ইতালিয়ান কাপ, ইতালিয়ান সুপার কাপ আর উয়েফা কাপ। বার্সার হয়ে একটি করে স্প্যানিশ কাপ, স্প্যানিশ সুপার কাপ ও স্প্যানিশ লিগ কাপ জিতেছেন তিনি।

কোচ হিসেবে: বুটজোড়া তুলে রাখার পর ম্যারাডোনা মন দেন কোচিংয়ে। এখানটায়ও খুব একটা সফলতা পাননি। তবে অল্পদিনে বেশ কয়েকটি ক্লাবে তার পা পড়ে। যার মধ্যে ২০০৮ থেকে ২০১০ সাল অবধি আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব পালন করেন। সেখান থেকে শূন্যহাতে বিদায় নিয়ে যোগ দেন আমিরাতের ক্লাবে; সেখানেও আলো ছড়াতে ব্যর্থ হন ম্যারাডোনা। অল্পদিনের মাথায় নতুন ঠিকানা আর্জেন্টিনার ক্লাব দেপোর্তিভোর সহকারী কোচ হিসেবে। ভালো লাগেনি তার আরেকজনের অধীনে থাকতে। ছেড়ে চলে যান মেক্সিকোতে। সেখাকার নামকরা ক্লাব দোরাদোসের কোচ হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হন। কিন্তু মনের মতো দল সাজাতে না পেরে ২০১৯ সালের দিকে আবারও দেশে ফেরেন। এবার স্বদেশি ক্লাব জিমনেশিয়ার হয়ে কাজ শুরু করেন। শুরুর দিকে দলকে সেভাবে সাফল্য এনে দিতে না পারলেও সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে তার সুনাম। ক্লাবের মালিকও তাকে আপন করে নেন। তবে শরীরটা যেন আর এগোতে চায় না। যত দিন যায়, তত বাড়ে নানা ব্যাধি। সর্বশেষ মস্তিষ্কের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে যান তিনি। সেখানে সফল অস্ত্রোপচারও হয়। কিন্তু বাড়ি ফিরে আর প্রাণের ক্লাব জিমনেশিয়ায় ফেরা হয়নি ফুটবল সম্রাটের।

পারিবারিক জীবন: বুয়েন্স আয়ার্সের কাছে ছোট্ট শহর লানুসে ১৯৬০ সালের ৩০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন ম্যারাডোনা। গরিব বাবা-মায়ের ঘরে চার মেয়ের পর জন্ম নেন দিয়েগো। মাত্র আট বছর বয়সে একটি ট্যালেন্ট হান্ট প্রতিযোগিতা থেকে প্রথম ক্লাব এস্তেলা রোজা তাকে বেছে নেয়। তার পর থেকে আর কখনোই পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তার। ১৯৮৪ সালের ৭ নভেম্বর ক্লদিয়া ভিলাফানেকে বিয়ে করেন ম্যারাডোনা। তাদের সংসারে দুই কন্যা ডালমা নিরিয়া এবং জিয়ানিয়া দিনরো। কিন্তু ক্লদিয়ার সঙ্গে ২০০৪ সালে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় তার। এরপরই অনিয়ন্ত্রিত জীবন শুরু হয়। ইতালির ন্যাপোলিতে খেলার সময়ই বেশ কয়েকজন নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। বিভিন্ন সময় বান্ধবীর সঙ্গে আদালতেও যেতে হয়েছে তাকে। তবে চার্চে গিয়ে আর কাউকেই কখনও বিয়ের আংটি পরাননি। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত কোকেনে আসক্ত ছিলেন তিনি। ১৯৮৩ সালে বার্সেলোনায় খেলার সময় প্রথম ড্রাগ নিয়ে ধরা পড়েন। এক সময় ১৩০ কেজি ওজন নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাকে।

ম্যারাডোনা ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন : শেখ হাসিনা



ঢাকা ডেস্ক: ফুটবল কিংবদন্তি দিয়াগো ম্যারাডোনার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

এক শোকবার্তায় শেখ হাসিনা বলেন, 'ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই আর্জেন্টাইন খেলোয়াড় বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন এবং যুগে যুগে তার ক্রীড়া নৈপুণ্য ভবিষ্যত ফুটবল খেলোয়াদের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।'

প্রধানমন্ত্রী এই ফুটবল মহানায়কের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। উল্লেখ্য, কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে ২৫ নভেম্বর বুধবার মারা যান ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় ম্যারাডোনা। তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর।

শোকে ভাসছে ফুটবলবিশ্ব : বিদায় মহানায়ক ম্যারাডোনা

৫৮৫ ম্যাচ- ৯ শিরোপা জয়
* ৩১১ গোল- হ্যান্ড অব গড '৮৬ বিশ্বকাপে
* বিশ্বকাপ- ৪টিতে অংশগ্রহণ

স্পোর্টস ডেস্ক: 'আমি হয় সাদা নয়তো কালো। আমার জীবনে কখনোই আমি ধূসর হবো না।' কথা রেখেছেন দিয়েগো ম্যারাডোনা। জীবনের ধূসরধূলিময় পথ পেরিয়ে এসে ফুটবলের আলোকিত চৌকাঠে, নান্দনিক সৌকর্য ও শিল্পসুষমায় আমজনতার খেলাটিকে মায়াবী রূপ দিয়েছিলেন ফুটবলের রাজপুত্র ম্যারাডোনা। ফুটবল তার পায়ের স্পর্শে নৃত্যের ফোয়ারা ছোটাতো। অসুখ-বিসুখ লেগেই ছিল। তাই বলে এত তাড়াতাড়ি এই গ্রহের তাবৎ ফুটবলানুরাগীকে কাঁদিয়ে চলে যাবেন তিনি! ২৫ নভেম্বর বুধবার রাতে বাংলাদেশের মানুষ যখন নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয় নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখনই বজ্রাঘাত হয়ে আসে দুঃসংবাদ-ম্যারাডোনা আর নেই। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বুধবার মারা গেছেন মহানায়ক। তার বয়স হয়েছিল ৬০। দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন ম্যারাডোনা।

ম্যারাডোনার মৃত্যুতে দেশটির সরকার তিনদিনের শোক ঘোষণা করে। আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট আলবার্তো ফার্নান্দেস এক শোকবার্তায় বলেন, 'তিনি শুধু আমাদের আনন্দই দিয়েছেন। আমরা তার কাছে ঋণী। রাজ্যের সব দুয়ার দিয়েগোর জন্য খোলা।'



ম্যারাডোনার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এক বার্তায় তিনি বলেন, 'ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই আর্জেন্টাইন খেলোয়াড় বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন এবং যুগে যুগে তার ক্রীড়া নৈপুণ্য ভবিষ্যৎ ফুটবল খেলোয়াড়দের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।'

মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের আটদিন পর বুয়েনস আয়ার্সের হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন '৮৬ বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি ফুটবলার। এরপর তাকে ভর্তি করা হয় একটি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে। সেখানে তার চিকিৎসা চলছিল। যুক্তরাজ্য সময় ২৫ নভেম্বর বুধবার বিকেলে আর্জেন্টাইন নিউজ আউটলেট ক্লারিন প্রথম প্রচার করে ম্যারাডোনার মৃত্যুর খবর। পরে তার আইনজীবী সংবাদমাধ্যমকে জানান, বাড়িতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন 'হ্যান্ড অব গড'-এর অমর শিল্পী। মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ায় এ মাসের শুরুতে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাকে। জরুরি ভিত্তিতে অস্ত্রোপচার হয়েছিল তার। গত ১১ নভেম্বর ছাড়া পেয়েছিলেন হাসপাতাল থেকে। ম্যারাডোনার আইনজীবী মাতিয়াস মোরলা তখন বলেছিলেন, জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় পার করছেন আর্জেন্টাইন ফুটবল নক্ষত্র। কঠিনেরে ভালোবেসে শেষ পর্যন্ত অন্তর্লীন হলেন অনন্তলোকে। আকাশ থেকে খসেপড়া উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো দূরদেশে হারিয়ে গেলেন ফুটবলের জাদুকর। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ফুটবলবিশ্বে। একের পর এক শোকবার্তা আসছে। যেন শোকবার্তা নয়, আকাশে একগুচ্ছ নক্ষত্র। সেই নক্ষত্ররাজির মাঝে কোথাও নতুন বসতি গড়েছেন ম্যারাডোনা। ব্রাজিলীয় ফুটবল কিংবদন্তি পেলে থেকে শুরু করে ইংল্যান্ডের গ্যারি লিনেকার এবং আরও অনেকে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মহানায়কের মহাপ্রয়াণে।

'কালো মানিক' পেলে এক শোকবার্তায় বলেছেন, 'আশা করি, একদিন আকাশে একসঙ্গে খেলব আমরা।' ইংল্যান্ডের সাবেক স্ট্রাইকার গ্যারি লিনেকার এক টুইটবার্তায় বলেছেন, 'আর্জেন্টিনা থেকে খবর এলো ম্যারাডোনা আর নেই। আমার প্রজন্মের সেরা ফুটবলার। তর্কাতীতভাবে সর্বকালের সেরা। অবশেষে ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে এবার হয়তো শান্তি পাবে।'

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো পৃথক এক শোকবার্তায় বলেছেন, 'আজ আমি এক বন্ধুকে বিদায় জানালাম। চিরন্তন প্রতিভাকে বিদায় জানালাম। সর্বকালের সেরা একজন অতুলনীয় জাদুকর। খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। এই শূন্যতা কখনও পূরণ হওয়ার নয়। শান্তিতে ঘুমান। আপনাকে কখনও ভোলা যাবে না।'

ম্যারাডোনার ফুটবলজীবন ঘটনাবহুল। ১৯৮৬ মেক্সিকো বিশ্বকাপে তিনি মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়েছিলেন গোটা ফুটবলবিশ্বকে। আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সেবার তার নেতৃত্বে এবং একক নৈপুণ্যে। ১৯৯০ ইতালি বিশ্বকাপেও তিনি আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে তুলেছিলেন। কিন্তু শিরোপা এনে দিতে পারেননি। ১৯৯৭ সালে ফুটবলকে বিদায় জানান ম্যারাডোনা। শুরু করেন কোচিং। ২০০৮ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের কোচ ছিলেন তিনি। মৃত্যুর সময়ও ছিলেন আর্জেন্টিনার ঘরোয়া ক্লাব হিমনাসিয়া দি লা প্লাটার কোচ। অনেকের মতে, তিনিই বিশ্বের সর্বকালের সেরা ফুটবলার। তবে বর্ণিল খেলোয়াড়ী জীবনে বিতর্কও ছায়াসঙ্গী হয়েছে তার। ১৯৯৪ আমেরিকা বিশ্বকাপে ডোপ পরীক্ষায় ধরা পড়ার পর তাকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। মাদকাসক্তির কারণে দীর্ঘ সময় ভুগতে হয়েছিল তাকে। ওজনও বেড়ে গিয়েছিল। মদ্যপানে আসক্তির জন্যও সমস্যায় পড়েছিলেন তিনি।

ম্যারাডোনা নামটা ঠোঁটে এলেই ফুটবলপ্রেমীদের মনে পড়ে ১৯৮৬ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যারাডোনার দুটি দু'রকম গোলের স্মৃতি। প্রথমটি 'হ্যান্ড অব গড' নামে পরিচিত এবং বিতর্কিত। রিপ্লেতে দেখা গিয়েছিল, ম্যারাডোনা হাত দিয়ে বল জালে জড়িয়েছিলেন। সেই গোলকেই 'হ্যান্ড অব গড' বলেছিলেন ম্যারাডোনা। বলেছিলেন, 'ওটা আমার নয়, ঈশ্বরের হাত ছিল।' তবে সেই ম্যাচেই তার দ্বিতীয় গোল ছিল চোখজুড়ানো। ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতো। একের পর এক ফুটবলারকে কাটিয়ে গোল করেছিলেন তিনি, যা মুগ্ধতায় ভরিয়েছিল ফুটবলরসিকদের।





Congratulations To
Re Elect US Representative
NY 8th District

Mr. HAKEEM Jeffries

নিউইয়র্কের কংগ্রেশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ৮ থেকে পুন: নির্বাচিত
বাংলাদেশী কমিউনিটির বন্ধু

হাকিম জেফরী-কে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন



সৈয়দ ইলিয়াস খসরু

পরিচালক
টাইম টেলিভিশন

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

এর প্রধান শাখার

শুভ উদ্বোধন








JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

Most Popular Home Care Agency

CDPAP Service

HHA/ PCA Service

Skilled **Nursing**



প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING



BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115

JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com

Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

৯৭ কুক টার্কি বিক্রি করে খলিলের রেকর্ড

(শেষের পাতার পর)

যুক্তরাষ্ট্রেও অনুরূপ রীতি পালন শুরু হয় প্রায় চারশ বছর আগে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম দিকে আগত অভিবাসীরা ম্যাসাচুচেটস এলাকায় এ উৎসবের সূচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। এখন এই দিবসটি জাতীয় ছুটি এবং ঘটা করে পালন করা হচ্ছে। অভিবাসী বাংলাদেশীরাও এখন পরিবারে টার্কি রোস্ট সহ ভিন্ন ধাঁচের খাবার আয়োজন করে থ্যাঙ্কস গিভিং ডে-তে। প্যান্ডামিকের কারণে ঘরে ঘরে আয়োজন করা হয় টার্কি পার্টির।

করোনার ডামাডোলে দিবসটি তেমন জঁ-াকজমকভাবে উদযাপন করা হবে না বলে ধারনা করা হলেও বাস্তবে তা হয়নি। পার্টিও উপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় ঘরোয়া ভাবে বিপুল সংখ্যক থ্যাংকস গিভিং পার্টি অনুষ্ঠানের খবর পাওয়া গেছে। নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট ১০ থেকে ২০ টা টার্কি বিক্রয় করলেও ব্রঙ্কসের খলিল বিরিয়ানী হাউস এককভাবে ৯৭টি টার্কি রোস্ট বিক্রয় করে এবারের প্যান্ডামিকের সময়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

খলিল প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী শেফ খলিলুর রহমান বাংলা পত্রিকা-কে জানান, প্রতি বছর



আমরা যে পরিমান টার্কির অর্ডার পাই এবার তার দ্বিগুন হয়েছে। আমার তিনটি রেস্টুরেন্টের কিচেনেই গত রাত থেকে আমার কর্মীরা নির্ঘুম রাত কাটিয়ে গ্রাহকদের সরবরাহ নিশ্চিত করতে কাজ করেছে। তার পরেও সবার অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বুধবার (২৫ নভেম্বর) রাত থেকেই আমরা অর্ডার নেয়া বন্ধ করেছি। অনেক পরিচিতজনদের বিমুখ করতে হয়েছে। একদিকে হালাল টার্কির সরবরাহ ছিলো কম। অপরদিকে নির্দিষ্ট সময়ে রেডি করে এত বিপুল সংখ্যক টার্কি সরবরাহ করতে হয়েছে। খলিল জানান, আমরা পাইকারী দোকান থেকে ফ্রোজেন টার্কি ক্রয় করিনি। লাইভ পোলিট্রি ফার্ম থেকে উচ্চ মূল্য দিয়ে টার্কি ক্রয়করে হালালভাবে জবাই করে ক্রেতাদের সরবরাহ করেছি। আমরা রোস্টে কোন আলাদা রং ব্যবহার করিনি এবং গ্রাহকদেও চাহিদামত প্রতিটি টার্কি ওয়েল ডান কুক করে তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। কোয়ালিটির সাথে আমরা কোনো অবস্থাতেই আপোষক-রিনি।

খলিল আরো বলেন, আমরা কোয়ালিটি এবং স্বাস্থ্য দুটি দিকই বেশী জোর দিয়েছি। আমাদের ক্রেতাদের মধ্যে দেশী বিদেশী অনেক চিকিৎসক ছিলেন। এবারে আমরা মনটিফিয়োর হাসপাতাল, ব্রঙ্কস ডক, পার্কচেস্টার ডায়াগনস্টিক সহ বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে থ্যাংকস গিভিং এর টার্কি সরবরাহ করেছি।

বৃহস্পতিবার (২৬ নভেম্বর) সকালে গিয়ে দেখা গেছে খলিলের তিনটি রেস্টুরেন্টের কিচেনেই কর্মীরা ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। কেউ রোস্ট করছে ,কেউ ট্রে সাজাচ্ছে। পাশাপাশি চলছে ডেলিভারী। অনেকেই সরবরাহের জন্য কাউন্টারের সামনে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছেন। কয়েকজন এসেছেন পার্শ্ববর্তী স্টেট কানেকটিকাট থেকে। দু'জন এসেছেন ষ্টেটেন আইল্যান্ড থেকে। কেউ এসেছেন নতুন অর্ডার দিতে। বলা যায় একটা হুলস্থুল কান্ড। প্যানডামিক মানুষকে আতংকিত করলেও জীবনের ছন্দকে থামিয়ে দিতে পারেনি। খলিল বিরিয়ানীতে বিপুল সংখ্যক ক্রেতাদের উপস্থিতি এটাই যেন প্রমান করছিলো।

হাজী আব্দুর নূরের ইন্তেকাল



(শেষের পাতার পর)

রাজেউন)। তিনি গত শুক্রবার (২৭ নভেম্বর) রাত ৮টা ২০ মিনিটে ম্যানহাটানের মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিলো ৬৮ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও এক ছেলে, এক মেয়ে সহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্খী রেখে যান। তার দেশের বাড়ী হবিগঞ্জ জেলার সাদেকপুর। তিনি এস্টোরিয়া বুলেভার্ডের ২৩ স্ট্রীটে সপরিবারে বসবাস করতেন।

জানা যায়, গত ২৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে হার্টের সমস্যায় এস্টোরিয়াস্থ মাউন্ট সিনাই হাস-পাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর তার অবস্থার অবনতি ঘটলে ঐদিনই ম্যানহাটানে স্থানান্তর করা হয়। মরহুমের নামাজে জানাজা রোববার (২৯ নভেম্বর) বাদ জোহর এস্টোরিয়া ইসলামিক সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন মওলানা শেখ আব্দুর রহমান। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী জানাজায় শরিক হন। তার মরদেহ বাংলাদেশে তার গ্রামে দাফন করা হবে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

মরহুম হাজী আব্দুর নূরের মরদেহ সোমবার রাতে এমিরাত এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে বাংলাদেশ প্রেরণ করা হচ্ছে। মরদেহের সাথে স্ত্রী ও পুত্র সাথে যাচ্ছেন।



ঐক্যের লক্ষ্যে আইনি ব্যবস্থা না নেয়ার সিদ্ধান্ত

(শেষের পাতার পর)

হিসেবে যৌথ সভা হয়েছে বিভক্ত দুই কমিটির। গত ২১ নভেম্বর শনিবার ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির একাংশের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেন খান এবং ফোবানার অপরাংশের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান শাহ হালিম-এর নেতৃত্বে ভর্চুয়াল যৌথসভা হয়েছে। সভায় বিভক্তমান ফোবানার পুন:একত্রীকরণের প্রক্রিয়া শুরুর বিষয়ে ঐক্যমত সহ এবিষয়ে গুরুত্বারোপ করার পাশাপাশি ফোবানার সাথে সংশ্লিস্ট সকলের মধ্যে পারস্পরিক সুন্দর ঐক্যের সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধাচারণ করা থেকে বিরত থাকবেন এবং যে কোন পরিস্থিতিতে কেউ কারো বিরুদ্ধে কোন আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন না বলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে। খবর ইউএনএ'র।

ফোবানার যৌথ সভার পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে: দীর্ঘদিনের বিভক্তমান ফোবানাকে পুন:একত্রীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করার উদ্দেশ্যে গত ২১ নভেম্বর, শনিবার দুই ফোবানার নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে একটি বিশেষ যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও আন্তরিকতার সাথে একটি সুসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রত্যয়ে ও ফোবানাকে পুন:একত্রীকরণের অঙ্গীকার নিয়ে অত্যন্ত সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয় এই বিশেষ যৌথ সভা। এই যৌথ সভা পরিচালনা করেন ফোবানার এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান শাহ হালিম এবং ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেন খান।



দীর্ঘ ২০ বছর ধরে চলে আসা বিভক্তি-বিভাজনের পর এই ঐতিহাসিক সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। দুই পক্ষের নেতৃবৃন্দ এই বিভাজনের ইতি টেনে নতুন করে ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক উৎসাহ ও গভীর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সবাই। ভবিষ্যতে দুই ফোবানাকে ঐক্যবদ্ধ করে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যাক্ত ব্যক্ত করা হয় এই সভায়। উল্লেখ্য, ফোবানা ১৯৯৪ সালে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পরে ছিল। পরে ১৯৯৭ সালে সকলের সহযোগিতায় এই বিভক্তমান ফোবানা একত্রিত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে তা আবার বিভক্ত হয়ে পরে। বিভক্তির এই জের চলে আসছে সুদীর্ঘ সময় ধরে এবং ফোবানার প্রাক্তন ও বর্তমান নেতৃবৃন্দ ফোবানার পুন:একত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আজ গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছেন।

দুই ফোবানার নেতৃবৃন্দ উত্তর আমেরিকার প্রবাসী বাংলাদেশীদের বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণ সাধনের জন্য ফোবানাকে পুন:একত্রীকরণের বিষয়ে একমত ও অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন। একত্রীকরণ প্রক্রিয়ার কাজ যথাসম্ভব দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়ে দুই পক্ষই একমত প্রকাশ করেছেন। দুই পক্ষের নেতৃবৃন্দ ঐক্যের ভিত্তিতে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে এই ঘোষণা প্রদান করেন যে, পারস্পরিক একটি সুন্দর ঐক্যের সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধাচারণ করা থেকে বিরত থাকবেন এবং যে কোন পরিস্থিতিতে কেউ কারো বিরুদ্ধে কোন আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন না।

দুই পক্ষ থেকে যেসব নেতৃবৃন্দ এই ঐতিহাসিক সভায় অংশগ্রহন করেন তারা হলেন: ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেন খান, ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী ইমাম সিকদার, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, সদস্য এবং সাবেক চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান ইউসুফজাই, সদস্য এবং সাবেক চেয়ারম্যান এজাজ আখতার তৌফিক, সদস্য এবং সাবেক চেয়ারম্যান আবু জোবায়ের দারা, সদস্য এবং সাবেক চেয়ারম্যান আবু লিয়াকত হোসেন, সদস্য এবং সাবেক মেম্বার সেক্রেটারী ডা. মাসুদুর রহমান খন্দকার, সদস্য এবং সাবেক কনভেনর গিয়াস আহমেদ, সদস্য ড. ইবরুল চৌধুরী।

এছাড়া ফোবানা এক্সিকিউটিভ কমিটির পক্ষ থেকে যেসব নেতৃবৃন্দ এই সভায় অংশগ্রহন করেন তারা হলেন: ফোবানা এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান শাহ হালিম, সাবেক চেয়ারম্যান এবং একত্রীকরণ কমিটির কো-চেয়ারম্যান বেদারুল ইসলাম বাবলা, সাবেক চেয়ারম্যান এবং একত্রীকরণ কমিটির কো-চেয়ারম্যান রেহান রেজা, ভাইস চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী ড. আহসান চৌধুরী হিরো, সদস্য এবং সাবেক চেয়ারম্যান ডিউক খান, সদস্য এবং সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলমগীর, সদস্য এবং সাবেক চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন, সদস্য এবং সাবেক চেয়ারম্যান মাহবুব রেজা রহিম।

সভায় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেছেন জয়েট এক্সেকিউটিভ সেক্রেটারী ড. রফিক খান এবং সাবেক মেম্বার সেক্রেটারী ফিরোজ আহমেদ।



'কানাডায় কোনো বেগমপাড়া হতে দেয়া হবে না'

(শেষের পাতার পর)

এক ভার্চুয়াল আলোচনার আয়োজন করে। প্রবাস বাংলা ভয়েসের প্রধান সম্পাদক সাংবাদিক আহসান রাজীব বুলবুলের সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন- বাংলাদেশ কানাডা অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালগেরির সভাপতি মো. রশিদ রিপন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ কাদির, প্রকৌশলী আবদুল্লা রফিক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কিরণ বণিক শংকর এবং সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষক মো. মাহমুদ হাসান।

ভার্চুয়াল আলোচনায় বক্তারা বলেন, কানাডাকে বাংলাদেশের লুটেরা ও অর্থপাচারকারীদের অভয়ারণ্য হতে দেয়া হবে না। এ আন্দোলন কোনো প্রতিহিংসা থেকে নয়, ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়- এ আন্দোলন আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। কানাডা-বাংলাদেশের বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের। সভ্যরাষ্ট্র হিসেবে কানাডা সরকার ও প্রশাসনকে অভিযুক্ত ব্যাংক ডাকাতদের বিষয়ে খতিয়ে দেখতে হবে, সিদ্ধান্ত নিতে হবে। টরন্টোর মতো কানাডার অন্য কোথাও আর কোনো বেগমপাড়া হতে দেয়া হবে না।

বাংলাদেশ-কানাডা অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালগেরির সভাপতি মো. রশিদ রিপন বলেন, প্রিয় মাতৃভূমি থেকে এভাবে অর্থপাচার করে আর কোনো বেগমপাড়ায় বাড়ি করতে দেয়া হবে না। অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার, তাদের দ্রুত শাস্তি দাবি করছি।

প্রকৌশলী মো. কাদির বলেন, বাংলাদেশের মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ বিদেশে পাচার করা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

প্রকৌশলী আবদুল্লাহ রফিক বলেন, অর্থপাচারের অভিযোগে অভিযুক্তদের অবৈধ অর্থ জব্দসহ অবিলম্বে নিজ দেশে টাকা ফেরত পাঠানোর জন্য বাংলাদেশ ও কানাডা সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছি।

ব্যবসায়ী কিরণ বণিক শংকর বলেন, বাংলাদেশের দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতা, আমলা ও সরকারি কর্মকর্তাদের কালো টাকায় বিনিয়োগের অভয়ারণ্য টরন্টোর বেগমপাড়ার মতো অন্য কোনো শহরে আর কোনো বেগমপাড়ার সৃষ্টি হতে দেব না। ক্যালগেরিতে আমরা সবাই এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ এবং যেকোনো মূল্যে তা প্রতিহত করা হবে।

উন্নয়ন গবেষক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষক মো. মাহমুদ হাসান বলেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি আর দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমে অসৎ আমলা, লুটেরা ব্যবসায়ী, আর অতি লোভী রাজনীতিকরা জনগণের অর্থ-সম্পদ লুটপাট করে কানাডা, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করে বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে; অন্যদিকে উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন দেশের সাধারণ মানুষ। আমরা এ সমস্ত লুটেরা অর্থ পাচারকারীদের শাস্তি দাবি করছি।

উল্লেখ্য, ভার্চুয়াল আলোচনায় বক্তারা খুব শিগগিরই তাদের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে জানান।



সামকো ফাউন্ডেশনের আমেরিকান বেষ্ট অ্যাওয়ার্ড লাভ

(শেষের পাতার পর)

ফাউন্ডেন' তাদের কর্মের জন্য আমেরিকান বেষ্ট অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার অভিজ্ঞ ট্যাক্স ফাইল প্রস্তুতকারক প্রফেসর এহতেশামুল হক।

তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যের এক লাখ ট্যাক্স প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যে ৪০০ প্রতিষ্ঠানকে ২০১৯ সালের জন্য বেষ্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাচিত হয়েছে তার মধ্যে 'সামকো ফাউন্ডেন' অন্যতম। এই সাফল্য আমাদের সঠিক কাজের স্বীকৃতি। ভাবতে অবাক লাগে যে, এক লাখ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাছাই করা ৪০০ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমরাও আছি। তিনি বলেন এই সংবাদ আমাদের পাশাপাশি কমিউনিটির জন্যও সুসংবাদ। কেননা, আমরা দীর্ঘ দিন ধরে বিশ্বস্থতার সাথে ট্যাক্স ফাইলিং করে আসছি। তিনি বলেন, মিথ্যা বা ভুল তথ্য দিয়ে নয়, সঠিক আর নির্ভূল তথ্য দিয়ে গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা দানই আমাদের লক্ষ্য।



অ্যাপস তৈরীই যার কাজ

(শেষের পাতার পর)

নিউইয়র্ক সিটির রিগো পার্ক। পড়ালেখায় মেধাবী এই তরুন ষ্টোনি ব্রুক ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারে ব্যাচেলর পাস করে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে গত চার বছর ধরে জব করছেন জেপি মরগ্যান চেজ এ। পাশাপাশি মেতে আছেন নিজের জগৎ নিয়ে, তৈরী করছেন বিভিন্ন ধরনের অ্যাপস, ওয়েব সাইট আরও সংযুক্ত আছেন বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে।

ইয়েলো ক্যাব.ড্রাইভারদের কথা চিন্তা করে তৈরী করেন এন্ড শিপ্ট (End Shift) নামক অ্যাপস, যাতে করে ক্যাব ড্রাইভারগণ তাদের শিফট শেষের যাবতীয় হিসাব অ্যাপসের মাধ্যমে সহজেই করতে পারেন। এন্ড শিফট নামক অ্যাপস এর মাধ্যমে ক্যাব.ড্রাইভারগণ সহজেই গ্যাস, টোল, টিপস ও অন্যান্য খরচ এর হিসাব করতে পারেন। যারা কর্মাশিয়াল.ড্রাইভিং করেন, মানে টিএলসি লাইসেন্স যাদের আছে, তাদের লাইসেন্সের বর্তমান আপডেট চেক করতে হয়, গাড়ির টিএলসি নাম্বার প্লেট, ইয়েলো ক্যাবের মেডেলিয়ানের স্টাটাস চেক করতে হয়, তাদের জন্য তৈরী করেছেন রুটি ডট আইও (Roti.io) নামক একটি ওয়েব পেইজ, যাতে করে সহজেই আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য আপনি পেয়ে যাবেন। এই প্রতিনিধির সাথে আলাপাকালে রাশেদুল খান সোহাগ জানান, নিউইর্য়কে টিএলসি লাইসেন্স ক্যাব.ড্রাইভার কতজন আছেন, কতগুলো ইয়েলো ক্যাব এক্টিভ আছে, কতগুলো ইয়েলো ক্যাব সাসপেন্ড আছে, ফর-হায়ার-ভেরিকেল (যেমন উবার, লিফট, ভিয়া) গাড়ির সংখ্যা কত ইত্যাদি। পাশাপাশি টিএলসি লাইসেন্স, টিএলসি প্লেট, মেডেলিয়ান ও এফ.এইচ.ভি এর স্ট্যাটাস চেক করা যাবে এই অ্যাপসের মাধ্যমে।



এছাড়াও কাভিড-১৯ এর লকডাউনের সময় যখন দেখলো বন্ধুবান্ধব, পরিচিতজন অযথা বাহিরে সময় কাটাচ্ছে, ঘুরাঘুরি করছে, কেউ কেউ রাস্তায় জড়ো হয়ে কার্ড খেলছে, বারবার অনুরোধ করার পরও আড্ডা ছেড়ে বাসায় যাচ্ছে না, তাদের জন্য তৈরী করেছে প্লে২৯ ডট কম (Play29.com) নামক ওয়েব গেইম, যার মাধ্যমে নিজ বন্ধু অথবা অপরিচিতজনদের সাথে খেলা যাবে বাসায় বসে। পরবর্তীতে দেখা গেল, সবাই বাইরে না গিয়ে, বাসায় থেকেই এই ওয়েব গেইমের মাধ্যমে সময় কাটাচ্ছে। সম্প্রতি অনলাইনে এই ওয়েব গেইমের টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বড় পরিসরে।

রাশেদুল খান সোহাগ জানান, বর্তমানে সময় পার করছেন কিছু ইনফরমেশান ভিত্তিক অ্যাপস তৈরীতে। যাতে পাওয়া যাবে কলেজে ভর্তি হতে হলে কি কি তথ্যাদি লাগে, কখন ভর্তির সময়, এছাড়াও পাওয়া যাবে ইমিগ্রেশানে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী। তাছাড়া আরও বানাচ্ছেন দাবা খেলার অ্যাপস।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162

বনানী কবরস্থানে চিরনিদ্রায়

জনপ্রিয় অভিনেতা নাট্যজন আলী যাকের আর নেই



বিনোদন ডেস্ক: বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা নাট্যজন, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রবীণ অভিনেতা নাট্যজন আলী যাকের আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। শুক্রবার (২৭ নভেম্বর) ভোর ৬টা ৪০ মিনিটে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাস-পাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তিনি গত কয়েকদিন ধরেই বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭৬ বছর। তিনি স্ত্রী অভিনয়শিল্পী সারা যাকের, ছেলে অভিনেতা ইরেশ যাকের, ছেলের বউ মিম রশিদ, নাতনি নেহা ও মেয়ে শ্রিয়া সর্বজয়াকে রেখে যান।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসংগ্রামী ছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের পর দেশে ফিরে আরণ্যক নাট্যদলে যোগ দেন। ১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী মুনীর চৌধুরীর কবর নাটকে প্রথম অভিনয়। ওই বছরেরই জুন মাসে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ে যোগ দেন। তখন থেকে নাগরিকই তাঁর নাটকসংক্রান্ত ঠিকানা।

বাকি ইতিহাস, সৎ মানুষের খোঁজে, দেওয়ান গাজীর কিস্‌সা , কোপেনিকের ক্যাপটেন, গ্যালিলিও, ম্যাকবেথসহ অনেক মঞ্চসফল নাটকের সঙ্গে নির্দেশনা বা অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত তিনি। বিশ্বখ্যাত মঞ্চনাটক রূপান্তর করেছেন। মঞ্চের পাশাপাশি টেলিভিশন নাটকে অভিনয় করেও জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। টেলিভিশনে আজ রবিবার, বহুব্রীহি, তথাপি, পাথর দেয়ালসহ অসংখ্য নাটকে অভিনয় করে তুমুল জনপ্রিয়তা পান। ৫০টির বেশি বেতার নাটক করেছেন। বেশ কিছু চলচ্চিত্রেও করেছেন অভিনয়। টেলিভিশনের জন্য মৌলিক নাটক লিখেছেন। সমসাময়িক বিষয়ে পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখিও করেন। বের হয়েছে বই, যার মধ্যে আছে সেই অরুণোদয় থেকে, নির্মল জ্যোতির জয়সহ বই। একজন শৌখিন ফটোগ্রাফারও তিনি।

বিজ্ঞাপনী সংস্থা এশিয়াটিক থ্রিসিক্সটি গ্রুপের চেয়ারম্যান তিনি। নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের সভাপতি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি। যুক্তরাজ্যের রয়াল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির পূর্ণ সদস্য। পেয়েছেন একুশে পদক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পুরস্কার, বঙ্গবন্ধু পুরস্কার, মুনীর চৌধুরী পদক, নরেন বিশ্বাস পদক এবং মেরিল প্রথম আলো আজীবন সম্মাননা পুরস্কার লাভ সহ অনেক পুরস্কার। স্ত্রী স্বনামধন্য অভিনয়শিল্পী সারা যাকের, পুত্র ইরেশ যাকের ও কন্যা শ্রেয়া সর্বজয়াকে নিয়ে ছিলো তাঁর সংসার।

এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে এসব তথ্য জানিয়েছেন আলী যাকেরের ছেলে ইরেশ যাকের। তিনি লিখেছেন, 'চার বছর ক্যান্সারের সঙ্গে যুদ্ধের পর বাবা আজকে (২৭ নভেম্বর) সকাল ৬:৪০-এ (৬টা ৪০ মিনিটে) চলে গেলেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। উনি যে দোয়া ও ভালোবাসা পেয়েছেন, তার জন্য আমরা হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞ। মৃত্যুর দুই দিন আগে বাবার করোনা শনাক্ত হয়। বাবার নামাজে জানাজা আজ বাদ আছর বনানী গোরস্তান মসজিদে পড়া হবে।'

আলী যাকের বার্ধক্য ও হার্টের সমস্যাসহ কিছু শারীরিক জটিলতা নিয়ে গত ১৭ নভেম্বর ঢাকার শ্যামলীর একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আলী যাকেরকে। সেখানে তাঁকে করোন-ারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল।

দাফন সম্পন্ন

এদিকে বরেণ্য অভিনেতা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আলী যাকেরের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। এর আগে সকাল ১১টায় আগারগাঁওয়ের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণে তাঁর মরদেহ নেওয়া হয়। সেখান থেকে নেওয়া হয় বনানীতে। জানাজা শেষে আসরের নামাজের পর বনানী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। পারিবারিকভাবে জানানো হয়, মৃত্যুর দুই দিন আগে আলী যাকেরের করোনা শনাক্ত হয়। এ কারণে শহীদ মিনারে শেষ শ্রদ্ধার আয়োজন করা হয়নি। শুক্রবার আসরের নামাজের পর বনানী কবরস্থানের মসজিদে জানাজা পড়ানো হয়। তারপর বনানী কবরস্থানে আলী যাকেরকে দাফন করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি আলী যাকেরকে শেষ শ্রদ্ধার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণে নেওয়া হলে করোনা সতর্কতা অবলম্বন করে, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাঁর কফিনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিভিন্ন অঙ্গনের মানুষ। প্রিয়জন, সহশিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাতে এ সময় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, ফেরদৌসী মজুমদার, মামুনুর রশীদ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি সারওয়ার আলী, মফিদুল হক, নাসির উদ্দীন ইউসুফ প্রমুখ। এছাড়াও আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া আওয়ামী লীগের পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরিবারের পক্ষে তাঁর মরদেহের পাশে তাঁর স্ত্রী সারা যাকের, ছেলে নাট্যাভিনেতা ইরেশ যাকের, মেয়ে শ্রিয়া সর্বজয়া উপস্থিত ছিলেন। সারাক্ষণ কফিনের পাশে ছিলেন সাবেক সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণে ঢাকা জেলা প্রশাসনের পক্ষে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এখানে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ছিল আলী যাকেরের মরদেহ। সেখান থেকে নেওয়া হয় বনানী, তাঁর কর্মস্থল এশিয়াটিকে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে 'গার্ড অব অনার' প্রদান

বরেণ্য অভিনেতা আলী যাকেরের প্রতি ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে রাষ্ট্রীয় সম্মান জানানো হয়েছে। এ সময় বন্ধু, স্বজন ও সহকর্মীরা অশ্রুচোখে তাঁকে শেষ বিদায় জানিয়েছেন। সেখান থেকে বনানীর উদ্দেশে শেষযাত্রা করা হয়। জানাজা শেষে বিকেলে বনানী কবরস্থানের সবুজ মাটিতে শেষ নিদ্রা হবে তাঁর। শুক্রবার সকাল ১১টার পর তাঁর মরদেহ শেরেবাংলা নগরের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ট্রাস্টি ছিলেন।

জাদুঘর প্রাঙ্গণে আলী যাকেরের কফিন জাতীয় পতাকায় মুড়ে দেন জাদুঘরের ট্রাস্টিরা। সেখানে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন স্ত্রী সারা যাকের, ছেলে ইরেশ যাকের এবং আলী যাকেরের অভিনয়জীবনের বন্ধু সাবেক সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। আলী যাকেরের মেয়ে শ্রিয়া সর্বজয়া এ সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরে একাত্তরের শব্দসৈনিক এই বীর মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় সম্মান জানিয়ে দেওয়া হয় গার্ড অব অনার।

এরপর একে একে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টিরা, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়, আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট, ছায়ানট, থিয়েটার, বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

কেউ কেউ স্থায়ী হয়, কেউ কেউ স্থায়িত্ব ধরে রাখতে পারে না : ফারিয়া

বিনোদন ডেস্ক: ভেঙে গেলো ছোট পর্দার দর্শকপ্রিয় অভিনেত্রী শবনম ফারিয়ার সংসার। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন অভিনেত্রী নিজেই। আড়াই বছরের সম্পর্ক ভেঙে দিয়ে শনিবার (২৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নিজের ফেসবুকে ফারিয়া লেখেন, আমাদের জীবনে কিছু মানুষ আসে; কেউ কেউ স্থায়ী হয়, কেউ কেউ কিছু কারণে স্থায়িত্ব ধরে রাখতে পারে না!

ফেসবুকে ফারিয়া লেখেন, 'মানুষের জীবন নদীর মতো। কখনও জোয়ার, কখনও ভাটা। কখনও বৃষ্টিতে পানি বেড়ে যায়, শীতকালে পানি শুকিয়ে যায়। আমাদের জীবনেও এমনটা হয়! আমাদের জীবনে কিছু মানুষ আসে; কেউ কেউ স্থায়ী হয়, কেউ কেউ কিছু কারণে স্থায়িত্ব ধরে রাখতে পারে না!'



তিনি আরো লেখেন, 'আমার মা সব সময় একটা কথা বলে, 'আল্লাহর হুকুম ছাড়া একটা গাছের পাতাও নড়ে না, আমরা শুধু চেষ্টা করতে পারি!' ঠিক সেভাবেই আমি আর অপু অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করেছি একসাথে থাকতে! কিন্তু বিষয়টা একটা পর্যায়ে খুব কঠিন হয়ে যায়! 'মানুষ কি বলবে' ভেবে নিজেদের উপর একটু বেশিই টর্চার করে ফেলছিলাম আমরা! 'জীবনটা অনেক ছোট, এতো কষ্ট নিয়ে বেঁচে থাকার কি দরকার?' এইটা ভেবে আমরা এ বছরের শুরু থেকেই সিদ্ধান্তে আসি আমরা আর একসাথে থেকে কষ্টে থাকতে চাই না! তাও বছর খানেক সময় নিয়েছি পরস্পরকে বুঝতে! ফাইনালি 'আল্লাহ্ যা করেন ভালোর জন্যেই করেন' ভেবে আমরা আমাদের প্রায় আড়াই বছরের বৈবাহিক জীবনের অবসান ঘটিয়ে আবারো ৫ বছরের পুরানো বন্ধুত্বে ফিরে গিয়েছি।'

ফেসবুকে ফারিয়া লেখেন, 'বিবাহে বিচ্ছেদ হয়, কিন্তু ভালোবাসার বিচ্ছেদ নেই, বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ নেই! যতদিন বেঁচে আছি আমাদের ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব থাকবে। শুধুমাত্র বৈবাহিক বন্ধন থেকে আমাদের সম্পর্কের ইতি টেনে নিলাম! এ ঘটনা আমাদের জীবনের গতি হয়তো রোধ করবে, ছন্দপতন করবে কিন্তু জীবন তো থেমে থাকবে না!'

তিনি লেখেন, 'অপুর জন্যে আমার অনেক অনেক দোয়া, ভালোবাসা আর শুভ কামনা। আমরা যে সুখের জন্যে আলাদা হলাম, আমরা যেন সে সুখ খুঁজে পাই। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন। দয়া করে 'মিডিয়ার বিয়ে টেকে না' ধরনের কথা বলে আমাদের জন্যে অ া ম া দ ে র সহকর্মীদের ছোট করবেন না। আমরা সম্পূর্ণ 'পারিবারিক কারণে' পারিবারিকভাবে সম্মতিতেই বিয়ের মতো ইনস্টিটিউশন থেকে বের হয়ে এসেছি। আমাদের কখনও ভালোবাসা কিংবা বিশ্বাসের অভাব ছিল না, হবেও না! আর আমার প্রিয় সাংবাদিক ভাই/বোনদের উদ্দেশে একটাই অনুরোধ, দয়া করে একটু মান-বিকতার সাথে বিষয়টা দেখবেন! প্লিজ!'

ফারিয়া লেখেন, 'দুজন মানুষের বিবাহ বিচ্ছেদ মানে, দুইটা পরিবারের বিচ্ছেদ, অনেক স্মৃতির বিচ্ছেদ! অনেক ভালো সময়ের সাথে বিচ্ছেদ এইটা কারো জন্য সুখকর অনুভূতি না! দয়া করে মুখরোচক অদ্ভুত সংবাদ প্রকাশ করে আমাদের আর বিব্রত করবেন না! আমরা একে অন্যের উপর সম্পূর্ণ সম্মান বজায় রাখতে চাই। ধন্যবাদ! অপু-ফারিয়া।'

শ্রাবন্তীকে কুপ্রস্তাব, যুবক গ্রেফতার

ঢাকা ডেস্ক: ভারতীয় বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় নায়িকা শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনে কুপ্রস্তাবসহ বিভিন্ন ধরনের আপত্তিকর এসএমএস পাঠানোর অভিযোগে খুলনায় মাহাবুবর রহমান (৩৩) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) সকালে গ্রেপ্তারের পর দুপুরে আদালতে তার একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর হয়েছে। আদালত সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে গ্রেপ্তারকৃত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ ৫ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানায় পুলিশ। দুপুরে রিমান্ড আবেদনের শুনানি শেষে খুলনার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। মাহাবুবর রহমান খুলনা মহানগরীর সোনাডাঙ্গা মডেল থানাধীন ৬/১ বকশিপাড়া রোডের বাসিন্দা সামছুল আলমের বাড়ির ভাড়াটিয়া আতিকুর রহমানের ছেলে।

পুলিশ জানিয়েছে, মাহাবুবর রহমান ভারতের



নায়িকা শ্রাবন্তীর ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে ওই নম্বরে বিভিন্ন সময় কল করতেন। নায়িকা শ্রাবন্তী অপরিচিত নম্বরের কল না ধরায় তাকে নানা ধরনের আপত্তিকর ও কুপ্রস্তাব লিখে এসএমএস দিতেন মাহাবুব। নায়িকা শ্রাবন্তী বিষয়টি ভারতীয় হাই কমিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের কাছে বিচার চেয়েছিলেন। সেই সূত্র ধরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হয়ে পুলিশ সদর দপ্তরের নির্দেশে খুলনা মেট্রোলিটন পুলিশের সোনাডাঙ্গা মডেল থানায় গত ১৬ নভেম্বর মামলা দায়ের হয়।

সোনাডাঙ্গা মডেল থানার এস আই মো. খালিদ উদ্দিন বাদি হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলাটি তদন্ত করছেন ওসি (তদন্ত) রাধে শ্যাম সরকার। ভখারতীয় চিত্র নায়িকা শ্রাবন্তীকে আপত্তিকর এসএমএস দেওয়ায় দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে বলে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে। সোনাডাঙ্গা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমতাজুল হক জানান, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৮/৩১ ধারায় মামলার পর আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়।

মেহজাবীন শিখছেন কুংফু কারাতে, কিন্তু কেন?

বিনোদন ডেস্ক: মেহজাবীন শিখছেন কুংফু কারাতে, কিন্তু কেন? গায়ে সাদা ড্রেস, কোমরে হলুদ বেল্ট পড়ে মেহজাবীন নেমে গেলেন কুংফু কারাতের প্রশিক্ষণে। মনযোগ দিয়ে শিখছেন কারাতের প্রতিটি স্টেপ। আর একটু পর পর 'ইয়া হু...' শব্দে প্রকম্পিত করছেন ধানমন্ডির খেলা মাঠে। কিন্তু কেন? হঠাৎ কি এমন হলো যে মেহ-জাবীনকে কুংফু কারাতে শিখতে হচ্ছে!

এর উত্তর জানালেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় পরিচালক কাজল আরেফিন অমি। তিনি বলেন, চলছে নতুন নাটক 'ভাইরাল গার্ল'-এর শুটিং। যার পুরো গল্পটিই মেহজাবীনকে ঘিরে।

অমির ভাষায়, 'একটা ভাইরাল মেয়ের গল্প এটি। সে খুবই স্বাধীনচেতা। তার লাইফস্টাইলেই আছে কুংফু, বাস্কেটবল, জিম, কালচারাল ইভেন্ট- সবই। মেয়েটা একটি ফাইভ স্টার হোটেলে জব করে। কোনও একটি বিশেষ কারণে সে ভাইরাল হয়ে যায়। ভাইরাল হওয়ার পরের গল্পটি আমরা দেখব।'

গত ২৪ নভেম্বর থেকে ধানমন্ডিতে এর কাজ শুরু হয়েছে। শুটিং চলবে তিন দিন। এর চরিত্রগুলো নিয়ে ওমি আরও বলেন, 'এখানে মেহজাবীনের চরিত্রই প্রধান, আরও কয়েকজন সিনিয়র-জুনিয়ার শিল্পী আছেন। তবে কেন্দ্রীয় চরিত্রটি মেহজাবীনই টেনে নিয়ে যাবেন।' জানা গেছে, একটি বেসরকারি টিভি ও ইউটিউব চ্যানেলের জন্য নাটকটি নির্মিত হচ্ছে। ২০২১ সালের ১ জানুয়ারী এটি অবমুক্ত হবে।

নক্সীকাঁথা রিক্সাচিত্র গামছা মোটিফ-কী নেই

ফ্যাশনের অংশ এখন মাস্ক

মোরসালিন মিজান

আর কোন পথ আপাতত খোলা নেই। করোনা থেকে বাঁচতে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। নিজেকে সুরক্ষার এই একটিই পথ। ফাঁকি, হ্যাঁ, দেয়াই যায়। তাতে নিজের ক্ষতি বৈ লাভ কিছু হবে না। বুদ্ধিমানরা তাই অনেক আগেই করণীয় ঠিক করে ফেলেছিলেন। নিউ নরমাল জীবনের অংশ করে নিয়েছিলেন মুখবন্ধনীকে। আর বর্তমানে? এটি ফ্যাশনেরও অংশ! কাজ তো হচ্ছেই। সেইসঙ্গে ফ্যাশন। শিল্পসুন্দর মাস্ক ব্যবহারকারীর ব্যক্তিত্ব ফান রুচিকে দারুণভাবে প্রকাশ করছে।

গত মার্চে দেশে প্রথম করোনা শনাক্ত হয়। তখন থেকেই মাস্ক ব্যবহার শুরু। অচেনা ব্যাধি ঘিরে এক ধরনের আতঙ্ক কাজ করছিল। সে আতঙ্ক থেকেই টুকরো কাপড়ে নাক মুখ আড়াল করার সচেতন চেষ্টা। তারপর দেখতে দেখতে আট মাস গত হয়েছে। অতিমারী দূর হওয়ার কোন লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না। উপরন্তু দ্বিতীয় ওয়েভের শঙ্কা জোড়ালো হচ্ছে। ভ্যাকসিনও আসার দিনক্ষণ পেছাচ্ছে শুধু। 'আসি' 'আসি।' আসছে আর না। এ অবস্থায় প্রতিষেধক হাতে না পাওয়া পর্যন্ত মাস্ককেই ভ্যাকসিন হিসেবে নিতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে এর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মাস্ক ছাড়া বের হলে জরিমানা করার জন্য বসানো হয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। সব মিলিয়ে মাস্কের ব্যবহার বহুগুণে বেড়েছে।

চাহিদা বাড়ায় বিপুল পরিমাণ মাস্ক তৈরি হচ্ছে প্রতিদিন। আসছে বিদেশ থেকেও। এন-৯৫ বা কেএন-৯৫ মাস্ক, বলা হয়ে থাকে, সবচেয়ে নিরাপদ। ডাক্তারদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি এ মাস্ক বর্তমানে সাধারণ মানুষও ব্যবহার করছেন। বাজারের ব্যাগের কাপড় দিয়ে তৈরি মাস্ক দোকানে, ফুটপাতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তবে প্রথম থেকেই বেশি দেখা গেছে কয়েক স্তরবিশিষ্ট সার্জিক্যাল মাস্ক। হাল্কা আকাশী রঙের মাস্ক আশপাশের সব মানুষকে প্রায় একই মানুষ বানিয়ে ছেড়েছে। বহুল ব্যবহৃত মাস্ক পরা মুখগুলোকে দেখে বারবার মনে পড়ে যায়, করোনা আছে। কিছুটা হলেও আতঙ্ক বাড়ায়। তবে পরিবর্তনের সূচনা গেঞ্জির কাপড়ে তৈরি মাস্ক দিয়ে। প্রথম প্রথম এগুলো ছিল যে কোন একটি রঙের। ক্রমে মূল রঙের ওপর ফুল লতা পাতার প্রিন্টজুড়ে দিতে দেখা যায়। এরই ধারাবাহিকতায় কাজ শুরু করে দেয় দেশীয় ফ্যাশন হাউসগুলো। বিভিন্ন নামকরা ব্র্যান্ড পোশাক তৈরির পাশাপাশি এ কাজে হাত দেয়। ফ্যাশন ডিজাইনাররা যুক্ত হওয়ায় ক্রমে দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠে মাস্ক। নানা রঙ ও আকর্ষণীয় স্ক্রিনপ্রিন্ট শোরুমগুলোতে পাওয়া যায়। গায়ের পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে পরা যাবে, এমন চিন্তা থেকে এসব মাস্ক তৈরি করা হয়।



উদাহরণ হিসেবে পোশাকের বিখ্যাত ব্র্যান্ড 'ইয়োলো'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানটির বসুন্ধরা শোরুমের এক কর্মকর্তা জানান, নিজেদের পোশাকের সঙ্গে মিল রেখে প্রায় অর্ধশত ডিজাইনের মাস্ক তৈরি করছেন তারা। এগুলো ব্যবহার করলে করোনা থেকে যেমন সুরক্ষিত থাকা যাবে, তেমনি অনুসঙ্গ হবে ফ্যাশনের।

তবে সৃজনশীলতার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটিয়েছে কিছু অনলাইন শপ। শপগুলো ঘুরে দেখে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। কোন কোন প্রতিষ্ঠান মাস্ককে পুরোদস্তুর শিল্পকর্মে উত্তীর্ণ করেছে। এ ক্ষেত্রে 'মাস্ক ইউ' নামের একটি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। দেশীয় নানা মোটিফ, লোকজ ফর্ম নিখুঁতভাবে মাস্ক তৈরিতে ব্যবহার করেছে তারা। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী নক্সীকাঁথা, তার মিহি সেলাই আর উজ্জ্বল রঙ চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এমনকি বেছে নেয়া হয়েছে গামছা চ্যাক। দেখে চোখ আটকে যায়। বেশিরভাগ মাস্কই যখন চীনের, তখন এগুলো দেখে আপন আপন লাগে। নিজের মনে হয়। মাস্কে খুঁজে পাওয়া যায় রিক্সা পেইন্টিংসও। চেনা ফর্মের নতুন ব্যবহার কী যে মুগ্ধ করে রাখে। মাস্কগুলোর দামও খুব বেশি নয়। ২৫০ থেকে ১০০০ টাকার মধ্যে। সাবান দিয়ে কেঁচে নিয়ে নিয়মিত ব্যবহার করা যাবে।

উদ্যোক্তারা বলছেন, প্রতিদিন আমরা পোশাক পরি। আকর্ষণীয় ডিজাইনের পোশাক পরলে আমাদের আনন্দ হয়। আমরা চাইছি মাস্ক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এ আনন্দটা যোগ হোক। অনেকেই প্রচলিত মাস্কগুলো প্রতিদিন ব্যবহার করতে করতে বিরক্ত। একঘেয়ে বোধ করছেন। কিন্তু শিল্পসুন্দর মাস্ক তাদের নতুন করে আকৃষ্ট করছে। পাশাপাশি এগুলো ব্যবহার করলে রাস্তার মুখগুলোকে আর এক মনে হবে না। বৈচিত্র পাওয়া যাবে। ফ্যাশন ফান ব্যক্তিত্ব সব কিছুকেই বাড়িয়ে দেবে অনিন্দ্য সুন্দর মাস্ক। ভ্রু কুচকে থাকার পরিবর্তে হাসি ফুটবে মুখে। দেখা যাক বা না যাক, হাসি ফুটুক মুখগুলোতে।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • ব্রেইন ইনজুরি • এলিভেটর একসিডেন্ট • স্কুল লায়াবিলিটি • খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • বার্ণ ইনজুরি • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা • পিছলে পড়ে গেলে • লেড পয়জনিং • কুকুর কামড়ালে • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রঙ্কস
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
গ্রুপ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্থরুক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

INSURANCE
New/ Renewal

❖ AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
❖ FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
❖ COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
❖ CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.



BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED

TDS Insurance Brokerage Corp.
Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311

BROOKLYN OFFICE
118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

হোয়াইট হাউস ছাড়তে

(প্রথম পাতার পর)

বিবিসি। ৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ভোটে হেরে যাওয়ার পর প্রথমবারের মতো সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানিয়েছেন ট্রাম্প। তবে এই লড়াই থামতে এখনো বহু দেরি বলেও তিনি জানিয়েছেন।

তবে ট্রাম্প ভোটে জালিয়াতির অভিযোগ তুলেছেন। এ ছাড়া বাইডেনকে তিনি স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টিও প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিভিন্ন রাজ্যে ভোটের ফলাফলে জো বাইডেনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া মার্কিন সংবাদ মাধ্যমে বাইডেনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে মোট ২৭০টি ইলেকটোরাল ভোট পেলেই প্রেসিডেন্ট হওয়া যায়। নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন ৩০৬ ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পেয়েছেন। অপরদিকে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ২৩২ ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পেয়েছেন।

একইসঙ্গে বাইডেন ট্রাম্পের থেকে ৬০ লাখ পপুলার ভোটও বেশি পেয়েছেন। বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন না এলে আগামী ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণের কথা রয়েছে জো বাইডেনের।

নির্বাচনের ফল জালিয়াতি হয়েছে উল্লেখ করে ট্রাম্পশিবির বেশ কয়েকটি রাজ্যে মামলা করেছিলেন। অধিকাংশ মামলাই প্রামাণের অভাবে খারিজ হয়ে গেছে।

এদিকে চলতি সপ্তাহেই বাইডেন টিমকে ট্রান্সজিশনের জন্য চূড়ান্ত অনুমতি দিয়েছেন। এছাড়া বাইডেন টিমকে প্রস্তুতির জন্য কয়েক মিলিয়ন ডলারের তহবিলের অনুমোদন দিয়েছেন।

ম্যারাডোনার বিখ্যাত

(প্রথম পাতার পর)

খেলোয়াড় যে মানুষকে আনন্দ দিয়েছে। আর এটি আমার জন্য যথেষ্টের চেয়েও বেশি।'

সদ্য প্রয়াত এ কিংবদন্তির আরও যেসব উক্তি ফুটবলভক্তদের হৃদয়ে নাড়া দিয়েছে।

২. 'বল দেখা, এর পেছনে ছোটার মাধ্যমে আমি হয়ে উঠি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ।'

৩. 'আমি ভুল করেছি এবং সেগুলোর জন্য মাসুলও গুনেছি। কিন্তু বল এখনও খাঁটি।'

৪. 'আমি ম্যারাডোনা। যে গোল করে, ভুলও করে। আমি এগুলো সবই বয়ে বেড়াতে পারি। সবার সঙ্গে লড়াই করার মতো বিশাল এক কাঁধ রয়েছে আমার।'

৫. 'আপনি আমার সম্পর্কে অনেক কথা বলতে পারেন। কিন্তু আমি ঝুঁকি নিই না, এ কথা কখনও বলতে পারবেন না।'

৬. 'আমি কালো কিংবা সাদা হতে পারি; কিন্তু জীবনে কখনও ধূসর হব না।'

৭. 'আমি যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা সব কিছুই ঘৃণা করি। আমি এগুলোকে আমার সব শক্তি দিয়ে ঘৃণা করি।'

৮. 'পেলে এবং আমার মধ্যে কে সেরা তা নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকবে না। সবাই আমার কথাই বলবে।'

৯. 'পেলের উচিত জাদুঘরে চলে যাওয়া।'

১০. 'হ্যান্ড অব গড গোলটি দেয়ার পুরু বললেন আমি চাই-ছিলাম সতীর্থরা আমাকে জড়িয়ে ধরুক; কিন্তু কেউ আসছিল না...। আমি তাদের বললাম, এসো আমাকে জড়িয়ে ধর। না হলে রেফারি এটি বাতিল করে দেবে।'

১১. 'ক্ষমা চেয়ে ইতিহাস পাল্টে দিতে পারলে আমি অবশ্যই তা করতাম। কিন্তু গোলটি এখনও একটি গোলই। আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হলো এবং আমি হয়ে গেলাম বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়।'

১২. গোল করার পর মেসি স্বাভাবিক উদযাপন করে। আর ক্রিশ্চিয়ানো গোল করে এমন ভাব করে যেন সে শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন শ্যুটিং করছে।

কোটি ডলারেও হিজাব ছাড়ব না

(প্রথম পাতার পর)

র্যাম্প (রানওয়ে) মডেলিং ছেড়ে দিচ্ছেন। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন, নিজের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে মডেলিং ছেড়ে দিতে যাচ্ছি। যে কাজটি করছিলাম সেটি আমার ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

২৩ বছর বয়সী হালিমাকে ফ্যাশন ম্যাগাজিন ভোগের ব্রিটিশ ও আরবি সংস্করণে প্রচ্ছদে দেখা গেছে।

তিনি বলেন, আমাকে ১০ বিলিয়ন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮৪ হাজার ৯শ ৯২ কোটি ৮৮ লাখ টাকা) দেওয়া হলেও আমি হিজাব নিয়ে কোনো আপসের ঝুঁকি গ্রহণ করব না। আগের মতো হিজাব নিয়ে কোনো ছাড় দেব না।

এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে বিবিসিকে তিনি বলেছিলেন, শালীনতা কোনো নির্দিষ্ট সংস্কৃতির জন্য নয়, কেবল বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের নারীর জন্যও নয় এটি। শালীনতাই হলো প্রাচীনতম ফ্যাশন।

তিনি জানান, করোনা মহামারিকালে একজন মুসলিম নারী হিসেবে তার মূল্য কতটুকু, তা নিয়ে ভাবার সুযোগ হয়েছে। অবশেষে আমি উপলব্ধি করি যে ব্যক্তিগতভাবে আমার হিজাব পরিধানে ত্রুটি ছিল।

তিনি আরও বলেন, সমাজে হিজাব পরিধান করে চলাচল করা সত্যিই একটি কঠিন কাজ।

মডেলিংকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা নিয়ে আদেন জানান, সুযোগের চেয়েও বেশি গ্রহণ করি যা আমার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

একজন কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম নারী হিসেবে ইন্ডাস্ট্রিতে সফল হলেও নানা রকম চাপ অনুভব করেন তিনি। তাছাড়া ফটোশুটের সময়ের অস্বস্তিবোধও পীড়া দেয় তাকে।

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ শায়েখ মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning • Reflecting • Celebrating

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান

(৩ পাতার পর)

এবং ড. দ্বিজেন ভট্টাচার্যের পরিচালনায় সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২:৩০ মিনিট পর্যন্ত আড়াই ঘন্টা ব্যাপী অনুষ্ঠিত এই সভার উদ্বোধন করেন যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিভাগের অধীন নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বিভস, ভুটান ও বাংলাদেশ ইউনিটের প্রধান মি: অমিত মথুর।

মি: মথুরের পরপরই সভায় বক্তব্য রাখেন ইউএস কমিশন অন ইন্টারন্যাশন্যাল রিলিজিয়াস ফ্রীডম-এর সিনিওর পলিসি এ্যনালিস্ট মিস নায়ালা মুহাম্মদ। মিস নায়ালা মুহাম্মদের বক্তব্য প্রদানের পর পরই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি নির্মল রোজারিও। এই সভায় যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের মোট তিন জন অফিসার এবং ইউএস কমিশন অন ইন্টারন্যাশন্যাল রিলিজিয়াস ফ্রীডম-এর এক জন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের একাধিক কর্মকর্তা।

বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, ইল্যান্ড, হলান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, সুইডেন, ইটালি, জার্মানী-সহ বিভিন্ন দেশের ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ ও সদস্য, বিভিন্ন দেশের কয়েকটি মানবাধিকার সংস্থা ও এনজিও মিলে মোট ১৪৫ জন দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই কনফারেন্সে প্যানেলিস্ট বা নিবন্ধ উপস্থাপক ছিলেন ৯ জন। উপস্থাপকগণ হলেন: কেন্দ্রীয় ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও ওয়ার ক্রাইম ট্রাইবুনালের প্রসিকিউটার এ্যাডভোকেট রাণা দাশগুপ্ত, সুপ্রীম কোর্ট এ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, ডক্টর রিচার্ড বেনিকন, সাংবাদিক সেলিম সামাদ, ড. কোনরাড এলস্ট, এ্যাডভোকেট রবীন্দ্র ঘোষ, ড. মোহিত রায়, যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদের সিনিওর পলিসি ডিরেক্টর ও লেখক মি: শিতাংশু গুহ, এবং সাংবাদিক পুলক ঘটক।

সভায়, প্যানেলিস্টদের এক একজন সংখ্যালঘু নির্যাতনের এক একটি বিশেষ দিকের বর্ণনা ও বিশ্লেষনের ওপর জোর দিয়ে তাঁদের নিবন্ধ উপস্থাপন করেন। তবে, সকলেই সংখ্যালঘু নির্যাতক ইসলামী জাতীয়তাবাদী, ইসলামী মৌলবাদী ও উগ্রপন্থী সন্ত্রাসীদের হিশেবে চিহ্নিত করেন, এবং বলেন যে, নির্যাতনের লক্ষ্য হচ্ছে দেশকে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ও আদিবাসী শূন্য করে ফের পাকিস্ড়ানের মত একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করা, যা নির্যাতকরা নির্যাতন করার সময় সরাসরিই বলে থাকে।

উপস্থাপকগণ বলেন যে, যদিও প্রধানত: সংখ্যালঘু নির্যাতকরা প্রধানটি: ইসলামী জাতীয়তাবাদী, ইসলামী মৌলবাদী ও উগ্রপন্থী, মাঝে মাঝে তথাকথিত প্রগতিশীল দলের নেতা ও কর্মীরাও সম্পৃক্ত থাকেন; আর, সরকারও প্রত্যক্ষ ভা পরোক্ষভাবে তাতে জড়িত। তাঁরা বলেন যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরই শত্রুসম্পত্তির বাতিল না করে, ১৯৭৪ সালে হাইকোর্ট সেটাকে বাতিল করার পরও সেটাকে ব্যবহার করে, সংখ্যালঘু, বিশেষত: হিন্দুদের কাছ থেকে আড়াই মিলিওন একরেরও বেশি জমি অধিগ্রহন করা; সংখ্যালঘু নির্যাতকদের বিচার করে শাস্তি দিতে সরকারে ব্যর্থতা বা আপত্তি, এমন কি জজ সাহাবুদ্দীন কমিশন প্রদত্ত চিহ্নিত অপরাধীদেরও বিচারের আওতায় না আনা; পার্বত্য চট্টগ্রামে আবাদী পাঠিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহ-য়তায় আদিবাসীদের ঘর বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করে, গনধর্ষণ ও গণহত্যা ঘটিয়ে ঘটিয়ে উচ্ছেদ করে- যেমন, লোগাং, নানিয়ার চর, ও লংদুতে- দেশেত্যাগে বাধ্য করা, এ'সব সংখ্যালঘু নির্যাতন ও উৎখাতে সরকারই সম্পৃক্ততার উদাহরণ বলে তারা মত প্রকাশ করেন। কয়েকজন বক্তা বলেন যে, ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে ২৫,০০০ মুসলমান কর্তৃক রামুর বৌদ্ধদের গণ নির্যাতন দিয়ে শুরু করে এ'পর্যন্ত বহুবার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের ফেইসবুক হ্যাক করে কিংবা তাদের নামে ফেইসবুক খুলে তাতে ইসলাম ও নবীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য স্টেটাস দিয়ে, সেটাকে অজুহাত হিশেবে ব্যবহার করে সংখ্যালঘু গ্রামে শত সহস্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী, মৌলবাদী ও উগ্রপন্থীদের বিভৎস আক্রমণ সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত অস্ত্র সম্ভারে একটি নতুন মারনাস্ত্রের সংযোজন, কারণ একদিকে সন্ত্রাসীরা এর ব্যবহার করে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর পুড়ে দিয়ে, তাঁদের নারীর সম্ভ্রম সহ সব কিছু লুটে পুটে নিয়ে ওদের ঘর ছাড়া, দেশ ছাড়া করছে, আর অন্য দিকে আমাদের তথাকথিত প্রগতিশীল সরকার ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্টকে ব্ল্যাসফেমি আইনের পরিবর্তে ব্যবহার পূর্বক অপরাধীদের গ্রেফতার করে বিচারের অওতায় এনে শাস্তি না দিয়ে বরং নিরপরাধ অত্যাচারিতদের গ্রেফতার করে জেলে পুরছে, এবং ইদানিং দু'জনকে সাত বছর করে কারাদন্ডও দিয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশে, সংখ্যালঘু নির্যাতন চলছে ইসলামী জাতী-য়তাবাদী, ইসলামী মৌলবাদী ও উগ্রপন্থী ও সরকারের যৌথ উদ্যোগে।

সভায়, যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে থেকে সংখ্যালঘু উৎখাত প্রক্রিয়ার বেশ কিছু সচিত্র দলিলপত্র প্রদর্শন করা হয়, যার মধ্যে ছিল সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কুশল চক্রবর্তিকে কানাডা থেকে জনৈক রায়হান প্রেরিত ভিডিওতে দেশের সব হিন্দুকে ২০২৫ সালের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করার জন্য দশ হাজার ছেলে তাদের "আমিরের নির্দেশের অপেক্ষায়" আছে বলে হুমকি, আগামী ২৫ বছরের মধ্যে দেশ হিন্দু শূন্য হবে বলে প্রফেসার বারাকাতের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত মিডিয়া রিপোর্ট, লোগাং ম্যাসাকারের প্রতিক্রিয়ায় স্পিকার ন্যানিস পেলোসি সহ সতেরো জন ইউএস কংগ্রেসম্যান কর্তৃক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়াকে লেখা চিঠি, একই রাতে একই স্থলে ২০০ হিন্দু মেয়েকে ধর্ষণ করার মিডিয়া রিপোর্ট, প্রভৃতি।

সভায় একটি প্রশ্নোত্তর পর্বও ছিল, যাতে চ্যাটরুমে দর্শক-শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর দেন বিভিন্ন প্যানেলিস্ট। এই ভার্চুয়্যাল সভায় প্যানেলিস্টরা বাংলাদেশে চলমান সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে দুটি প্রধান কারণ নির্দেশ করেন তা' হল ১৯৭২ সালের সংবিধানকে পরিবর্তন করে তাতে রাষ্ট্রধর্ম সংযুক্ত করা, আর সংখ্যালঘু নির্যাতকদের বিচার ও শাস্তি না দিয়ে সরকার কর্তৃক পরোক্ষভাবে তাদের সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেশ থেকে সংখ্যালঘু বিতাড়নের লাইসেন্স প্রদান করা। তাঁরা এই সমস্যার সমাধানকল্পে বাংলাদেশ সরকারকে অবিলম্বে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহনের জন্য সুপারিশ করেন:

১. ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের অপব্যবহার করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সকল নিরপরাধ সদস্যদের জেলে পোরা হয়েছে তাদের অবিলম্বে মুক্তি দেয়া এবং যাদের ইতিমধ্যেই কারাদন্ড দেয়া হয়েছে, তাদের কেইসগুলো পুন; তদন্তপূর্বক পুনর্বিবেচনা করা; আর, এই আইনটিকে ব্লেসফেমি আইনের মত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সংস্কৃতি বন্ধ করা;

২. ১৯৭২ সালের সংবিধান অবিলম্বে পুন: প্রতিষ্ঠা করে দেশে প্রকৃত অর্থে ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন;

৩. ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাস থেকে এ পর্যন্ত যত সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর আসামীদের বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচার পূর্বক শাস্তির বিধান করে, নির্যাতিতদের যথেষ্ট পরিমানে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা; এবং, এই প্রক্রিয়াটি জজ সাহাবুদ্দীন কমিশন প্রদত্ত আসামী তালিকা প্রকাশ করে সেটা দিয়ে শুরু করা।

৩. যেভাবে ইসলামী ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছিল ঠিক সেইভাবে হিন্দু, বৌদ্ধ, ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য পৃথক পৃথক ফাউন্ডেশন গঠন করা;

৪. সংখ্যালঘু মন্ত্রনালয়, জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন, এবং সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রনয়ণ করা;

৫. ১৯৯৭ সালের পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করা এবং

৬. অত্যাচারিত হয়ে/অত্যাচারের ভয়ে পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি ফেলে, প্রাণের ভয়ে দেশত্যগী সংখ্যালঘু যাদের 'শত্রু' ঘোষণা করে সম্পত্তি জবরদখল করে নেয়া হয়েছিল তাদের উত্তরাধিকারীগণ বর্তমানে যে দেশেই বসবাস করুন না কেন, তাদেরকে তাদের সম্পত্তি বা এর ন্যায্য মূল্য ফেরৎ পাবার বিধান করে- যেমন করেছে তুরস্ক বা জার্মানী- শত্রু সম্পত্তি বতিল আইন সংশোধন পূর্বক, অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

এলোমেলো ভাবনা

(১৮ পাতার পর)

এই মামলা করেছিলেন রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান মাইক কেলী সহ অন্যরা। এই মামলায় তাঁরা ডাকযোগের ভোট বাতিল ও ভোটের সার্টিফিকেশন বন্ধ রাখতে আদালতে আরজি জানিয়েছিলেন। কিন্তু আদালত মামলা ডিসমিস করে দেন!

আচ্ছা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এতো টাকা পয়সা কেন জলে ঢালছেন! নিট রেজাল্টতো হার এবং কেবল হার!

-শোনলাম প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের একজন হতাশাগ্রস্ত ডোনার যিনি আড়াই মি-লিয়ন ডলার ট্রাম্পের ক্যাম্পেইনকে দিয়েছিলেন এখন ফেরৎ চেয়ে আদালতে মোকদ্দমা করতে চলেছেন!

তাই নাকি! আচ্ছা জর্জিয়ার সিনেট রানঅফ ইলেকশনের কি খবর, কে জিতবে জর্জিয়ায় তোমার

কি মনে হয়? ডালিয়া থামলো।

-ষ্টেসি আব্রাহাম যেভাবে জর্জিয়ায় কাজ করে চলেছেন তাতে ডেমোক্রাটেদর জেতার কথা। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রাটরা সেই ফসল ঘরে তুলেছে। দীর্ঘ ২৮ বছর পর জর্জিয়ায় ডেমোক্রাট

পার্টির জয় হলো। জর্জিয়ার জয়লাভের ক্রেডিড ষ্টেসিকে দিতেই হবে। তাঁর একটা সাক্ষাৎকার দেখেছি। সেখানে তিনি নিজেই বলেছেন তিনি মূলত ২০১৩ সাল থেকে জর্জিয়ার তৃণমূল ভোটারদের নিয়ে কাজ করছেন।

তাঁর ফেয়ার ফাইট জর্জিয়াকে আমূল বদলে দিয়েছে। যদিও তিনি নিজে ২০১৮ সালে গভর্নর পদে নির্বাচন করে ৫৫ হাজার ভোটে হেরে যান। কিন্তু এরপরও তিনি হাল ছেড়ে দেননি। যা ২০২০ সালে ফল বয়ে আনলো ডেমোক্রাটেদর জন্য। তাহলে কি ডেমোক্রাট প্রার্থী জন অসফ ও রাফায়েল ওয়ারনকের বিজয়ের সম্ভাবনা রয়েছে নাকি?

ডালিয়া জানতে চাইল।

-জরিপ গুলো বলছে হাডডাহাড্ডি প্রতিদ্বন্দ্বীতা হবে।

ধুর, জরিপ। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জরিপের ফলাফল কি বলেছিল শুনি। এগুলো এখন আর বিশ্বাস করা যায়না।

-হ্যাঁ তোমার কথাতো কিছুটা হলেও সত্য। জরিপে ত্রুটি ছিল, কিন্তু তা একেবারে ঠিক ছিলনা তা বলা যাবেনা। প্রথমত জরিপ পরিচালিত হয়েছিল টেলিফোনে এটা আমাদের বুঝতে হবে। দ্বিতীয়ত সব জরিপের একটি পারসেন্টেজ অব এ্যরর থাকে।

যাই হোক তাই বলে জরিপ মানবোনা বা এই জরিপ কাজ বন্ধ হয়ে যাবে তাতো নয়।

আচ্ছা, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে বললেন, ২০ জানুয়ারী। ২০-এর মধ্যে অনেক কিছুই ঘটতে পারে, এটা কিসের ইঙ্গিত। তিনি কি বুঝাতে চাইলেন।

-যে যেমন বুঝবে বিষয়টি অনেকটা সেরকম। যেমোন ধরো তুমি ভাবলে সত্যি কিছু একটা ঘটতে চলেছে পর্দার আড়ালে। কিন্তু তেমোন কিছু ঘটার কোন কারণ দেখছি না।এটা একটা কথার কথা বলেই ধরে নিতে পার।

তিনি কি সত্যিই ক্ষমতা ছেড়ে যাবেন?

-যেতে নাহি দিব,তবু যেতে হয়। এই আরকি। হোয়াইট হাউসে ইতিমধ্যে নতুন প্রেসিডেন্টের শপথ

অনুষ্ঠানের মঞ্চ তৈরির কাজও শুরু হয়ে গেছে দেখলাম।

তাই নাকি।

-ডেটলাইন জানুয়ারী। প্রথম সপ্তাহ অতিক্রান্ত হতে চলেছে হঠাৎ রুডির ডাক পড়লো হোয়াইট হাউসে। ব্যস্ত রুডি ত্রস্ত পায়ে প্রবেশ করলেন।

গুড মনিং স্যার। গুড মনিং ওয়েলকাম বডি। থ্যাংকু থ্যাংকু। রুডি স্বভাব সুলভ ঘামছেন, অনবরত। প্রেসিডেন্ট বললেন বডি এই শীতের সকালে এতো ঘামছেন কেন? এত গরম কাপড় পরেছি, তাছাড়া রুমে হিট একটু বেশী মনে হয়। আচ্ছা রুডি কি করলেন, মামলা মোকদ্দমার বিষয়টি। রুডি বললেন আপনি নিশ্চন্তে যান। আমি আছি না আপনার কোন চিন্তা নাই। সব টেনশন আমার হা হা।

প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন কোথায় যাবো?

ফ্লোরিডায় যান আপাতত। যা চমৎকার জল বায়ু ওখানে। তাছাড়া ৪ বছরের কি খাটুনি! তবে-

বলছিলাম কি আমার..।

কি আপনার? এই সবার পারডন তো হয়ে গেছে। অফিস ছাড়ার আগে আমার পারডনটা সই করতে ভুইলেন না কিন্তু! (চলবে)

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الاتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice



Sheikh Salim
Attorney at Law

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে **(Loan Modification)** ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে **(Foreclosure)** ফ্রি সহায়তা
- আরইও **(REO)** বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর **(Taxlien)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের **(Short Sale)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ **(Mix Use)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড
কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রিটার্ন নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



EAKUB A KHAN CPA PC

Certified public accountant in Queens, New York
7535 31st Ave #206a, East Elmhurst, NY 11370

Hours:
Open · Closes 6PM
Phone: (718) 424-6300

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ - ফ্যামিলি পিটিশন - NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট - এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষেনড়ৎড়ঁময় জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎন্ু, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com



যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।



Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver
Attorney at Law
(917) 533-1033

Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW
IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK

Nazmul Chowdhury
Assistant to Mr. Silver
(917) 533-0287

Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1242

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

তড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



* স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
* জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
* মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
* Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এক্সিডেন্টিড অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

ম্যারাডোনার হ্যান্ড অফ

(প্রথম পাতার পর)

বিরুদ্ধে এই বিতর্কিত গোল সেই ইংল্যান্ডেই কেন জার্সি? মেক্সিকো সিটিতে ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপের সেই কোয়ার্টার ফাইনালের পর ইংল্যান্ডের ওই ম্যাচের মিডফিল্ডার স্টিভ হজের সঙ্গে জার্সি বদল করেন ম্যারাডোনা।

স্টিভ বলেছিলেন, 'টানেলের ভিতর দিয়ে ফেরার সময় ম্যারাডোনার সঙ্গে সেদিন জার্সি বদল করতে পেরেছিলাম।' সেই জার্সিই নিলামের প্রস্তাব দিচ্ছেন আমেরিকার এক নিলাম সংস্থার প্রধান ডেভিড আমেরমান। তিনি বলেন, 'ওই জার্সির দাম নির্ধারণ করা কঠিন। তবে ২০ লাখ ডলার খরচ করতে রাজি থাকবেন যে কেউ।' অর্থাৎ টাকার হিসাবে প্রায় ১৪ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা দাম উঠতে পারে বলে ডেভিডের মনে হচ্ছে।

তবে এখনই নিলামে উঠছে না জার্সি। প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে মাত্র। এর আগে ম্যারাডোনার রুকি ফুটবল কার্ডের একটি প্রতীক ৭ লাখ ৩৯ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছিল বলে জানিয়েছেন ডেভিড। এখন সেটির দাম আরও বেশি হতে পারে বলে তার ধারণা।

আনএমপ্লয়মেন্ট নিয়ে

(শেষের পাতার পর)

বড় অংশ পেশা পরিবর্তন করছেন। এদিকে বৈশ্বিক কর্মহীনতা (করোনা) মহামারী সহায়তা বা পেনডামিক আনএমপ্লয়মেন্ট এসিসটেন্স সংক্ষেপে- পোয়া, এর ৬শ ডলার ফেডারেল থেকে পাওয়া সহায়তা বন্ধ রয়েছে কয়েকমাস থেকে। আর যারা সাপ্তাহিক ভাতা পাচ্ছেন সেটি নগণ্য হওয়ার কারনে হিমশিম খাচ্ছেন অভিবাসীরা। এছাড়া কমিউনিটিতে আলোচিত হচ্ছে মিথ্যা তথ্যদিয়ে আনএম্প্লয়মেন্ট আবেদনকারীদের কাছে আসা জরিমানার চিঠি। আনএম্প্লয়মেন্ট আবেদন শেষ হওয়া নিয়ে অনেকের মনে রয়েছে নানা প্রশ্ন এবং কৌতুহল। এছাড়া অনেকে বিষয়টি জটিল মনে করছেন, প্রশ্নের জবাব পাচ্ছেন না কেউ কেউ। এ ব্যাপারে বাংলা পত্রিকার সাথে কথা বলেছেন সমাজকর্মী জয়দেব গায়েন। তিনি বলেন, বাইডেন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের দিকে সবাই থাকিয়ে রয়েছেন, মার্চ মাসে ডিপার্টমেন্ট অব লেবারে যারা আবেদন করেছেন তাদের এক বছর পূর্ণ হবে, এর পর বেকার ভাতা বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি জানান যারা বাংলাদেশ থেকে নতুন আসছেন তারা বেশী সমস্যায় পড়ছেন, কারন তারা কাজ পাচ্ছেন না। যুক্তরাষ্ট্রে কাজ না থাকলে অনেক সুবিধা পাওয়া কস্টকর হয়ে যায়। গত ২১ মার্চ থেকে উদ্বিগ্ন কমিউনিটিকে সহায়তার কাজ শুরু করেন জয়দেব এখনো তিনি সহায়তা অব্যাহত রেখেছেন। জয়দেব জানান অনেকে জরিমানার চিঠি পাচ্ছন, তাড়াহুড়ো করে আবেদন জমা দেওয়া এবং সচেতনতার অভাবে এমন হয়েছে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, গত মার্চ মাসে শুরু হওয়া বৈশ্বিক মহামারী করোনায় যুক্তরাষ্ট্রে কোটি ২২ লাখ মানুষ বেকার হোন। পরবর্তীতে এককোটি ১২লাখ মানুষ কাজে ফিরেন গত আগস্ট মাসে অবস্থার উন্নতির প্রেক্ষিতে। সম্প্রতি দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হলে আবার বাড়ছে বেকারত্ব। নীরবতা এখন পুরো যুক্তরাষ্ট্রে, বন্ধ আছে ক্ষুদ্র ব্যবসা, মাঝারী ব্যবসাসহ বৃহৎ অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। বন্ধ রয়েছে বাংলাদেশী অনেক প্রতিষ্টান। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ঝুলছে ভাড়া সাইনবোর্ড।

নিউইয়র্কের সাবেক মেয়র

(৪৬ পাতার পর)

পালন করেন। তাঁর দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে নিউইয়র্ক সিটির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ছিলো। তিনি দক্ষতার সাথে সেই পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন এবং জয়ী হন। তাঁর সময়কালে নিউইয়র্ক সিটিতে মুসলমানদের দুই সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল ফিতর ও পবিত্র ঈদুল আযহার রাস্তায় পার্কিং সুবিধা শুরু হয় বলে জানা গেছে। এছাড়াও তার সময়ই প্রথম বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দকে স্বীকৃতি স্বরূপ প্রোকলেমেশন প্রদানের মাধ্যমে সিটি হলে সম্মান জানানো হয়। এছাড়া ডেভিড ডিনকিন্স তাঁর দীর্ঘ জীবনের বিভিন্ন সময়ে ম্যানহাটান বরোর ২৩তম প্রেসিডেন্ট, নিউইয়র্কের অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ৭৮ এর অ্যাসেম্বলীম্যান ছিলেন। তিনি ডেমোক্র্যাট দলীয় রাজনীতি করতেন।

সোমবার রাতে টুইটারে তার উত্তরসূরি নিউইয়র্কের সাবেক মেয়র ও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রধান আইন উপদেষ্টা রুডি জুলিয়ানী ডিনকিন্সকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে সিটির সেবায় ডিনকিন্স যে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন সে কথাও উল্লেখ করেছেন।

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স-একাউন্টিং-নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১ $ 7.00
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট

প্যাকেজ-২ $ 8.00
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট

প্যাকেজ-৩ $10.00
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট

প্যাকেজ-৪ $11.00
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

ইসলামে সম্প্রীতির

(শেষের পাতার পর)

এমন বায়ু প্রবাহিত করে যা মানুষের দেহের সুস্থতায়, দৈহিক শক্তি-সামর্থ্যে, তার আত্মায়, সকল ধর্মের সাথে প্রীতিময় সম্পর্ক গড়ে তোলাসহ সর্ব দিক দিয়ে মানুষকে সতেজ করে।

আবহমানকাল থেকে বাংলা ভূখন্ডে নানা জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্মমতের অনুসারীরা পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে মিলেমিশে একত্রে বসবাসের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বা আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির ঐতিহ্য সংহত রেখেছে। যার যার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে এটাই ইসলামের শিক্ষা। কেননা একই আদম হাওয়া থেকে আমাদের সবার উদ্ভব। কে কোন ধর্মের অনুসারী তা মূল বিষয় নয়, বিষয় হল আমরা সবাই মানুষ। মানুষ হিসেবে আমরা সবাই এক জাতি।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, 'হে মানব জাতি! আমি নর ও নারী থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি। আর আমি বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রে তোমাদের বিভক্ত করেছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার' (সুরা আল হুজুরাত, আয়াত: ১৩)।

এই আয়াত বিশ্ব-মানবের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের মহাসনদ। জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অথবা বংশগত গৌরবের মিথ্যা ধারণা থেকে উদ্ভূত আভিজাত্যের প্রতি এ আয়াত কুঠারাঘাত করেছে। এক জোড়া পুরুষ-মহিলা থেকে সৃষ্ট মানবমন্ডলীর সদস্য হিসেবে সকলেই আল্লাহতায়ালার সমক্ষে সমমর্যাদার অধিকারী। চামড়ার রং, ধন-সম্পদের পরিমাণ, সামাজিক মর্যাদা, বংশ ইত্যাদির দ্বারা মানুষের মর্যাদার মূল্যায়ন হতে পারে না। মর্যাদা ও সম্মানের সঠিক মাপকাঠি হলো ব্যক্তির উচ্চমানের নৈতিক গুণাবলী এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতা। বিশ্ব মানব একটি পরিবার বিশেষ।

জাতি, উপজাতি, বর্ণ, বংশ ইত্যাদির বিভক্তি কেবল পরস্পরকে জানার জন্য, যাতে পরস্পরের চারিত্রিক ও মানসিক গুণাবলী দ্বারা একে অপরের উপকার সাধিত হতে পারে।

মহানবীর (সা.) মৃত্যুর অল্পদিন আগে বিদায় হজের সময় বিরাট ইসলামী সমাগমকে সম্বোধন করে তিনি (সা.) উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'হে মানবমন্ডলী! তোমাদের আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং তোমাদের আদি পিতাও এক। একজন আরব একজন অনারব থেকে কোনো মতেই শ্রেষ্ঠ নয়। তেমনি একজন আরবের ওপরে একজন অনারবেরও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

একজন সাদা চামড়ার মানুষ একজন কালো চামড়ার মানুষের চাইতে শ্রেষ্ঠ নয়, কালোও সাদার চাইতে শ্রেষ্ঠ নয়। শ্রেষ্ঠত্বের মূল্যায়ন করতে বিচার্য বিষয় হবে, কে আল্লাহ ও বান্দার হক কতদূর আদায় করলো। এর দ্বারা আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী সেই ব্যক্তি, যিনি সর্বাপেক্ষা বেশি ধর্মপরায়ণ' (বায়হাকি)।

এই মহান শব্দগুলো ইসলামের উচ্চতম আদর্শ ও শ্রেষ্ঠতম নীতি-মালার একটি দিক উজ্জলভাবে চিত্রায়িত করেছে। শতধা-বিভক্ত একটি সমাজকে অত্যাধুনিক গণতন্ত্রের সমতা-ভিত্তিক সমাজে ঐক্যবদ্ধ করার কী অসাধারণ উদাত্ত আহবান।

ধর্ম নিয়ে যারা আজ অতি বাড়াবাড়ি করছে তাদের কাছে জানতে চাই, ধর্ম কি নৈরাজ্য সৃষ্টির নাম, ধর্মের নাম কি রক্তপাত? মোটেও তা নয়, ধর্ম শান্তির নাম।

ইসলাম সব ধর্মের উপাসনালয়কে শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখারও নির্দেশ দিয়েছে এবং কারো উপাসনালয়ে হামলা চালানোকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। শুধু তা-ই নয় বরং অমুসলিমরা যেসবের উপাসনা করে সেগুলোকে গালমন্দ করতেও আল্লাহপাক বারণ করেছেন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক বলেছেন- 'আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদের উপাস্যরূপে ডাকে তোমরা তাদের গালমন্দ করো না। নতুবা তারা শত্রুতাবশত না জেনে আল্লাহকেই গালমন্দ করবে' (সুরা আন আম: ১০৮)। এ

আয়াতে শুধু প্রতিমা পূজারীদের সংবেদনশীলতারপ্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ দান করা হয়নি বরং সকল জাতি এবং সকল সম্প্রদায়ের মাঝে বন্ধুত্ব এবং সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব হলো, ইসলাম প্রত্যেক মানুষকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে। এই স্বাধীনতা কেবল ধর্ম-বিশ্বাস লালন-পালন করার স্বাধীনতা নয় বরং ধর্ম না করার বা ধর্ম বর্জন করার স্বাধীনতাও এই ধর্মীয় স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেছেন, 'তুমি বল, তোমার প্রতিপালক-প্রভুর পক্ষ থেকে পূর্ণ সত্য সমাগত, অতএব যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা সে অস্বীকার করুক' (সুরা কাহাফ, আয়াত : ২৮)।

সত্য ও সুন্দর নিজ সত্তায় এত আকর্ষণীয় হয়ে থাকে যার কারণে মানুষ নিজে নিজেই এর দিকে আকৃষ্ট হয়। বলপ্রয়োগ বা রাষ্ট্রশক্তি নিয়োগ করে সত্যকে সত্য আর সুন্দরকে সুন্দর ঘোষণা করানো অজ্ঞতার পরিচায়ক।

ফার্সিতে বলা হয়, সূর্যোদয়ই সূর্যের অস্তিত্বের প্রমাণ। এই নিয়ে গায়ের জোর খাটানোর বা বিতন্ডার অবকাশ নেই। সূর্যোদয় সত্ত্বেও কেউ যদি সূর্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে বোকা বলা যেতে পারে কিন্তু তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার কিছুই নেই।

ঠিক তেমনি কে আল্লাহকে মানলো বা মানলো না, কে ধর্ম পালন করলো বা করলো না, এটা নিয়ে এ জগতে বিচার বসানোর কোন শিক্ষা ইসলাম ধর্মে নেই। বরং এর বিচার পরকালে আল্লাহ নিজে করবেন বলে তার শেষ শরীয়ত গ্রন্থ আল কোরআনে বার বার জানিয়েছেন। এ স্বাধীনতা কাজে লাগিয়ে (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের

(শেষের পাতার পর)

মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। কিন্তু আপনি যখন বাড়ি ক্রয় করবেন তখন এই মর্টগেজ আপনার জন্য কি সঠিক অপশন?

প্রতিটি মর্টগেজ ঋণের ক্ষেত্রেই হোক সে ১০, ১৫ বা ৩০ বছরের জন্য। সবগুলোতেই যেমন কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, সেই সাথে কিছু ভালো দিকও আছে। তবে এগুলোর মধ্যে আপনার জন্য কোনটি সেরা হবে সেটা নির্ভর করে আপনার পরিস্থিতির ওপর। সাধারণত যে মর্টগেজ ঋণগুলো কম সময়ের জন্য যেমন ১০ বা ১৫ বছরের জন্য সেগুলোর ইন্টারেস্ট রেইট তুলনামুলকভাবে ২০ বা ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণের ইন্টারেস্ট রেইট থেকে কিছুটা কম। সেই সাথে আপনি যদি ডলার মূল্যে সবকিছু বিবেচনা করেন তবে ১৫ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনাকে যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতে হবে তা হবে ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনি যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতেন তার অর্ধেক মাত্র। এসব বিষয়ে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি। প্রয়োজনে ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নম্বারে যোগাযোগ করুন।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course; 4 Hours Each Class; Total 32 Classes (4 days/week); Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course; 5 days/week; Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade; 8 weeks course; 3 Hrs./day, 4 days/week; Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education Is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

ইসলামে সম্প্রীতির

(৩৮ পাতার পর)

সমাজে আস্তিকও থাকবে, নাস্তিকও থাকবে। মুসলমানও থাকবে, খ্রিস্টানও থাকবে, হিন্দুও থাকবে এবং অন্যান্য মতাবলম্বীরাও থাকবে।

মহানবী (সা.) সমাজের সর্বক্ষেত্রে এবং সকল জাতির মাঝে শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। এমনকি খ্রিস্টানদের নাগরিক ও ধর্মীয়-অধিকারকেও তিনি নিশ্চিত করেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা যেন বলবত থাকে সেই ব্যবস্থাও করেছেন।

খ্রিস্টানদের নাগরিক ও ধর্মীয়-অধিকার নিশ্চিতকারী মহানবী (সা.) প্রদত্ত ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের ঘোষণা পত্রে উল্লেখ রয়েছে, 'এটি মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (সা.) প্রণীত কাছের এবং দূরের খ্রিষ্টীয় মতবাদ পোষণকারী প্রত্যেকের জন্য ঘোষণা পত্র: আমরা এদের সাথে আছি। নিশ্চয়ই আমি নিজে আমার সেবকবৃন্দ মদিনার আনসার এবং আমার অনুসারীরা এদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছি।

কেননা খ্রিস্টানরা আমার দেশের নাগরিক। আর আল্লাহর কসম! যা কিছুই এদের অসন্তুষ্টি ও ক্ষতির কারণ হয় তার ঘোর বিরোধী। এদের প্রতি বলপ্রয়োগ করা যাবে না, এদের বিচারকদেরকে তাদের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা যাবে না আর এদের ধর্মযাজকদেরকেও এদের আশ্রয় থেকে সরানো যাবে না।

কেউ এদের উপাসনালয় ধ্বংস বা এর ক্ষতিসাধণ করতে পারবে না। কেউ যদি এর সামান্য অংশও আত্মসাৎ করে সেক্ষেত্রে সে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গকারী এবং তার রাসুলের অবাধ্য সাব্যস্ত হবে।

নিশ্চয়ই এরা (অর্থাৎ খ্রিস্টানরা) আমার মিত্র এবং এরা যেসব বিষয়ে শঙ্কিত, সেসব বিষয়ে আমার পক্ষ থেকে এদের জন্য রয়েছে পূর্ণ নিরাপত্তা। কেউ এদেরকে জোর করে বাড়ী ছাড়া করতে পারবে না অথবা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতেও এদের বাধ্য করা যাবে না। বরং মুসলমানরা এদের জন্য যুদ্ধ করবে। কোন খ্রিস্টান মেয়ে যদি কোন মুসলমানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সেক্ষেত্রে তার (অর্থাৎ সে মেয়ের) অনুমোদন ছাড়া এটি সম্পাদিত হতে পারবে না। তাকে তার গির্জায় গিয়ে উপাসনা করতে বাধা দেয়া যাবে না।

এদের গির্জাগুলোর পবিত্রতা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। এগুলোর সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে বাধা দেয়া যাবে না। আর এদের ধর্মীয় অনুশাসনগুলোর পবিত্রতা-হানী করা যাবে না। এ ঘোষণা পত্র কিয়ামত দিবস পর্যন্ত এই উম্মতের সদস্য লঙ্ঘন করতে পারবে না। [অগ্রপথিক সীরাতুন্নবী (সা.) ১৪১৬ হিজরী, ১০ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা, ১ম সংস্করণ, আগষ্ট ১৯৯৫]

একটু ভেবে দেখুন, কি চমৎকার শিক্ষা! বিশ্বনবী, মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠিত নীতি হলো, যে যে ধর্মেরই হোক না কেন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাদের জাগতিক অবস্থান সমান। এটি নিছক একটি ঘোষণাই ছিল না।

বরং মহানবী (সা.) মদিনার শাসনকাজ পরিচালনাকালে এর সুষ্ঠ বাস্তবায়নও করেছিলেন। যারা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে বা যারা একাজে অতি উৎসাহী তাদের জন্য মহানবী (সা.)-এর বিদায় হজের ভাষণ থেকে একটি সতর্কবাণী উল্লেখ করে শেষ করছি।

মহানবী (সা.) বলেন: 'হে মানবমন্ডলী! সাবধান, তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। কেননা তোমাদের পূর্বের জাতিগুলো ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে' (ইবনে মাজা, কিতাবুল মানাসিক)।

তাই আসুন, ধর্মীয় মতবিরোধ পরিহার করে সকল ধর্মের অনুসারীকে ভালোবসাতে শিখি।

আল্লাহতায়ালা আমাদের সবাইকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালনার তৌফিক দান কররুন, আমিন।

লেখক: গবেষক ও কলামিস্ট

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়দি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিষ্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল' ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

* Immigration
* Asylum Cases
* Divorce
* Title Insurance
* Real Estate Closing
* Investment Visa E2 EB5
* Deportation Defense
* Criminal Defense Cases
* Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেসন কেস।

JUSTICE law firm

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Fornt of 26 Fedarel Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- **ইমিগ্রেশন** সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, *EA*

Admitted to practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea NYSSEA IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ইনকাম ট্যাক্স

INCOME TAX

ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও জেনারেল সার্ভিসের জন্য একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

AUTHORIZED e-file Provider

অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন

শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বৎসর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগঃ আবুল কালাম
T: 718-274-1908, F: 718-728-2293
email: primebrokerage34@gmail.com
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call
718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে



Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS. FILM. COLOGNES.
PERFUMES. VITAMINS. NON-PRESCRIPTION DRUGS.
HOUSEHOLD GOODS. BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

দেশী দুর্নীতিবাজরা আতংকে

(প্রথম পাতার পর)

বাংলাদেশিদের তালিকা প্রসঙ্গে' শিরোনামে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব মাসুদ বিন মোমেনের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন দুদকের মানি লন্ডারিং বিভাগের মহাপরিচালক আ ন ম আল ফিরোজ। পাঠানো চিঠিতে বিনিয়োগকারী হিসেবে যেসব বাংলাদেশি নাগরিক পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন, তাদের সম্পর্কে তথ্য বা তালিকা দূতাবাসের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো উপায়ে সংগ্রহের কথা বলা হয়।

সরকার মনে করছে, দুর্নীতির সাথে জড়িতদের একটি বড় অংশ যুক্তরাষ্ট্রের খোলা বাজারে বড় ধরনের অর্থ পাচার করেছে। তারা এখানে বিভিন্ন নামে বড় বড় ব্যাবসা ও বিশেষ করে রিয়েল এস্টেট ব্যাবসার সাথে সম্পৃক্ত। এব্যাপারে বাংলাদেশী কতিপয় রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী সরকারী তদন্ত সংস্থার চোখে রয়েছেন বলে সূত্র জানিয়েছে।

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আবদুল মোমেন বলেছিলেন, কানাডার টরেন্টোতে বাড়ি করেছেন- এমন বাংলাদেশিদের ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ২৮টি ঘটনার অধিকাংশ সরকারি কর্মকর্তা। এরপরই নড়েচড়ে বসে সংশ্লিষ্টরা। পাশাপাশি উচ্চ আদালত থেকেও তাদের তথ্য চাওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) বলছে, পাচার বন্ধে কৌশলপত্র তৈরির কাজ করছেন তারা। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, টাকার বন্ধের ব্যাপারে দেশে আইন-কানুনের কোনো অভাব নেই। কিন্তু এর বাস্তবায়নে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক সদিচ্ছা জরুরি।

জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আবদুল মোমেন বুধবার বলেন, কানাডার টরেন্টোতে যেসব বাংলাদেশিদের ঘরবাড়ি আছে, সেখানে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছিলাম, এর মালিক কারা। তাতে সরকারি চাকরিজীবী বেশি।

তবে এটি কোনো অফিসিয়াল বা সরকারি জরিপ নয়। সে কারণে কোনো ভেরিফাইড রিপোর্ট পাইনি। আমরা ব্যক্তিগতভাবে তথ্য নিয়েছি। আর কীভাবে তারা টাকা নিয়েছে, সেটি এখনও পরিষ্কারভাবে বলা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, আপনারাও নিজস্ব সোর্স থেকে বা বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ মঙ্গলবার বলেন, সরকারি কর্মকর্তাদের অর্থ পাচারের অপরাধ তদন্তের আইনি এখতিয়ার দুদকের রয়েছে। যেসব সরকারি কর্মকর্তা দেশের বাইরে অর্থ পাচার করছেন, কানাডার বেগমপাড়াসহ অন্যান্য বাড়িঘর করেছেন, তাদের বিষয়ে দুদক থেকে খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, কেউ আইনের উর্ধ্বে নন। জড়িতরা যত বড় শক্তিশালীই হোক, তাদের আইনি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে চায় কমিশন।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, টাকা পাচার বন্ধে টেকনিক্যাল নয়, রাজনৈতিক সমাধান জরুরি। তার মতে, বাংলাদেশে টাকা পাচারের বিরুদ্ধে আইনের কোনো ঘাটতি নেই। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক, আর্থিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাও আছে।

কিন্তু রাজনৈতিক উৎসাহের অভাবে এগুলো কার্যকর হয় না। তবে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে নির্দেশ এলে, এগুলো দ্রুত কার্যকর হয়। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ক্যাসিনোসহ অন্যান্য দুর্নীতি উৎঘাটনের ক্ষেত্রে শিক্ষা পেয়েছি, সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরে এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ও টেকসই হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে। দ্বিতীয়ত, টাকা বিদেশে নিয়ে যাওয়ার কারণ হল দেশের উচ্চপর্যায়ের মানুষগুলো বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে বিশ্বাস করেন না।

বিশেষ করে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো থেকে যারা সুবিধা নিয়েছেন, তারা বাংলাদেশের ভবিষ্যতের ওপর আস্থা রাখেন না। এছাড়া অনেকের আয় আইন ও বিধিসম্মত নয়। এজন্য তারা টাকা বিদেশে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। কারণ তারা এ দেশে টাকা রাখা নিরাপদ বোধ করেন না।

দুদকের চিঠিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের নাগরিকদের একাংশ এদেশ থেকে অর্থ পাচার করে বিদেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। বহুল আলোচিত পানামা পেপারস, প্যারাডাইস পেপারস ইত্যাদি কেলেঙ্কারিতে বিভিন্ন বাংলাদেশি নাগরিকের নামও উঠে এসেছে। এ ধারা রোধ করা সম্ভব না হলে অর্থনৈতিক গতিশীলতা ভবিষ্যতে থমকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশি নাগরিকদের বিদেশে অর্থ পাচারের মাধ্যমে নাগরিকত্ব গ্রহণের প্রবণতা রোধ করা প্রয়োজন। এ জন্য সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে পাচারকৃত সম্পদ দেশে ফিরিয়ে আনার বিকল্প নেই। এটি একদিকে অপরাধীদের সাজা নিশ্চিত করবে, অন্যদিকে দেশীয় সম্পদ ফেরত আনার পাশাপাশি অন্যদের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে, যা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবেও কাজ করবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পাশাপাশি রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে পাচারকৃত সম্পদ বিনিয়োগের মাধ্যমে নাগরিকত্ব গ্রহণকারী বাংলাদেশিদের তথ্য কূটনৈতিক চ্যানেলে সংগ্রহ করে দুদকে সরবরাহ করলে কমিশন দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হতে পারবে। চিঠিতে বলা হয়, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে মিস-ইনভয়েসিং, হুন্ডি, ব্যাক ক্যাশ-ট্রান্সফার ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন দেশে পাচার হয়। এতে বাংলাদেশের প্রত্যাশিত উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশকে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার জন্য যে পরিমাণ দেশীয় বিনিয়োগ করা প্রয়োজন, তা নিশ্চিত করতে হলে অর্থ পাচার রোধ করা একান্ত প্রয়োজন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বিভিন্ন দেশের আইন অনুসারে সরকারিভাবে এসব তথ্য দেওয়ার সুযাগ অত্যন্ত ক্ষীণ। বেশির ভাগ দেশেই এ সংক্রান্ত তথ্য গোপন রাখার বিষয়টি আইনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে। তারপরও দুদকের চিঠির সূত্র ধরে কানাডা ও মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোকে কাজে লাগানো হয়েছে। এরই সূত্র ধরে অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন তথ্য আসতে শুরু করেছে। কানাডা প্রবাসীদের মাধ্যমে কিছু বাংলাদেশির যে তথ্য আসে তা-ই সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন। ২৮ বাংলাদেশির বিষয়ে পাওয়া তথ্যে সরকারি কর্মকর্তারাই বেশি বলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানালে হাই কোর্টও এ তথ্য জানতে চায়। কিন্তু ভেরিফায়েড তথ্য না হওয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে এ তথ্য প্রকাশ করতে রাজি নয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তবে তথ্য সংগ্রহের কাজ আরও চলবে। প্রয়োজনে অনানুষ্ঠানিকভাবে অন্যান্য দেশের তথ্যগুলোও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে।

জানা যায়, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এর পাশাপাশি অর্থ পাচার রোধে সরকারের একাধিক সংস্থা কাজ করছে। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-এর সঙ্গে কাজ করছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও। বাংলাদেশে পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনার নজিরও রয়েছে। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর পাচার করা অর্থ ফেরত এসেছে। ২০১২ ও ২০১৩ সালে তিন দফায় সিঙ্গাপুরের একটি ব্যাংকে থাকা ২১ কোটি টাকারও বেশি অর্থ ফেরত আনা হয়েছে। তবে প্রক্রিয়া খুবই জটিল ও সময়সাপেক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির (জিএফআই) মার্চে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশ থেকে অস্বাভাবিক হারে টাকা পাচার বেড়েছে। ২০১৫ সালে ৯৮ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে। এ পরিমাণ অর্থ দিয়ে চারটি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব। জিএফআইর তথ্য মতে, গত সাত বছরে বাংলাদেশ থেকে ৫ হাজার ২৭০ কোটি ডলার পাচার হয়েছে। স্থানীয় মুদ্রায় যা সাড়ে ৪ লাখ কোটি টাকা। এ ছাড়াও সুইস ব্যাংক, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের সংগঠন আইসিএজে প্রকাশিত পানামা ও প্যারাডাইস পেপারসেও টাকা পাচারের তথ্য এসেছে। এর মধ্যে মালয়েশিয়ার সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত দেশটির সেকেন্ড হোমে বাংলাদেশিরা সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে। কানাডায় বাংলাদেশিরা বেগমপাড়া গড়ে তুলেছেন। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংস্থা ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্কের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে বছরে ৬ হাজার কোটি টাকার কর ফাঁকি দিচ্ছে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি ও ব্যক্তি। যা মোট কর রাজস্বের সাড়ে ৩ শতাংশ এবং স্বাস্থ্য খাতের ব্যয়ের ৬২ শতাংশের সমান। এ টাকা কম করের বিভিন্ন দেশে পাচার করা হচ্ছে।

এদিকে সম্প্রতি যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংস্থা ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্কের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে বছরে ৬ হাজার কোটি টাকার কর ফাঁকি দিচ্ছে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি ও ব্যক্তি। যা মোট কর রাজস্বের সাড়ে ৩ শতাংশ এবং স্বাস্থ্য বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান আবু হেনা মোহা. রাজী হাসান বলেন, মন্ত্রী যাদের কথা বলেছেন, সরকারি কর্মকর্তাদের অর্থ পাচারের কোনো তালিকা এখনও আমাদের কাছে আসেনি। তবে আমরা কাজ করছি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আমাদের কাছে কোনো তথ্য চাইলে তা দিয়ে সহায়তা করা হচ্ছে।

পাশাপাশি টাকা পাচার বন্ধ ও বিদেশে টাকা ফিরিয়ে আনার জন্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে একটি কৌশলপত্র তৈরি হচ্ছে। ইতোমধ্যে এর কাজ কিছুটা এগিয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, সবার আগে চিহ্নিত করতে হবে, টাকা পাচারকারী এ সরকারি কর্মকর্তা কারা। এরপর কীভাবে পাচার করা হল এবং এর সঙ্গে কারা জড়িত তাদের বিচার করতে হবে। তিনি বলেন, ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তারা টাকায় আয় করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) মার্চে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশ থেকে অস্বাভাবিক হারে টাকা পাচার বেড়েছে। ২০১৫ সালে ৯৮ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে। এ পরিমাণ অর্থ দিয়ে ৪টি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব। জিএফআইর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২টি প্রক্রিয়ায় এ অর্থ পাচার হয়েছে।

এর মধ্যে রয়েছে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি মূল্য বেশি দেখানো (ওভার ইনভয়েসিং) এবং রফতানিতে মূল্য কম দেখানো (আন্ডার ইনভয়েসিং), হুন্ডি ও বিওআইপি ব্যবসা। জিএফআইর তথ্য মতে, গত ৭ বছরে বাংলাদেশ থেকে ৫ হাজার ২৭০ কোটি ডলার পাচার হয়েছে। স্থানীয় মুদ্রায় যা সাড়ে ৪ লাখ কোটি টাকা।

প্রতি বছর গড়ে পাচার হয়েছে প্রায় ৬৪ হাজার কোটি টাকা। টাকা পাচারে বিশ্বের শীর্ষ ৩০ দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশের নাম। এছাড়া অর্থ পাচারে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। সংস্থাটির মতে, বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যের প্রায় ১৯ শতাংশই কোনো না কোনো ভাবেই পাচার হচ্ছে। এছাড়াও সুইস ব্যাংক, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের সংগঠন আইসিএজে প্রকাশিত পানামা ও প্যারাডাইস পেপার্সেও টাকা পাচারের তথ্য এসেছে। এর মধ্যে মালয়েশিয়ার সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত দেশটির সেকেন্ড হোমে বাংলাদেশিরা বেগমপাড়া গড়ে তুলেছেন। কানাডায় বাংলাদেশিরা বেগমপাড়া গড়ে তুলেছেন।

বিদায় ছোটলু ভাই! ওপারে

(শেষের পাতার পর)

অবস্থা খারাপ হলে হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানেই শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করলেন। '৭৬ বছর বয়সে অনন্তের পথে পাড়ি জমালেন অভিনয় সম্রাজ্যের এক দিকপাল আলী যাকের, আমাদের প্রিয় ছোটলু ভাই। এই বয়সটা যে চলে যাওয়ারই তা কিন্তু নয়, আরও অনেক কিছু দেয়ার ছিল করার ছিল সংস্কৃতির অঙ্গনের জন্য। কিন্তু এমন এক মরন-ঘাতি রোগ, এ পর্যন্ত যার কোন চিকিৎসাই বের হলো না! এ যেন রূপকথার সেই দুর পাহাড়ের দানব, নিশ্চিত মৃত্যু হয়ে একদিন আসবে- শেষ দিনটি পর্যন্ত তার জন্য নির্বাক প্রতীক্ষা! ছোটলু ভাইকেও রাখা গেল না, অমোঘ মৃত্যু কেড়ে নিয়ে গেল জগৎ সংসার থেকে।

আমার একজন প্রিয় অভিনয়শিল্পী ছিলেন আলী যাকের। সেই '৭২ সালে ইঞ্জিনীয়ার্স ইন্সটিটিউটে প্রথম 'বাকি ইতিহ-াস' নাটকে তার অভিনয় দেখেছিলাম। এর পর থেকে নিয়মিত মহিলা সমিতিতে। বিটিভিতে হুমায়ুন আহমদের লেখা চরিত্রগুলোয় অসামান্য অভিনয় তাকে নিয়ে যায় অনন্য উচ্চতায়। কালেক্রমে হয়ে ওঠেন অভিনয়ের এক লিজেন্ড।

নাম আলী যাকের, প্রিয় মানুষদের কাছে ছিলেন ছোটলু ভাই। জন্ম ১৯৪৪ সালের ৬ নভেম্বর, চট্টগ্রামে। পিতা প্রয়াত মুহম্মদ তাহের, মা রেজিয়া তাহের। দুই ভাই দুই বোনের মধ্যে তৃতীয়। পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা পিতার চাকরির সুবাদে শৈশব কৈশোর কেটেছে কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, খুলনা, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে। লেখাপড়া কে এল জুবিলী হাইস্কুল, গেন্ডারিয়া হাইস্কুল, সেন্ট গ্রেগরি হাইস্কুল নটরডেম কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কর্মজীবন শুরু ১৯৬৬ সালে একটি বৃটিশ প্রতিষ্ঠানে। ১৯৬৮ সালে যোগদান করেন একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থায়। এশিয়াটিক গ্রুপের চেয়ারম্যান পদে আসীন হয়ে আলী যাকের প্রতিষ্ঠানটিকে দেশের অন্যমত সফল প্রতিষ্ঠানে রূপদান করেছেন।

অভিনয় জীবন শুরু ১৯৭২ সালে। প্রথম অভিনীত মঞ্চনাটক মুনীর চৌধূরীর কবর। একই বছর তিনি যোগদান করেন নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ে। (বাকি অংশ ১১ পাতায়)

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com



সাহিত্য সাময়িকী

এতোটা দূরের দ্বীপে

দুখু বাঙাল

এতোটা দূরের দ্বীপে কখনো কি এসেছিলি তুই?
পলিহীন যে-মাটিতে বিরহই সারাক্ষণ ঝিঁঝিঁ হয়ে ডাকে
বৎস, তোর জন্যে আজ আমার প্রার্থনা–
তোর ওই রাইফেলের নলগুলি সুরতোলা বাঁশি হয়ে
ফুটে ওঠুক দিকে দিকে বিরহের সুর
আর কার্তুজরাশি সোনার মাদুলি হয়ে জ্বলতে থাক নবজাতকের
তোর গ্রেনেডগুলো হয়ে যাক আনন্দ বিলোড়িত ক্রিকেটের বল
আর কামানখানি বৃষ্টিদূত ভয়শূন্য মেঘের গর্জন।

এতোটা দূরের দ্বীপে কখনো কি এসেছিলি তুই?
আলোহীন যে-মাটিতে নিষ্ঠুর হাসি হাসে চিতার আগুন
বৎস, তোর জন্যে আজ আমার শতবার প্রার্থনা–
ডাক্তার-সেবিকার দুর্ভেদ্য পিপিআই হোক তোর
বাহিনীর বাহারি পোশাক
আর এ্যামবুশের লতা-পাতায় ফুটে ওঠুক ভালোবাসার প্রথম গোলাপ
তোর যুদ্ধজাহাজগুলো সামুদ্রিক হংস হয়ে ভেসে
বেড়াক পৃথিবীর সব দরিয়ায়
আর গানপাউডার সব মানবীর দুচোখের কাজল।

এতোটা দূরের দ্বীপে কখনো কি এসেছিলি তুই?
ছায়াহীন যে-মাটিতে সারাক্ষণ ঘটে চলে মরুর বিস্তার
বৎস, তোর জন্যে আজ আমার শত লক্ষ প্রার্থনা–
তোর সাবমেরিনটা মুহূর্তেই পরীক্ষিত ডলফিন-বন্ধু হয়ে ছুটে
যাক নিমজ্জিত মানুষের কাছে
আর চিত্রশালায় ধন্য হোক অস্ত্রের কারখানা যত
তোর হাঁড়িতুল্য হাইড্রোজেন বোমাখানি দ্বিধা হয়ে হেসে ওঠুক
রক্তরং রসালো তরমুজ
আর বক্ষের সুশোভিত পদকদল লোভনীয় শিশুখাদ্য সতেজ বিস্কুট।

এতোটা দূরের দ্বীপে কখনো কি এসেছিলি তুই?
প্রাণহীন যে-মাটিতে নৈঃশব্দ্য ডাকে শুধু আয় আয় আয়
বৎস, তোর জন্যে আজ আমার শতকোটি প্রার্থনা–
তোর ব্রিগেডসারি আরবীয় ঘোড়ার মতো ঢেউ হয়ে
আছড়ে পড়ুক সমুদ্রচড়ায়
আর ফাইটারগুলো হয়ে ওঠুক দ্রুতগামী এয়ার অ্যাম্বুলেন্স
তোর ট্যাঙ্কবহর সহসাই ফুটে ওঠুক রমণীয় কাঁটা হয়ে
প্রিয়ার চুলের খোঁপায়
আর নিশ্চিদ্র কারাগারটি মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুরম্য ভবন।

এতোটা দূরের দ্বীপে কখনো কি এসেছিলি তুই?
বন্ধুহীন যে-মাটিতে ক্ষণে ক্ষণে ঝঙ্কারিত শজারু-সন্ত্রাস
বৎস, তোর জন্যে আজ আমার অগণিত প্রার্থনা–
তোর ড্রোনগুলো হয়ে ওঠুক শূন্যে সঙ্গমরত বাতাসি ফড়িং
আর রাজা-রানির হর্ম্যমালা হয়ে যাক ভালোবাসার
পূর্ণঘট– বিজ্ঞানমন্দির
তোর স্যাটেলাইটদল রংবেরঙের ঘুড়ি হয়ে
ছেয়ে ফেলুক পুরোটা আকাশ
আর মিসাইল শলা কিচেনের দেশলাই কাঠি।

এতোটা দূরের দ্বীপে কখনো কি এসেছিলি তুই?
জ্যোৎস্নাহীন যে-মাটিতে নিশ্চল পর্বত হয়ে জেগে থাকে শুধু অন্ধকার
বৎস, তোর জন্যে আজ আমার দাঁড়িশূন্য প্রার্থনা–
তোর মস্তকের হেলমেট যত, শান্তির দূত হয়ে ঠাঁই নিক
মানুষের হাতের করায়
আর দর্পিত বুটজোড়া হতে থাক ইয়াজুজ-মাজুজের মতো
মহামারির বন্দিশালা– দুর্ভেদ্য পর্বত
তোর সেনানিবাসগুলো হয়ে ওঠুক কুসুমিত হাসপাতাল
কিংবা সব শিশুশিক্ষালয়
আর আণবিক চুল্লিখানি হয়ে যাক হাঁড়কম্প শৈত্যতায় রৌদ্রের গম্বুজ।

উত্তর পাড়া

মুজিব ইরম

এই বার যাবো আমি উত্তর পাড়ায়।

দক্ষিণে পশ্চিমে পুবে কোনো দিকে নয়। উত্তরেই যাবো। উত্তর পাড়ায় তুমি থাকো
কি থাকো না, ভাবি না তো আর। আমাকে কেবলি ডাকে উত্তরের পথ। ফাড়ি পথ।
কাদামাটি পায়ে মেখে, বাঁশের হাকম পাড়ি দিয়ে, কারো বা উঠান, কারো বা
পুকুর পাড়, কারো বা ঘরের বাজু ছুঁয়ে দিয়ে, ধানজমির আইল ঘেঁষে, ভাঙ্গা পথ
ভাঙ্গা পুল লাফ দিয়ে, মাড়িয়ে সবুজ ঘাস, পাকুড় গাছের তল, ছায়ায় মায়ায়,
জল ভেঙ্গে, শিল্লি দিয়ে, গীত গেয়ে বেসুরো গলায়, বৃষ্টি বাদলা মাথায় নিয়ে,
চৈত্র মাসী রোদে, ভাদ্রের তাতানো দিনে, কোনো এক চন্দনির রাতে, কুয়া ভেজা
সকাল বেলায়, কার্তিক বিকালে, মাঘের সন্ধ্যায়, মালজোড়া গেয়ে, ধীর লয়ে,
এ-বাড়ি ও-বাড়ি দিয়ে, উঁকি মেরে, বাবরি দুলিয়ে, জোড় মন্দিরের পাশ ঘেঁষে,
মসজিদের রাস্তায় পুরান কবরে ঘুঘু ডাক শুনে শুনে, যে কোনো ঋতুতে,
যে কোনো বেলায়, যাবোই এবার আমি যদি বেঁচে যাই।

জেনে রাখো, এই বার ঠিক ঠিক যাবো আমি উত্তর পাড়ায়। তোমার বাড়িতে।
ঘরবন্দি দিনগুলি শেষ হলে পর।

পঞ্চায়েতী পুকুর

ওয়াহিদ জালাল

কোন মানুষকে নিঃস্ব করে,তার থেকে
কেউ কিছুই পৃথিবীতে ধরে রাখতে পারে না,
সে সাথে করে নিয়ে যায় আমাদের না জানা
অনেক বিরল সংগ্রহ যা কখনো জানা হয়নি।
আমরা শুধুমাত্র তার স্মৃতিকে ছিঁড়ে ফেড়ে
বারংবার আয়নার উপর টাঙিয়ে রাখি।

হিজরত শেষে ঘরে ফেরা পুঁটলি ভেজা থাকে,
কিছু পুরানো গন্ধ সুখ দুঃখের সাথী হয়ে
মনের দরজা খুলে উদাস বসে,
যেখানে কেউ থাকেনা, কখনো কারও বসবাস
ছিলো না, সেই শূন্যতার নাম হয়ে যায় পঞ্চায়েতী
পুকুর, তার জলে লিকর কাটে বিশ্বাসের পাথর।

যার মুখ দেখা যায় না, কোথাও আর দেখি না,
তাকে ভুলে যাবার নাম স্বভাব,
পাষান ঢেউ জীবনকে চরে ফিরিয়ে দিলেও
তার টানে অহংকারের জোর বড় বেশি
তাইতো দিনের আলামত নষ্ট করে সূর্যের ভাবুক
স্বীকারোক্তি, আলিঙ্গনের চেয়েও নরম হয়
অন্ধকারে সুখের চাঁদ কষ্টের বুকে।

নিশিকন্যা

রফিকুজ্জামান রণি

উড়ন্ত ঘুড়ির লেজের মতো স্যাঁতসেঁতে এক জিভ নেড়ে
রিফুজি কলোনির নিষিদ্ধ গলির ভেতরে যে তরুণী হেঁটে যায়
আমি তাকে চিনি। যুগ যুগ ধরে চিনি
ল্যাম্পোস্টের সুসভ্য আলোয় সে অন্ধকার ফেরি করে

দেহময় ভালুকের রক্ত!
এক টুকরো মাংসের ঘ্রাণে তার ক্ষুধা নিবারণ হয় না
প্রতিদিন অসংখ্য তরুণের বুকে বপণ করে সে ইউক্যালিপটাসের
ঘাতক বীজ...

ফলে, পৌষের এই বরফজমা রাত্রিতে অথবা স্নিগ্ধ সময়ের
প্রক্ষেপনে
তার গতর বেয়ে নামে চৈত্রের ঘাম!

দিবাস্বপ্ন থেমে যাবে

আবু আফজাল সালেহ

স্বপ্ন দেখছি, দিবাস্বপ্ন
ঘন সবুজ বনাঞ্চল পেরিয়ে
অপার দৃষ্টিতে তাকিয়েড়
নিচ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে সবুজ সাগর।

শস্যভূমি ডাকে আমাকে
প্রাণিগুলো বেশ সতেজও
নদী-সাগর-পাহাড় ছুঁয়ে
উঠছি তো উঠছিড়
মেঘের স্তর পেরিয়ে পেরিয়ে।

মাঝেমধ্যে তারারা কথা বলে
কী শান্তি
কোলাহল নেই, নোংরামিও নেই এখানে-
মনুষ্যজগতের অনেক ওপরে।

কিন্তু সবকিছু বিবর্ণ হবে
এখনই দিবাস্বপ্ন থেমে যাবে।

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউড-এর ডেনিয়েলস স্ট্রীট ও ৮৪ এভিনউ এর কর্ণারে দুই রুমের একটি রেনোভেটেড ঝলমলে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ২ সদস্যের ফ্যামিলি আবশ্যক। এফ ট্রেন সাবওয়ে সাতফিন বুভেভার্ড থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব।

যোগাযোগ: ৭১৮-২১৯-৮১৭৮
ন-৩০/ডি-০৭

বাসা ভাড়া

সানিসাইডের ৪৬ স্ট্রীট এবং ৪৮ এভিনিউতে অধুমপায়ী মুসলিম পরিবারের জন্য সেকেন্ড ফ্লোরে সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরী দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মাসিক ভাড়া ২০০০ ডলার।
যোগাযোগ: ৯১৭-৫৬২-১৩৬৮
ন-৩০/ডি-০৭/১৪

বেসমেন্ট ভাড়া

উডসাইডের ব্রডওয়ে ও নর্দান বুলেভার্ড এলকায় সাবওয়ের কাছে বেসমেন্ট (বাইরের সাথে দরজা-জানালাযুক্ত) একটি, দুই (২) রুমের বাসা এবং অন্য একটি এক রুমের বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯
ন-২৩/৩০/ডি-০৭

হেল্প ওয়ান্টেড

একজন কর্মজীবি মা'র (বাসা থেকে কাজ করে) চার বছরের বাচ্চা-কে সঙ্গ দেবার জন্য সাহায্যকারী প্রয়োজন। সাহায্যকারী-কে পরিবারের সদস্যের মতো থাকতে হবে। অতিরিক্ত হাত খরচ ৩০০ ডলার দেয়া হবে। সাহায্যকারীকে অতিরিক্ত কিছু সাহায্য করতে হবে। কাজের ধরন, হাত খরচ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন। বাসা ব্রঙ্কসের কাছে উইনচেষ্টার কাউন্টির হোয়াইট প্লেইনস।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৬-৬১৬৮
ন-২৩/২৬

আবশ্যক

ম্যানহাটানের ৯১, ফাস্ট এভিনিউতে একটি হারবাল স্টোরের জন্য একজন সেলসপার্সন আবশ্যক। আগ্রহীকে ইংরেজী ভালোভাবে জানা এবং কম্পিউটার বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে।
যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪৫-০৩৬৫
ন-২৩/৩০

HELP WANTED

Need Office Assistant/Secretary Real Estate office, Queens, New York. English/Computer must. Contact: 917-523-4451. Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

HOUSE FOR SALE

90-39 181 St. Jamaica, Queens, New York. 1 family house, 2 block from F Train subway. 917-523-4451 or 718-813-9262.
Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

HOUSE FOR SALE

115-57 200 St. Albans, Jamaica, Queens, New York. 1 family house, Good condition.
917-523-4451
N-16/23

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউ এর উপরে E and F ট্রেন সাবওয়ের খুব কাছে তিন বেডরুমের একটি বাসার দুই বেডরুম আলাদা বাথরুম সহ ভাড়া হবে জানুয়ারী ২০২১ সাল থেকে। ভাড়া আলোচোনা সাপেক্ষ্য।
যোগাযোগঃ ৭১৮-২০০-৮৮০০.
ন-১৬/২৩

বাসা ভাড়া

উডসাইডের সাবওয়ের পাশে ৫৮ স্ট্রিট ও নর্দান বুলুভারডে ৩ বেডরুম ও ২ বাথরুম সম্বলিত বাইরের সাথে দরজা-জানালাযুক্ত বেসমেন্টের একটি বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: (৯১৭) ৪১২-৭৭৩৯.
ন-০৯/১৬/২৩

হেল্প ওয়ান্টেড

একটি হিন্দু পরিবারের সাহায্যকারী প্রয়োজন। সাহায্যকারীকে পরিবারের সাথে পরিবারের সদস্যের মতো থাকতে হবে। থাকা, খাওয়া ফ্রি এবং অতিরিক্ত মাসিক বেতন ৫০০ ডলার দেয়া হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৬-৬১৬৮
ন-০৯

বাড়ি বিক্রয়

Jamaica Hills: 2F family walkup 3 family brick 3 bed rooms 2 bath rooms 3 apartments also full finished basement 1320 Sq.ft প্রতি ফ্লার জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার থেকে ১ ব্লক। Close to Park, Hospital. St. Hhons College, Subway. Price $1.3 millions. Call: 917-749-4143.

বাড়ি ভাড়া

১ রুম, কিচেন, বাথ রুম nice and clean. ভাড়া ১৩০০ ডলার মাত্র including everything. Call: 917-749-4143.

Elmhurst: 94th Street & 40th Road 3 bed rooms + Bath rooms + EIK nice close to subway, Hospital, Market, Loundry, Full big bath rooms Rent $2200 including heat water. Call: 917-749-4143.

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ২ বেডরুম, ২ ফুল বাথরুম, লিভিং রুম এবং কিচেন-এর প্রাইভেট বাসা (দুই ব্যালকনি সহ) ভাড়া হবে। বিদ্যু গ্যাস বিল পৃথক। ভাড়া ২০০০ ডলার। যোগাযোগ: ইশতিয়াক।
ফোন: ৭১৮-৫৬৯-২৩০০
অ-২৬/ন-০২/০৯/১৬

বাসা ভাড়া

এস্টেরিয়ার ২৩-০২ ৩০ ড্রাইভ-এ সেকেন্ড ফ্লোরে তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, ডাইনিং, লিভিং রুম ১৫০০ স্কয়ার ফুট ১ নভেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: নাজমুল। ফোন: ৯১৭-২৯৯-৯৪৭৮
অ-১৯/২৬

বাসা ভাড়া

নতুন রেনোভেটেড বাসার সেকেন্ড ফ্লোর তিনটি বড় বেডরুম, দুটি ফুল বাথরুম, ব্র্যান্ড নিউ বড় কিচেন (হার্ডউড কেবিনেট) ও বড় লিভিং রুম এর বাসা (প্রাইভেট এনট্রেন্স) ভাড়া দেওয়া হবে। সবকিছুই কাছাকাছি। জ্যামাইকার সাতফিন বুলেভার্ড ই/এফ ট্রেন সাবওয়ে ৩/৫ মিনিট আর এলআইআরআর/এয়ার ট্রেন ষ্টেশন ৭ মিনিটের দূরত্বে। ভাড়া মাসিক ২,৬০০ ইউএস ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৩৯-২৩৬৯ (সন্ধ্যা ৬টার পর)।
ন-০২/০৯/১৬/২৩

স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ সাতফিন বুলেভার্ড থেকে এক ব্লক দূরত্বে একটি স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭-৮৩১-২৮৪০
অথবা ৩৪৭-৭৪১-০৭৫৬
ন-২৩/৩০

ব্যবসা বিক্রয়

ক্যাপিটাল ডিষ্ট্রিক্ট আলবেনীর ক্রসগেট মল-এ চালু অবস্থায় কনভিনিয়েন্ট স্টোর বিক্রয় হবে। আগ্রহী ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ: মাসুদুর রহমান।
ফোন: ৫১৮-৫৩৩-৮৫৩২
অ-২৬/ন-০২

স্টুডিও রুম ভাড়া

নিউইয়র্কের রোজডেলে জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে) একটি বড় স্টুডিও রুম (ফুল বাথ, ইট এন্ড কিচেন সাথে) ভাড়া হবে। ভাড়া প্রতি মাস ১৩০০ ডলার।
যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-৪১৪৩
অ-২৬/ন-০২

বাড়ী ভাড়া

এলমহার্স্টের ৪৪ স্ট্রীট ও ৪০ রোডে তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সাবওয়ে, মার্কেট, হসপিাতাল, কাছাকাছি। ভাড়া ২২৫০ ডলার (হিট ও বিদ্যুৎ সহ)।
যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-৪১৪৩
অ-২৬/ন-০২

রুম ভাড়া

কুইন্সের ওজনপার্কের ৯৫ এভিনিউ এবং ৮৭ স্ট্রীট-এ এ/জে ট্রেন সাবওয়ে থেকে ৫/৬ ব্লক দূরত্বে একটি প্রাইভেট হাউজের ১টি মাষ্টার বেড রুম (আলাদা বাথরুম, আলাদা ফ্রীজ)- মুসলিম স্বামী-স্ত্রী, মা-মেয়ে, অথবা ২জন কর্মজীবি মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৮৪-৫৯৬৬
অ-১২/১৯/২৬

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ প্লেসে (হিলসাইড এভিনিউ ও জ্যামাইকা এভিনিউর মাঝে) দুই বেড রুম, লিভিং, কিচেন ও বাথরুম-এর বাসা (সেকেন্ড ফ্লোর) ছোট পরিবার অথবা ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। এফ ট্রেন সাবওয়ে কাছে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৭-৫৯২৭
অ-১২/১৯

হাউজ কিপিং জব

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, **বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট**)। **ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯**

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিকিউরিটি ক্যামেরা

আপনার বাসা, অফিস বা কর্মস্থল সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে নিরাপদ করুন।
ঘরে-বাইরে, কাছে-দূরে যেখানেই থাকুন আপনার সম্পদ ফোনের পর্দায় দেখুন।
আমরা সবচেয়ে কম খরচে অল্প সময়ে সিকিরিটি ক্যামেরা লাগাই। আজই যোগাযোগ করুন।

ফোন : 917-455-5308
ইমেইল: techlifeusa@gmail.com
Tech Life USA : 179-51 Hillside AV, Jamaica, NY-11432

কাজী অফিস

(সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত)

কাজী মোঃ বেলাল হোসেন

ইউএস এয়ারফোর্সের অধীনে কুয়েতস্থ আমেরিকান এ্যাম্বাসির প্রাক্তন দোভাষী অফিসার
বর্তমান ইমাম : বাইতুন নূর মসজিদ, ওজপনপার্ক।
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। ইংরেজী, আরবী এবং বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা। নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি এলাকায় সেবা প্রদান করা হয়।

যোগাযোগ: **201-839-7579**
৮৮-১৯ লিবার্টি এভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭

বাসা ভাড়া

বাংলাদেশী অধ্যুষিত এস্টোরিয়ায় (৩৩-০৯, ৩১ এভিনিউ এবং ৩০-৫২, ৩৪ স্ট্রীট) এর দুটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ১বেড রুম (ভাড়া: ১৭০০ ডলার), দুই বেড রুম (ভাড়া: ২২০০ ডলার) এর বেশ কয়েকটি এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে।

যোগাযোগ: হাবিব রহমান
লাইসেন্সড রিয়েল এস্টেট সেলস পার্সন
পার্কচেস্টার ব্রঙ্কস রিয়েলিটি
ফোন: ৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯ (সেল)
৭১৮-৫১৪-৯০৩০ (অফিস)

পাত্রী চাই

আমেরিকায় বসবাসরত ও প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান, ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, সুদর্শন, এমবিএ ডিগ্রীধারী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই।

যোগাযোগ: ৯২৯-৫৩০-৫২৯৩।
ই-মেইল: 3800rahman@gmail.com

মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি



নিউইয়র্কের বাফেলোতে ফুল রেনোভেটেড মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রির জন্য তৈরী। সিরিয়াস আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। **ফোন: ৬৪৬-৩২৭-৬৮৮৯**

ন-৩০/ডি-০৭/১৪

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

আবশ্যক

কুইন্স কাউন্টিতে অবস্থিত একটি মসজিদে সৎ ও যোগ্য স্বেচ্ছাসেবী (ভলান্টিয়ার) প্রয়োজন। মার্জিত, ধর্মভীরু, শিক্ষিত এবং উদার প্রকৃতির মুসলমান ভাইবোনদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। আপনাদের কিছুটা সময় ও সার্বিক সহযোগিতা মসজিদটির অস্তিত্ব রক্ষা করবে। সত্বর যোগাযোগ করুন:

(৬৪৬) ৬৮৪-৮৭৬২

(৯১৭) ৭২২-১৪০৫

যুক্তরাষ্ট্রে করোনার টিকা

(প্রথম পাতার পর)

কথা বললেন ট্রাম্প। খবর রয়টার্সের।

থ্যাংকসগিভিং ডে উপলক্ষে বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত মার্কিন সেনাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় শনিবার ট্রাম্প জানান, প্রথমধাপে স্বাস্থ্যকর্মী ও প্রবীণ ব্যক্তিদের এই ভ্যাকসিন সরবরাহ করা হবে।

তিনি জানান, আগে থেকে প্রস্তুতি থাকায়, অনুমোদনের পর ভ্যাকসিন সরবরাহ ও প্রথম ধাপে মানুষের মধ্যে টিকা প্রয়োগে খুব একটা দেরি হবে না। ২০ জানুয়ারি জো বাইডেনের ক্ষমতা গ্রহণের আগেই এই টিকা দেয়ার তোড়জোড় চলছে। সেক্ষেত্রে ট্রাম্পই এই টিকা সরবরাহের উদ্বোধনের সুযোগ পাচ্ছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ চলতি মাসে ব্যাপকভাবে বাড়লেও বিষয়টি তেমন গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না ট্রাম্প। তবে তার প্রশাসনের কাছ থেকে এর আগে জানানো হয়েছিল, আগামী মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই ফাইজার আবিষ্কৃত করোনা ভ্যাকসিনের অনুমোদন হয়ে যাবে।

করোনা ভ্যাকসিনের সুখবর দেয়া দুই মার্কিন প্রতিষ্ঠান ফাইজার ও মডার্নার মধ্যে ফাইজার এরই মধ্যে ভ্যাকসিনটি অনুমোদন চেয়ে আবেদন করেছে মার্কিন ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (এফডিএ)।

এর আগে ইউএসএটুডের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রে চারটি ধাপে করোনা ভ্যাকসিন বিতরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রথম ধাপে স্বাস্থ্যকর্মী, পরিচ্ছন্নতাকর্মীসহ সম্মুখ সারির যোদ্ধারা ভ্যাকসিনটি পাবেন। যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার হিসেবে এই পর্যায়ে মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশের কাছে ভ্যাকসিনটি পৌঁছে যাবে।

করোনার ঝুঁকি

(প্রথম পাতার পর)

যাছাই বাছাই করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন গবেষকরা। রক্তের গ্রুপ ও ও কিংবা আরএইচ নেগেটিভ এমন ব্যক্তিদের অন্যদের চেয়ে করোনায় সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি ১২ ভাগ কম। ও ও এবি কিংবা বি রক্তের গ্রুপধারীদের চেয়ে এসব ব্যক্তির তীব্র মাত্রায় করোনা সংক্রমণ বা মৃত্যুর ঝুঁকি ১৩ ভাগ কম। ২৪ নভেম্বর অ্যানাল্স অব ইন্টারনাল মেডিসিন সাময়িকীতে এমন তথ্য জানিয়েছেন গবেষকরা। যে কোনো নেগেটিভ রক্তের গ্রুপধারী ব্যক্তির প্রতিরক্ষা শক্তি বেশি, বিশেষ করে ও ও নেগেটিভ রক্তের গ্রুপধারী ব্যক্তিদের। গবেষকদের ধারণা, এসব ব্যক্তিদের শরীরে হয়তো এমন অ্যান্টিবডি তৈরি হয় যা নতুন করোনাভাইরাসকে চিনে ফেলে।

যুক্তরাষ্ট্রে ২ মাস সূর্যের আলো পড়বে

(প্রথম পাতার পর)

ব্যারো নামে পরিচিত এই শহরের অধিবাসীরা। ওইদিনগুলোতে তারা বার্ষিক আঁধারে জীবন যাপন করবেন। ওই সময়টা পোলার নাইট বা মেরু রাত্রি হিসেবে পরিচিত। এ নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সিএনএন।

আবহাওয়াবিদ এলিসন চিঞ্চার বলেন, তবে এটা এই এলাকার জন্য কোনও বিস্ময়কর ঘটনা নয়। আগামী ২২ জানুয়ারিতে স্বাভাবিকভাবে উঠবে সূর্য। প্রতি বছরই শীতকালে দু'মাসের জন্য সূর্য এখানকার আকাশ থেকে ছুটি নেয়। আসলে পৃথিবীর একেবারে প্রান্তদেশে অবস্থানের কারণেই এমনটা ঘটে।

তাহলে কি এই দু'মাসেরও বেশি সময় অন্ধকারে ডুবে থাকবে শহরটা? না, তেমনটা হবে না। এই সময়কালে প্রতিদিনই ভোর হবে নিয়ম করে। তবে দীর্ঘ সময় ধরে নয়, আলো থাকবে কয়েক ঘণ্টা। তারপর তা কমে গিয়ে অন্ধকার নেমে আসবে। কিন্তু আলো থাকার সময়ও দিগন্তের উপরে মুখ তুলতে দেখা যাবে না সূর্যকে। সে থাকবে অদৃশ্যই।

এ বিষয়ে এলিসন চিঞ্চার বলেন, 'ওই সময়টা আসলে সূর্য উঠার আগের সময়কার মতো হয় অথবা সূর্যোদয়ের মুহূর্তের মতই মনে হয়।'

গত কয়েকদিন ধরেই এখানকার আকাশ ছিল মেঘলা। অবশেষে বুধবারই আচমকা আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। আলাস্কার ওই শহরের এক বাসিন্দা ইনস্টাগ্রামে সেকথা জানিয়ে লেখেন, 'মেঘ সরে গিয়ে সুযোগ করে দিল আমাদের উজ্জ্বল প্রিয় এই বন্ধুটিকে বিদায় জানানোর।'

সেই সঙ্গে তিনি শেয়ারও করেছেন একটি চমৎকার ভিডিও। সেখানে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমের আকাশে ফুটে ওঠা অস্তরাগ। সেই মুহূর্তের বিষণ্ণতাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বিষণ্ণ সেই তরুণী লিখেছেন, 'আমি চুপ করে বসে আছি তুষারাচ্ছন্ন এই তুন্দ্রা অঞ্চলে। চোখ পানিতে ভরে উঠছে। এটা লিখতে লিখতে অনুভব করছি আগামী শান্তিপূর্ণ অন্ধকারময় দিনগুলিকেও। শুরু হচ্ছে মেরুরাত্রি।''

আলাস্কার এই শহরের বাসিন্দারা অবশ্য আরেকটি অভিজ্ঞতারও শরিক। এখন যেমন দু'মাস সূর্যের দেখা মিলবে না, তেমনই গ্রীষ্মকালীন দুই মাস তাদের আকাশে সারাক্ষণই থেকে যায় সূর্য। ২৪ ঘণ্টার পুরো সময়ে তখন রাত বলে কিছুই থাকে না এখানে!

Room for Rent

An empty beautiful furnished room with 59" tv mounted on the wall, dresser with mirror, wooden Almirah - including gas & electricity for rent as of 1st October/20; beginning, middle or end of the coming month; it's on second floor of a private three floor building on the Steinway Street in between 28-25th Avenue, right in front of Fatima Pediatric Medical Care & almost next to the Dominos Pizza. Monthly rent is **$800/00** with one month's advance security money — NO NEGOTIATIONS. If interested — Please call :

516-603-5223 or on land phone: **718-545-0706**

ask for ***Khokan, Anwaruddin.***

"House For Sale, As-is"

ON CLOSE BITS

39 Ashley St. Buffalo, NY 14212

6 Rooms, 3 Bath Rooms, Kitchen, New Re-Roof. Water, Gas & Electric is Available. **Duplex House.**

Need : **716-544-3646**

TASLIMA MARRIAGE MEDIA

বিয়ের জন্য বাংলাদেশী বা প্রবাসী সিটিজেন পাত্র-পাত্রী খুঁজছেন?

কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের সিটিজেন পাত্র-পাত্রী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকার, ডক্টরেট, বিসিএস ক্যাডার, ডিফেন্স কর্মকর্তা, মাল্টিন্যশনাল কোম্পানীর কর্মকর্তা, প্রফেসর, ফার্মাসিস্ট, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সহ অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও ১নং ম্যারেজ মিডিয়া।



তাসলিমা ম্যারেজ মিডিয়া

হেড অফিসঃ উত্তরা বিএনএস সেন্টার, রুম- ৯২৩, সেক্টর- ৭, ঢাকা

কর্পোরেট অফিসঃ বাসা নং- ৫৯, হুদা এপার্টমেন্ট, ৪র্থ তলা, রোড নং- ৪, ব্লক- সি, বনানী, ঢাকা

ব্রাঞ্চ অফিসঃ 9 Crescent Pl East York ON M4C 5L8 Toronto

মোবাইল ও হোয়াটসঅ্যাপঃ ০১৯৭২০০৬৬৯৪ ০১৭৮২০০৬৬১৫

ই-মেইলঃ taslimamedia@gmail.com

ওয়েবঃ www.taslimamarriagemedia.com

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty

of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে চান?

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিষ্ট, নার্স, ফেডারেল জব, সিটিজব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সিড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।

৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।

সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।

খান ভাই

646-637-7590

E-mail: khanma663@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস



নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত

কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক

ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।

পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮

13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib

Bangla Bazar Jame Masjid

1351 Odell St, Bronx, NY 10462

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea

Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh

Marriage Registrar New York State

(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)

Tel: 347-208-9055

Email:abuleahea@gmail.com

MAHFUZ HASAN

Web Application Developer

যে কোন ধরনের ওয়েবসাইড তৈরির জন্য যোগাযোগ করুন

I will create high quality web application for you

Do you want to make a dynamic responsive, user friendly and fast web application to attract your clients?

Feel Free to Contact

sdmahfuz@gmail.com

+880 1770 472 939



MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.

Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

Hiring HHA & PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে



HouseCalls HOME CARE
Being home never felt better

718-731-9750

আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372



Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472



Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435



Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233



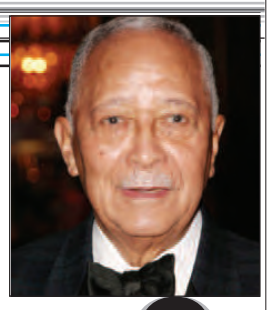
বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

নিউইয়র্কের সাবেক মেয়র ডিনকিন্সের পরলোকগমন



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কের প্রথম ও একমাত্র আফ্রিকান-আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ মেয়র ডেভিড সরম্যান ডিনকিন্স মারা গেছেন। সোমবার (২৩ নভেম্বর) বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি ম্যানহাটানাস্থ তার বাসায় পরলোকগমন করেছেন বলে নিশ্চিত করেছে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তিনি নিউইয়র্ক সিটির ১০৬তম মেয়র ছিলেন। খবর ইউএনএ'র। জানা গেছে, ১৯২৭ সালের ১০ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যের ট্রেনটন সিটিতে জন্মগ্রহণ করেন ডেভিড ডিসকিন্স। পরে হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটি ও ব্রুকলীন ল স্কুল থেকে লেখাপড়া শেষ করেন। তারপর ১৯৯০ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত নিউইয়র্ক সিটিতে মেয়রের দায়িত্ব (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে গ্রোসারি সামগ্রী বিতরণ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে দুস্থ দেড়শ পরিবারের মধ্যে গ্রোসারি সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। সংগঠনের উদ্যোগে কয়েক দফায় ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হয়। গত ২৩ নভেম্বর এস্টোরিয়ার ৩৬ অ্যাভিনিউ এলাকায় এই ত্রাণ বিতরণে নেতৃত্ব দেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দীন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুইন্স টু গেদার পরিচালক জর্নাথন ফার্গাস, স্বেচ্ছাসেবা দেন মেরি জোবাইদা, জুলিয়া ফরমেন, ব্রেনেট লেরি, আমিত এস বেগা প্রমুখ।

আরো উপস্থিত ছিলেন এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা এমাদ চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, মেয়র প্রার্থী জেসলিন টেলার, ইবি হেন্ট জপু, আল আমিন, মোহাম্মদ মির্জা, ফয়সল আহমেদ, ব্রিটনি বিমগাস, ভেনেসা জন হল, জুলি ওন, মিগান গ্রীন, মো: সেলিম, আনোয়ার হোসেন, সোলেমান, মাহমুদ রহমান, এমডি রুবেল, এমডি আবু, এমডি আলম, ইয়ারা শাবানা, রিপন আহমেদ। এ সময় দেড়শ পরিবারের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় চাল, ডাল, তেল, হালাল চিকেনসহ গ্রোসারি সামগ্রী ও মাস্ক বিতরণ করা হয়। সোসাইটির উদ্যোগে কয়েক দিন আগেও আড়াই শ পরিবারের মধ্যে গ্রোসারি সামগ্রী বিতরণ করা হয়।



ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাভেদ উদ্দিন বলেন, 'করোনায় অসহায় মানুষের জন্য আমরা কিছু করতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করছি। যারা আমাদের সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তাদের অভিনন্দন।' তিনি এ সহায়তা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, খাদ্য সামগ্রী বিতরনে স্পন্সর করেন কুইন্স টুগেদার, এ্যামপায়ার ব্লসিল ব্লুক্রস, এস্টোরিয়া মিউসিয়াল ফান্ড, জ্যাকুব এ রিচ নেভার হুড সেটেলমেন্ট, ইন্ডিয়া হোম।

'দৈনিক সংবাদ' এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মুনীরুজ্জামানের ইন্তেকাল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিষ্ট, রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং বহুল প্রচারিত প্রাচীন দৈনিক সংবাদ-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক খন্দকার মুনীরুজ্জামান ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। তিনি মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) সকাল সোয়া ৭টার দিকে রাজধানী ঢাকার মুগদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তার বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও এক ছেলে রেখে গেছেন। তারা দুজনই পেশায় চিকিৎসক।



জানা গেছে, করোনায় সংক্রমিত হয়ে গত ৩১ অক্টোবর রাতে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রায় তিন সপ্তাহের চিকিৎসায় তিনি করোনামুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু করোনা-পরবর্তী তার নানান শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়। সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মঙ্গলবার সকালে তিনি মারা যান।

খন্দকার মুনীরুজ্জামান ১৯৪৮ সালে ১২ মার্চ ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় সাংবাদিকতায় যুক্ত হন। মূলত: তিনি ১৯৭০ সালে সিপিবির মুখপত্র সাপ্তাহিক একতায় সাংবাদিকতা শুরু করেন। এরপর দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তিনি একজন প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছেন। দৈনিক সংবাদে তিনি সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন, পরে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হন। ২০১৯ সালে তিনি প্রেস কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। তিনি দীর্ঘদিন কমিউনিষ্ট পার্টির ঢাকা জেলা কমিটির সম্পাদক ছিলেন।

বাইডেনের মন্ত্রিসভার ছয় সদস্যের নাম ঘোষণা

বার্ণি সেন্ডার্স সহ আরো অনেকের নাম তালিকায়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর মন্ত্রিসভার শীর্ষস্থানীয় ছয় সদস্যের নাম ঘোষণা করেছেন। তিনি দ্রুতই প্রশাসনের কাজ এগিয়ে নিচ্ছেন। আগামী ২০ জানুয়ারী শপথ নেয়ার আগে স্থানীয় সময় সোমবার (২৩ নভেম্বর) রাতে তিনি তাদের নাম ঘোষণা করেন। এদিকে জো বাইডেনের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে সম্মত হয়েছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরুর জন্য সোমবার তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুমতি দিয়েছেন। তবে এখনো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার পরাজয় স্বীকার করেননি। ৫ নভেম্বর নির্বাচনে জালিয়াতি হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেই চলেছেন। খবর বিবিসি, রয়টার্স, আল জাজিরা ও সিএনএনের।



আসন্ন জো বাইডেন প্রশাসনের জন্য বেছে নেয়া নতুন প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রায় সবাই ২০০৯-২০১৭ সাল পর্যন্ত ওবামা-বাইডেন প্রশাসনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। বাইডেন ঘোষিত নতুন ছয়জন মন্ত্রীর মধ্যে রয়েছেন অ্যান্টনি ব্লিংকেন, জন কেরি, লিন্ডা থমাস-গ্রিনফিল্ড, জ্যাক সুলিভান, অ্যাভ্রিল হাইনেস ও জ্যানেট ইয়েলেন। মন্ত্রিসভার জন্য বাইডেন যেভাবে সদস্য বাছাই করেছেন, তাতে তাঁর অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে। এছাড়াও প্রেসিডেন্ট পদের সাবেক প্রার্থী প্রবীণ সিনেটর বার্ণি সেন্ডার্স সহ আরো দেড় ডজনাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম তালিকায় রয়েছেন বলে জানা গেছে।

অপরদিকে সিনেট ইনটেলিজেন্স কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট গোয়েন্দা সংস্থার নেতা হিসেবে হেইনসের নিয়োগ নিশ্চিত করতে রিপাবলিকানদের দিকে ঝুঁকেছে।

ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের সিনেটর মার্ক ওয়ার্নার বলেন, এভলোর হেইনস চৌকস ও দক্ষ। তাঁর ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের পরিচালক হিসেবে দায়িত্বপালন করার যোগ্যতা রয়েছে। তিনি বলেন, 'আমি নিশ্চিত দুই পক্ষের সিনেটরদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হবেন হেইনস। তবে আমাদের তাড়াতাড়ি নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে, যিনি গত চার বছরে গোয়েন্দা সংস্থায় যেসব ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করতে পারবেন।'

বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা অ্যান্টনি ব্লিংকেনকে নতুন প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। বারাক ওবামা প্রশাসনের শেষ সময়ে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন ব্লিংকেন। সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরিকে জলবায়ু-বিষয়ক বিশেষ দূত হিসেবে বেছে নিয়েছেন বাইডেন। ২০১৫ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ট্রাম্প ওই চুক্তি থেকে বেরিয়ে যান। নতুন প্রশাসনের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদেও কেরি সদস্য থাকবেন বলে জানিয়েছে বাইডেনের কার্যালয়। তিনি এক সময় প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থীও ছিলেন।

জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের (স্থায়ী প্রতনিধি) দায়িত্ব পেয়েছেন লিন্ডা থমাস-গ্রিনফিল্ড। মনোনয়নের ঘোষণা দেওয়ার পর টুইট করেন থমাস গ্রিনফিল্ড। তিনি বলেন, 'আমার মা মহানুভবতার সঙ্গে নেতৃত্ব পরিচালনা করতে শিখিয়েছেন। পররাষ্ট্রবিষয়ক দায়িত্ব পালনের সময় আমি এই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়েছি। জাতিসংঘে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ নিশ্চিত হলেও আমি তাই করে যাব।' এদিকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে জ্যাক সুলিভানকে দায়িত্ব দিয়েছেন বাইডেন। বাইডেন ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালে সুলিভান তার নিরাপত্তা উপদেষ্টা ছিলেন।

জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক হিসেবে নারী কর্মকর্তা অ্যাভ্রিল হাইনেসকে মনোনয়ন দিয়েছেন বাইডেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথম গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হিসেবে একজন নারী ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাবিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে কোনো ল্যাটিন-আমেরিকান বংশোদ্ভূতকে বেছে নেয়া হল। এর আগে তিনি ডেপুটি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ট্রেজারি সেক্রেটারি বা অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন জ্যানেট ইয়েলেন। তিনি এর আগে দেশটির ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করেন।

অপরদিকে কিউবান বংশোদ্ভূত আলেহান্দ্রো মায়োরকাসকে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাবিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা বিভাগের সাবেক পরিচালক মায়োরকাস আগে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সহকারী মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

ছয় সদস্যের নাম ঘোষণা করে বাইডেন বলেন, 'আমি এমন একটি টিম নিয়ে কাজ করতে চাই, যারা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমেরিকার ভাবমর্যাদা পুনরুদ্ধারে আমাকে সাহায্য করবেন। যাতে আমি বিশ্বের সামনে থাকা বৃহৎ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে পারি।' সদস্যদের সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা একইসঙ্গে অভিজ্ঞ ও পরীক্ষিত এবং উদ্ভাবনী ও ধীশক্তির অধিকারী।

অবশেষে ক্ষমতা হস্তান্তরে সম্মত ট্রাম্প: পরাজয় না মানায় অনড় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মিশিগান রাজ্যে নিজের লোকজন দিয়ে সার্টিফিকেশন বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সোমবার বিকালে সেখানে বাইডেনের বিজয় আনুষ্ঠানিকভাবে 'সার্টিফাই' হওয়ার পর পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে যায়। এরপর ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্মত হন। সোমবার (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টোর শাড়ী ঘর



Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়
শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

বার্ণি সেন্ডার্স সহ আরো অনেকের নাম তালিকায়

(৪৬ পাতার পর)

রাতে তিনি বাইডেন শিবিরের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরুর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুমতি দেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বিদায়ী ও আসন্ন প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয়ের কাজ করে জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিএসএ)।ট্রাম্প বলেন, ক্ষমতা হস্তান্তর দেখভালকারী কেন্দ্রীয় সংস্থার যা যা করা দরকার, তা অবশ্যই 'করা উচিত'। তিনি বলেন, জিএসএর কাজে তিনি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে চান না। নিজের টুইট পোস্টে হার মেনে নিতে অস্বীকারের কথা জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'আমাদের মামলা জোরালোভাবে চলছে। আমরা কঠিন লড়াই চালিয়ে যাব। আমার বিশ্বাস, আমরা জয়ী হব।' এমিলি মারফিকে জিএসএ প্রধান হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছিলেন ট্রাম্প। নির্বাচনের ফল সার্টিফিকেশন ও আইনি চ্যালেঞ্জসহ সাম্প্রতিক ঘটনা-প্রবাহকে ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসেবে মারফি উল্লেখ করেন। তবে হোয়াইট হাউসের দিক থেকে কোনো চাপের বিষয়টি তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, 'পরিষ্কার করতে চাই, আমি প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত করতে কোনো নির্দেশনা পাইনি। তবে আমি অনলাইনে, ফোনে এবং ই-মেইলে হুমকি পেয়েছি। এমনকি হাজার হাজার হুমকির মুখেও আমি আইনকে সর্বাগ্রে রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলাম।' নির্বাচনের পর রুটিন কাজ হিসেবে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু করতে না পারায় দুই রাজনৈতিক শিবির থেকেই মারফির তুমুল সমালোচনা হচ্ছিল।

ট্রাম্পের সবুজ সংকেত পাওয়ার পর জিএসএ বলেছে, তারা বাইডেনকে 'আপাত বিজয়ী' হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে। আগামী ২০ জানুয়ারী নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেনের অভিষেকের বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে তারা।

জিএসএর এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে বাইডেন টিম। হোয়াইট হাউসের দায়িত্ব নিতে ট্রানজিশন টিমকে সরকারি সহায়তা ছাড় দেয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বাইডেনও। মসৃণ ও শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরে এটি খুবই গুররুত্বপূর্ণ বলে তিনি মন্তব্য করেন।



বাইডেন টিমের এক বিবৃতিতে বলা হয়: জিএসএর সিদ্ধান্ত একটি চূড়ান্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ। আমাদের জাতির সামনে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেগুলো মোকাবেলার জন্য সিদ্ধান্তটি একটি উপযুক্ত পদক্ষেপ। মহামারী নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং আমাদের অর্থনীতিকে ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনার মতো চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় এর প্রয়োজন ছিল।

বাইডেনের ট্রানজিশন টিমের নির্বাহী পরিচালক ইয়োহান্নেস আব্রাহাম বলেন, মসৃণ ও শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরে দায়িত্ব গ্রহণ করতে যাওয়া প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় অর্থ এবং সহায়তা দিতে জিএসএ জো বাইডেন ও কমলা হ্যারিসকে নিশ্চিত করেছেন। এখন তারা দ্রুত কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন।

প্রথম নারী অর্থমন্ত্রী হচ্ছেন জ্যানেট ইয়েলেন: বাইডেনের ট্রানজিশনাল টিম জানায়, ট্রেজারি সেক্রেটারি বা অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন জ্যানেট ইয়েলেন। তিনি এর আগে দেশটির ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করেন। জ্যানেট ইয়েলেনকে অর্থমন্ত্রী করার মধ্যদিয়ে এ পদে ২৩১ বছর ধরে চলা লিঙ্গবৈষম্য দূর হতে যাচ্ছে। ১৭৮৯ সালের বৈশ্বিক মন্দার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে লেবার মার্কেট বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদকে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হলেও এবারই প্রথম এ পদে নারীকে দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য দূর করে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবেন ইয়েলেন। করোনা পরিস্থিতিতে ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপ করা করের বোঝা থেকে সাধারণ নাগরিকদের বের করে এনে অর্থনীতিকে স্বাভাবিকীকরণের দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হচ্ছে।

এদিকে জো বাইডেন এক বিবৃতিতে বলেন, 'মনোনীত সবাই সৃজনশীল ও সংকটজনক পরিস্থিতি মোকাবিলায় অভিজ্ঞ। নতুন সময়ে পুরোনো ধ্যানধারণা ও অভ্যাস থেকে বেরিয়ে এসে তাঁরা সবাই চ্যালেঞ্জ নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। এ কারণে আমি তাঁদের বাছাই করেছি।'

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD AIRWAYS | SAUDIA | QATAR AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AA American Airlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA

আনএমপ্লয়মেন্ট নিয়ে দুশ্চিন্তা চরমে

এমদাদ চৌধুরী দীপু: চলছে করেনার দ্বিতীয় ঢেউ। আতংক ছড়াচ্ছে সবার মাঝে। আতংকের মাত্রা বেশী কর্মহীন মানুষের মাঝে। যুক্তরাষ্ট্রে কোটি মানুষ এখনো কর্মহীন। কবে শেষ হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট সুবিধা। ইতিমধ্যে ইমেইল আসা শুরু হয়েছে আনএমপ্লয়মেন্ট আবেদনকারীদের কাছে। এই ডিসেম্বরেই সাপ্তাহিক ভাতা বন্ধ হয়ে যাবে এমন চিঠি পাচ্ছেন কেউ কেউ। তবে মার্চে শেষ হবে আনএমপ্লয়মেন্ট সুবধা এমন বার্তা পেয়েছেন সবাই। আনএমপ্লয়মেন্ট বন্ধ হওয়া নিয়ে কমিউনিটিতে দুশ্চিন্তা এখন চরমে। এখন অস্থিরতা আর দুঃশ্চিন্তার শেষ নেই বাংলাদেশী কর্মহীন হয়ে যাওয়া হাজার হাজার অভিবাসীদের। ইতিমধ্যে দুঃসময়ের আগাম প্রস্তুতি হিসেবে নিউইয়র্ক ছেড়েছেন অনেক বাংলাদেশী। কমিউনিটির একটি (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

হেলাল উদ্দীন রানার কলাম



এলোমেলো ভাবনা

কি করছো, খরব শুনেছো?
-তেমোন কিছু না। তা কি খবর, কিসের ? প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এখন হোয়াইট (বাকি অংশ ১৮ পাতায়

মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট সোসাইটির ৬ কর্মকর্তার শপথ গ্রহণ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মৌলভী-বাজার ডিষ্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএ-সএ'র (বাকি অংশ ২১ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম

বিদায় ছোটলু ভাই! ওপারে ভাল থাকবেন!



শেষ পর্যন্ত হার মানতেই হলো ক্যান্সারের কাছে। অনেক চিকিৎসা করিয়েছেন, সিঙ্গাপুরেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। করোনাকালে বাসাতেই ছিলেন। (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

হাজী আব্দুর নূরের ইন্তেকাল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ায় বসবাসকারী প্রবীণ প্রবাসী হাজী আব্দুর নূর ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

রিয়েল এস্টেট টিপস

বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের মর্টগেজ



এম কামাল: বাড়ি ক্রেতা এবং রিফাইন্যান্সকারীদের জন্য ৩০ বছরের মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

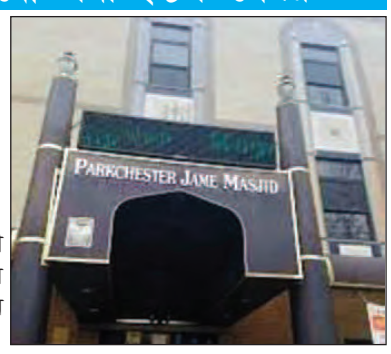
বিভক্ত ফোবানা'র যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত

ঐক্যের লক্ষ্যে আইনি ব্যবস্থা না নেয়ার সিদ্ধান্ত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বিভক্ত ফোবানা (ফেডারেশন অব বাংলাদেশীস অর্গানাইজেশন ইন নর্থ আমেরিকা) ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। চলছে ঐক্য প্রক্রিয়া। আর এই প্রক্রিয়ার অংশ (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

সভাপতি-সম্পাদক দ্বন্দ্ব ঃ ট্রাস্টি বোর্ড মিটিং ১ ডিসেম্বর

পার্কচেস্টার জামে মসজিদ নিয়ে কি হচ্ছে!



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক শহরে বাংলাদেশীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত পার্কচেস্টার জামে মসজিদটি সম্পূর্ণ খালি জায়গার উপর ইসলামী স্থাপত্যকলা অনুসারে নান্দনিক ডিজাইনে নির্মাণ করা হয়েছে যা একনজরেই সবার (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

সিটি কাউন্সিলের বিশেষ নির্বাচন ঃ সড়ে দাঁড়ালেন দেলোয়ার-সাবুল

৪ বাংলাদেশীসহ মোট প্রার্থী ১১

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ এর বিশেষ নির্বাচন থেকে সড়ে দাঁড়ালে কমিউনিটির আলোচিত ও সম্ভাবনাময় প্রার্থী মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। এছাড়াও নির্বাচন থেকে সড়ে দাঁড়ালের আরেক


মৌমিতা আহমেদ


এটর্নী সোম সাঈদ


মুজিবউর রহমান


দীলিপ নাথ

প্রার্থী সাবুল উদ্দিন। আসছে নতুন বছর অর্থাৎ ২০২১ সালের ২ ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিতব্য নিউইয়র্ক সিটির কাউন্সিলে বিশেষ নির্বাচন অর্থাৎ র‍্যাকড-চয়েজ ইলেকশন অনুষ্ঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, সিটি (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)



স্বপ্নবাজ এক তরুণ সোহাগ

অ্যাপস তৈরীই যার কাজ

আশরাফুল হাবিব চৌধুরী: নিউইয়র্কের এক বাংলাদেশী স্বপ্নবাজ এক তরুণ। তার নাম রাশেদুল খান সোহাগ। বাবা-মায়ের সাথে ১১ বছর বয়সেই আসেন এই আমেরিকাতে। মা-বাবার সাথে বসবাস (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

প্যান্ডামিকেও থ্যাংকস গিভিংএর আনন্দ

৯৭ কুক টার্কি বিক্রি করে খলিলের রেকর্ড


টার্কি হাতে খলিলুর রহমান ও জ্যামাইকার মাহফুজা খান রিশা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ২৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ছিলো থ্যাংকস গিভিং ডে। পৃথিবীর প্রতিটি সমাজ, সম্প্রদায় ও সংস্কৃতিতে ফসলউৎপাদনের আনন্দে নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী তাদের সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বর বা দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর যে রীতি পালনকরে থাকে (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)



ইসলামে সম্প্রীতির শিক্ষা

মাহমুদ আহমদ

ইসলাম শান্তিপূর্ণ ধর্ম। সর্বক্ষেত্রে শান্তির বিধান নিশ্চিত করে প্রেম-প্রীতি, সৌহার্দ্য আর শান্তি ও সম্প্রীতির এক পরিমন্ডল বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত করাই ইসলামের মূল লক্ষ্য। ইসলাম মানুষের জীবনে শান্তির (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

'কানাডায় কোনো বেগমপাড়া হতে দেয়া হবে না'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: 'রুখো লুটেরা, বাঁচাও স্বদেশ' এই স্লোগান নিয়ে কানাডার ক্যালগেরির প্রবাসী বাংলাদেশীরা বাংলাদেশের দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

সামকো ফাউন্ডেশনের আমেরিকান বেষ্ট অ্যাওয়ার্ড লাভ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের সুপরিচিত ও স্বনামধন্য ট্যাক্স প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সাউথ ইস্ট ইউএসএ'র সাবসিডি প্রতিষ্ঠান 'সামকো (বাকি অংশ ২৬ পাতায়

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা নিউইয়র্ক ৬৪৯+ Tax
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃ ষ্ঠায় দেখু ন

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
MassMutual
LOW COST GUARANTEE
Authorized e-file Provider
Notary Public
Jaydeb Gain
ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal
Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৫১ পাতায়)

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রের অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com